প্যান্টি

ও অন্যান্য গল্প

সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

BanglaBook.org

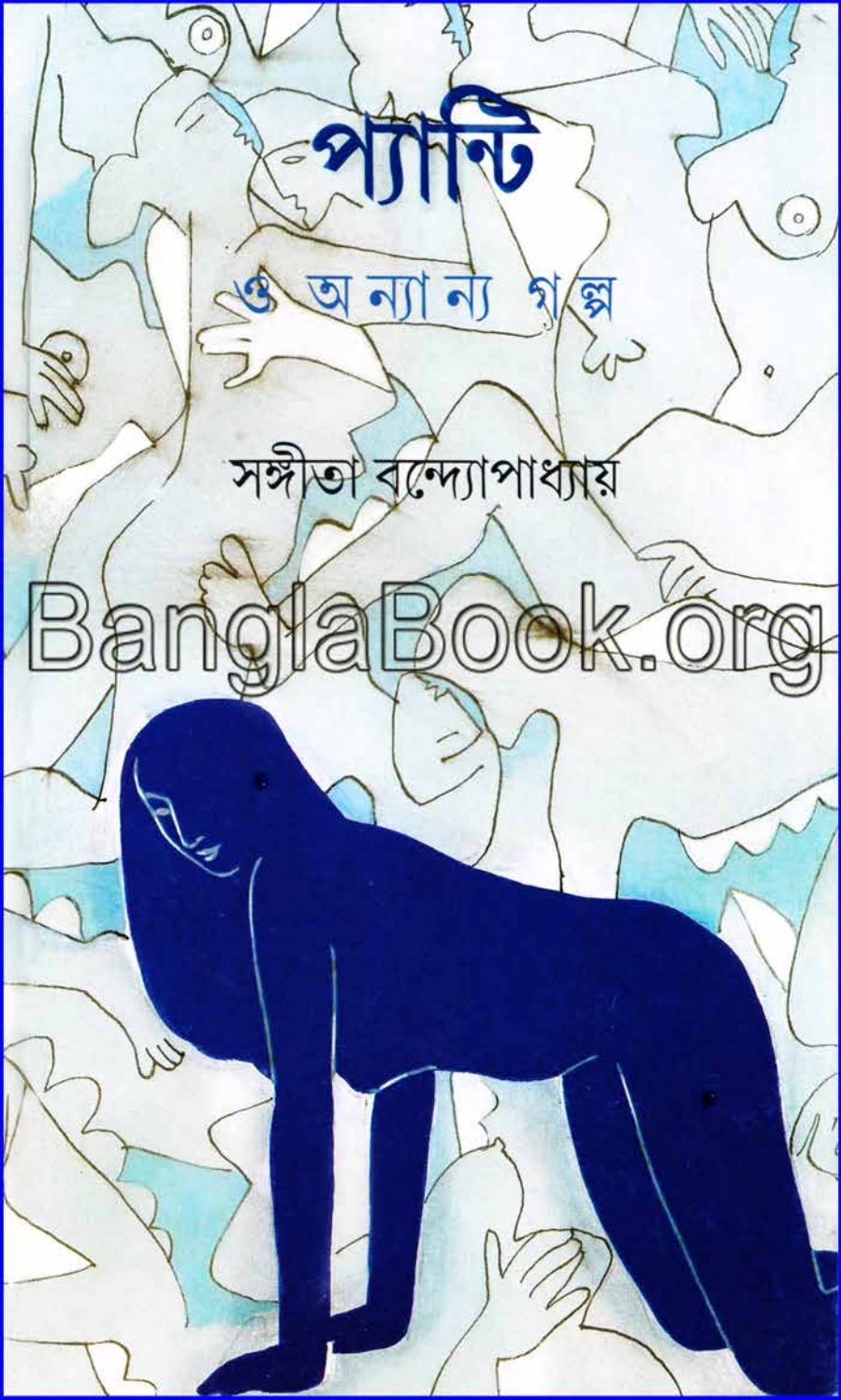

একটি মৃত মেয়ের ব্যবহার করা বাঘছাল প্রিন্ট প্যান্টি! এই দিয়েই সে চাপা দিতে চেয়েছিল, দিয়েছিল তার সমস্ত আঘাত! রক্তরক্ষণ! এবং সেই মৃত মেয়ে বা সে নিজে শুধু নয়, 'প্যান্টি'টা আসলে 'বহু'র আঘাতের অন্তর্বাস। কিংবা এ এক বহমান ইতিহাসের গোপন প্রত্যঙ্গকে মানুষের চোখের আড়ালে রাখার টুকরো আচ্ছাদন। যা গোপন করার উদ্দীপক অশ্লীলতা থেকে ক্রমশ স্বীকার করে নেওয়ার শ্লীলতায় উত্তরণের চিহ্নে রূপান্তরিত হয়। যে-চিহ্ন তীব্র, সোচ্চার, বাঙ্ময়। 'প্যান্টি' এক আদ্যন্ত পরীক্ষামূলক উপন্যাস। গঠন ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে তার আধুনিকতা, এই মুহূর্তের প্রবাহিত সময়ের মতো আচ্ছন্ন, জটিল। 'প্যান্টি' এক অতি ব্যতিক্রমী নির্মাণ!

এ ছাড়াও এই গ্রন্থে রয়েছে লেখিকার আরও আটটি গল্প— পাগলদের মেয়ে, সাথিয়া, কারণ, স্পর্শ, সাহানা বা শামিম, মল্লার বা মল্লিকা শেরাওয়াত, রাইবিলাস এবং মাধুরী আবার নাচছে।

সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ২৩ নভেম্বর ১৯৭৪, দুর্গাপুরে। ১৯৮৬ সাল থেকে কলকাতায় বসবাস। প্রথমে বাগবাজার মালটিপারপাস্ গার্লস স্কুল, পরে গোখেল কলেজে পড়েছেন। তেরো-চোদ্দো বছর বয়স থেকেই কবিতা লেখার শুরু। প্রথম কবিতা ছাপা হয় 'দেশ' পত্রিকায় ২০০১-এ। তারপর নিয়মিত 'দেশ' সহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখালিখি।

প্রথম উপন্যাস: 'শঙ্খিনী'। 'দেশ'-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।

পেশা: সাংবাদিকতা। একটি টিভি চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত।

শখ: অসংখ্য। তবে আসল শখ মানুষের সঙ্গে এই মহাপৃথিবীর সম্পর্ক অধ্যয়ন।

.....

প্রচ্ছদ সুব্রত চৌধুরী
লেখিকার আলোকচিত্র: বিবেক দাস

www.BanglaBook.org

প্যান্টি

ও অন্যান্য গল্প

প্যান্টি

ও অন্যান্য গল্প

সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

আনন্দ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ২০০৬
তৃতীয় মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০১২

© সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 81-7756-605-9

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুধীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
বসু মুদ্রণ ১৯এ সিকদার বাগান স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৪
থেকে মুদ্রিত।

PANTIE O ANANYA GALPA
[Stories]
by
Sangita Bandyopadhyay
Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta-700009

১৫০.০০

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

সূচি

প্যান্টি ১

অন্যান্য গল্প

পাগলদের মেয়ে ৮৩
সাথিয়া ৯৫
কারণ ১০৭
স্পর্শ ১১৯
সাহানা বা শামিম ১২৯
মল্লার আর মল্লিকা শেরাওয়াত ১৩৭
রাইবিলাস ১৪৫
মাধুরী আবার নাচছে ১৫৭

প্যান্টি

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

— আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস কোরো না।

— কিন্তু আমি জানতে চেয়েছিলাম, অন্ধকারে ওই ঠোঁট কার ছিল?

— অন্ধকারে ওই ঠোঁট ছিল চুম্বনের।

— কিন্তু সে তো চুম্বন করেনি!

— করেনি?

— না, সে তো ছুটে গেল নির্জন পার্ক স্ট্রিটের দিকে!

— কিন্তু আমার জিভে তো স্বাদ ছিল রক্তের।

— রক্ত নয়, ও আমার প্রিয় রাম-বল।

— প্রিয় নয়— আমার চিরকাল ভাল লেগেছে খুঁড়ে তোলা কুয়োর প্রথম জল।

— কিন্তু মাঘ সংক্রান্তিতে সেই জল উঠে এল যে-রাত্রে সে-রাত্রে আমি তো গভীরে নিদ্রামগ্ন অবস্থায় একটা স্বপ্ন দেখছিলাম। সে স্বপ্ন ভেঙেছিল চোদ্দো বছর অতিক্রান্ত করে।

— কোথায় ভেঙেছিল সে স্বপ্ন আমার?

— ভেঙেছিল একটা মাটির ভাঁড়ের পাশে। ভাঁড়টা পড়েছিল একটা চায়ের দোকানের সামনে। দোকানটা ছিল ফুটপাত যেখানে ঘুরে গেছে সেই কোণটায়। পড়েছিল আরও অনেক মাটির ভাঁড়ের ভাঙা টুকরোর সঙ্গে, নিঃসঙ্গ। জায়গাটা একটা রডোডেনড্রন বনের মতো। যদিও প্রতিটা গাছের নীচে নীচে রাখা থাকে গাড়ি।

— স্বপ্ন ভাঙার মুহূর্তে বৃষ্টি এসেছিল। তাই স্বপ্নটা হয়ে গেল কাদা। ক্রমশ তা আরও গলে যেতে ওই মাটির ভাঁড় অবধি গড়িয়ে গেল। এর ঠিক সামান্য ব্যবধানে ছিল নর্দমার ফাঁকা ফাঁকা ঢাকনা। বৃষ্টির ফলে জলের ক্ষীণ একটা স্রোত তৈরি হয়ে, স্বপ্নটাকে টেনে নিয়ে গেল নর্দমার দিকে।

— সেই স্রোত শহরের স্রোত। সেই স্রোতের মধ্যে অজস্র নিউজ পেপার কাটিং, অসংখ্য গল্প, উপন্যাস, অসংখ্য নাটক-নভেল, ট্র্যাভেলগ। এবং

প্রতিটি ট্র্যাভেলগই শেষ হয় নর্দমায়। কে জানে, কে বলতে পারে আসল যাত্রা তখনই শুরু হয় কি না!

— আমি সেই স্রোতকে অবজ্ঞা করে চলে যাচ্ছিলাম। কিন্তু ঠিক সেই সময় একটা বাড়ির ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ল একটা আমারই বয়সি মেয়ে। পড়ে একবার ছটফট করেই মরে গেল। আর সিঁড়ি দিয়ে দুদ্দার করে নেমে এল একজন পুরুষ। 'এ কী করলে, এ কী করলে, বাচ্চাটার কথা ভাবলে না?' বলতে বলতে পুরুষটি আছড়ে পড়ল মেয়েটির শরীরে।

— আমি তৎক্ষণাৎ সেই মৃত্যুটিকে নিজের করে নিলাম। বললাম— 'এ আমারই মৃত্যু হল!' বলে, সাত-আট মাস পরে কেমন ভারমুক্ত হলাম যেন, ও সম্পূর্ণ নতুন একটা পা তুলে দিলাম ফুটপাতে!

BanglaBook.org

২৯

রাত এগারোটায় চাবি দিয়ে পর পর তিনটে লক খুলে আমি ঢুকেছিলাম অ্যাপার্টমেন্টটার ভেতরে। একটা বহুতলের দ্বিতীয় তলের সবটা জুড়ে এই ফ্ল্যাট। ঢুকে কিছু মুহূর্ত দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি। বাইরের প্যাসেজের আলোয় ঠাওর করার চেষ্টা করেছিলাম অন্দরটা। এবং ঠিক বাঁ হাতের কাছেই দেখতে পেলাম সুইচবোর্ড। দু' পা এগিয়ে গিয়ে আমি সুইচগুলোকে জ্বালালাম পরপর। ওয়ান আফটার অ্যানাদার। না, একটা আলোও জ্বলল না। তবে, একটা পাখা মাথার ওপর সাঁ সাঁ করে ঘুরতে শুরু করল যে তা টের পেলাম।

চোখটা একটু সয়ে যেতে আমি বুঝলাম আমি দাঁড়িয়ে আছি একটা হলের একেবারে শুরুতে। হলের ওপাশে যে রাজপথ তা তখন ক্রমশ নিঝুম হতে শুরু করেছে। দেখলাম, স্ট্রিট-লাইটের আলো বড় বড় কাচের জানলার মধ্যে দিয়ে এই অন্ধকার হলে এসে পড়ে একটা অন্যমনস্ক আলো-আঁধারি সৃষ্টি করেছে এবং সেটা আমার উপকারে আসছে।

বাইরের আলোর আভায় আমি এগোলাম। এগোতে বুঝলাম হলের বাঁ ও ডানদিক, দু'দিকেই ঘর রয়েছে। কী মনে করে আমি বাঁদিকের খোলা দরজাটার দিকে চললাম।

যে ঘরটায় ঢুকলাম সেটা একটা বড় মাপের বেডরুম। সঙ্গে অ্যাটাচড বাথ। এবারও সুইচবোর্ডটাকে লোকেট করতে পারলাম আমি। পটাপট অন করলাম সমস্ত সুইচ। না, এবারও কোনও আলো জ্বলল না! এবং এবারও ঘরের মাঝখানে ঘুরতে লাগল পাখা।

আমি ঘরটাকে বুঝতে চেষ্টা করলাম। হলটার মতো ঘরটা অত ফাঁকা-ফাঁকা নয়। আসবাবে ভরতি। দেখলাম আমি দাঁড়িয়ে আছি একটা আয়নার

BanglaBook.org

সামনে। দেওয়ালজোড়া আয়না। প্রতিবিম্বটা যেন ঠিক আমার নয়। অন্য কোনও ছায়ামূর্তির যেন তা। আমি চুলে হাত দিলাম। আশ্চর্য, প্রতিবিম্ব দিল না!

আমি আমল দিলাম না। হাতের ব্যাগটা মাটিতে নামিয়ে ফিরে চললাম হলে।

মূল দরজা ভাল করে বন্ধ করে আন্দাজে চলন্ত পাখাটাকে স্তব্ধ করে আমি আবার গিয়ে দাঁড়ালাম ওই ঘরটায়। আমার খুবই ক্লান্ত লাগছিল। ট্রেন লেট ছিল সাত ঘণ্টা। ট্যাক্সি ধরে কোনওমতে পৌঁছেছিলাম ভদ্রলোকের কাছে চাবি সংগ্রহ করতে। তিনি দুপুর থেকে অপেক্ষা করেছিলেন। স্টেশনে ফোন করে ট্রেন যে লেট তা জানার পর বাড়ি ফিরে যান। আবার ফিরে আসেন ও আমার জন্য বসে থাকেন। চাবি হাতে দিয়েই তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে, এত রাতে ক্লাবের সমস্ত রেস্তোরাঁগুলো বন্ধ হয়ে গেছে, নইলে তিনি আমাকে ডিনার খাইয়ে দিতেন। আমি ধন্যবাদ জানাই ও বলি যে, স্টেশনে নেমেই আমি এক প্যাকেট কেক সংগ্রহ করেছি। তিনি, মনে হল, এই শুনে নিশ্চিন্ত হন ও আমাকে এই বহুতলের গেটে ড্রপ করে দিয়ে ফিরে যান।

অন্ধকারেই আমি আন্দাজ করলাম ঘরটার ওদিকেও একটা দরজা রয়েছে। এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দিলাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে হু হু করে ঢুকতে লাগল ঠান্ডা জোলো হাওয়া, ট্যাক্সিওয়ালা বলছিল সেদিন সারাদিনই নাকি টিপটিপ বৃষ্টি পড়েছে।

আমি ব্যালকনিতে পা দিলাম। চোখের সামনে বেশ কিছু উঁচু উঁচু বাড়ি। চোদ্দোতলা, ষোলো, আঠারো, একুশ তলা— যেখানে ওঠা যায় তারপর আগুন ধরে গেলে আর নামা যায় না!

তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এলাম আমি। আমার একমাত্র দরকার ছিল স্নানের। হাতড়ে তোয়ালেটা ব্যাগ থেকে বের করে আমি বাথরুমে গিয়ে ঢুকলাম। ধীরে ধীরে চোখ সয়ে এল। স্ট্রিট-লাইটের ভেসে আসা আলোয় পোশাক খুলে আমি শাওয়ারের নব ঘুরিয়ে স্নান করতে লাগলাম। সেই সময় আশেপাশে কোথাও ঝনঝন করে ফোন বাজতে লাগল। ফোনটা বেজেই গেল, কেউ তুলল না।

BanglaBook.org

চুলের জলটা চিপে চিপে মুছে তোয়ালে জড়িয়ে আমি ঘরে এসে সটান শুয়ে পড়লাম বিছানায়। একটা নতুন ও নরম চাদরের স্পর্শ পেলাম শরীরে। আমার শীত করছিল কিন্তু উঠে ফ্যানটা বন্ধ করে দেবার বা ব্যালকনির দরজাটা বন্ধ করে দেবার মতো শক্তিও আর অবশিষ্ট ছিল না। আমি শুয়ে থাকলাম। জেগে থাকলাম।

জেগে থাকতে থাকতে দেখলাম ভোর হল। দেখলাম রং। চাদরের রং হালকা নীল। বালিশের রং হালকা নীল। দেওয়ালের রং ক্রিম, শুধু একদিকের দেওয়ালের রং বেখাপ্পা রকম, বাদামি! অন্ধকার সরে গেল তাই খাট, ওয়ার্ডরোব, কোচ, আয়না সবই একে একে দৃষ্টিগোচর হল।

চিরাচরিত রাঙা রোদ এই সময় আমার শয্যায় এসে পড়ল। মানে আর বৃষ্টি নেই। তোয়ালেটা কখন খুলে গেছিল শরীর থেকে। শুয়ে থাকতে থাকতে আমার নগ্নতার ওপর উঠে এল রোদটা।

যখন বিছানা ছেড়ে নামলাম তখন বেশ বেলা হয়েছে। খুঁজে দেখে এলাম রান্নাঘরটা। যথেষ্ট বাসনকোসন। কুকিং রেঞ্জ, টোস্টার, মিক্সার সবই বর্তমান। ফ্রিজটাও চলছে ডাইনিং স্পেসের। ভাবলাম ফ্ল্যাটের বাকি অংশটা একবার ঘুরে দেখি। পরমুহূর্তেই ইচ্ছেটা গেল না। আমার তো দরকার একটা মাত্র ঘর!

আমাকে সচকিত করে এই সময় হলের কোথাও ফোন বাজতে লাগল। ঝনঝনটা ঠিক গত রাতের ফোনের ঝনঝনানির মতো। শব্দ অনুসরণ করে সাদা হ্যান্ডসেটটা খুঁজে পেলাম আমি।

ফোন তুলে বললাম, 'হ্যালো?'

— আমি রাতে একবার ফোন করেছিলাম, সব ঠিক আছে কি না জানার জন্য। সব ঠিক আছে না? তোমার যা যা লাগতে পারে তার সম্ভাব্য একটা তালিকা তৈরি করে আমার লোককে দিয়েছিলাম আমি। সেসব পেয়েছ তো?

ভদ্রলোকের গলায় কার্টিসি।

— হ্যাঁ, হ্যাঁ। সব পেয়েছি, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ! বললাম আমি, রাতে আপনি যখন ফোন করেন তখন আমি স্নান করছিলাম!

— ও, আচ্ছা। টয়লেট-ফয়লেট সব ক্লিন ছিল তো?

BanglaBook.org

— পারফেক্টলি ক্লিন!
— আয়রনটা চলছে কি না দেখে নাও। ওটা খুব দরকারি!
— হ্যাঁ ঠিকই! আমি দেখে নিচ্ছি!
— সো, দেন স্টার্ট আ নিউ ডে। যা প্রয়োজন হবে ফোন করে নেবে, ওকে! সি ইউ, বাই!
ফোন ছেড়ে দিয়ে মনে পড়ল আলোর কথা তো ওঁকে বলা হল না! সবই আছে এই ফ্ল্যাটে, শুধু একটাও আলো নেই!
আবার ফোন বাজছে। হ্যাঁ, উনিই— তোমার বান্ধবীকে ফোন করে জানিয়ে দিই যে তুমি পার্টলি সেটল করে গেছ?
— না, প্লিজ। আর কিছু জানাবার দরকার নেই। বললাম আমি। আমি... আই অ্যাম লস্ট ফর এভার! পৌঁছেছি যে, সেটুকু শুধু বলে দিন।
উনি চুপ করে থাকলেন একটু। তারপর বললেন, তোমার সঙ্গে তো জিনিসপত্র কিছুই নেই! হাউ উইল ইউ ম্যানেজ?
— কিনে নেব শিগগিরি!
— ওকে দেন!
— শুনুন...! বলে থমকালাম আমি।
— ইয়েস?
— এই ফ্ল্যাটে আমি কতদিন থাকতে পারি?
— মোটামুটিভাবে যতদিন খুশি! উনি হাসলেন। যদি না আমার হঠাৎ কোনও প্রয়োজন পড়ে যায়!
— আপনার পরিবার থেকে আপত্তি উঠবে না তো?
— আপত্তি? সামান্য একটা ফ্ল্যাট নিয়ে আমার ছেলেমেয়েরা কেন মাথা ঘামাতে যাবে?
— আর আপনার স্ত্রী? কোনও অপরিচিত মেয়েকে এভাবে নিজের জায়গায় থাকতে দেওয়াটা অনেকেই ভাল ভাবে নেবে না!
— স্ত্রী? আই ডোন্ট হ্যাভ হার এনি মোর।...
— ইউ মিন...!
— শি ইজ ডেড!
দ্বিতীয় দফায় ফোনে কথা বলার সময় আলোর কথাটা আমার পরিষ্কার

BanglaBook.org

মনে ছিল। কিন্তু আমি বললাম না। কেন বললাম না তা চন্দ্রগুপ্ত জানেন! স্নান সেরে নেমে এলাম পথে। কলকাতা! ট্যাক্সিতে, পায়ে হেঁটে, মেট্রোয় চড়ে আমি সারাদিন ঘুরলাম অচেনা শহরটায়! একটা সিনেমা দেখে, বাইরে খেয়ে যখন ফ্ল্যাটে ফিরলাম তখন রাত এগারোটা। পর পর তিনটে লক খুলে আলোহীন অন্দরে ঢুকে গেলাম। তারপর চোখ সইয়ে অন্ধকার বিছানায় গড়িয়ে পড়লাম ও পড়ে রইলাম একভাবে। জেগে রইলাম একভাবে।

পরের দিন ব্যাগটা খুললাম আমার। দুটো-একটা পোশাক, কাগজপত্র যা ছিল গুছিয়ে রাখতে গেলাম ওয়ার্ডরোবটায়। ওয়ার্ডরোবটা একেবারে খালি ছিল। শুধু এককোণে ঝুলছিল একটা হ্যাঙার। ট্রাউজারটা ঝুলিয়ে রাখতে সেটা কাজে লাগবে ভাবলাম আমি। তখনই দলা পাকানো প্যান্টিটা চোখে পড়ল।

হাতে তুলে নিলাম ওটাকে। বিদেশি জিনিস। নরম। বাঘছাল প্রিন্ট! তৎক্ষণাৎ জানতে ইচ্ছে হল— প্যান্টিটা কার?

অনেক বছর আগে একটা হোটেলের ঘরের বেডসাইড ড্রয়ারে আমি একটা নীল কাচের বালা পেয়েছিলাম। বালাটা হাতে নিয়ে মনে হয়েছিল নীল জল ঝরছে সেটা থেকে। সেদিনও আমার খুব জানতে ইচ্ছে হয়েছিল— বালাটা কার?

প্যান্টিটা থেকে কেমন একটা সোঁদা গন্ধ বেরোচ্ছিল। দেখলাম ছাতা পড়ে যাওয়ার মতো সাদা দাগ ধরে আছে। একটা মেয়ের প্যান্টিতে এই দাগ আর কীসের হবে?

প্যান্টিটা নিয়ে কী করা যায় ভাবলাম আমি। আশ্চর্য, ফেলে দিতে মায়া হল! এই একার ফ্ল্যাটে প্যান্টিটা একটা দ্বিতীয় উপস্থিতি হয়ে ধরা দিল যেন! একটা সাহচর্যের অনুভব!

ফেলে দিলাম না। প্যান্টিটাকে ওয়ার্ডরোবটার নীচের দিকের একটা তাকের মধ্যে ছুড়ে দিলাম। তারপর টয়লেটে গিয়ে হাতে সাবান দিয়ে নিলাম। কাগজপত্র ঠিকমতো ফাইলবন্দি করে ফোনটা সেরে নিলাম আগে— আপনার সঙ্গে কখন দেখা হতে পারে? বললাম আমি। আপনার চিঠিটা আমার দরকার পড়বে!

BanglaBook.org

— চিঠি তো রেডি আছে। তুমি আজই নিয়ে নাও। বললেন উনি।
স্নান সেরে পোশাক পরতে পরতে ভাবলাম, আলোর কথাটা আজও মনে ছিল। শহরের পথে আবার নিষ্ক্রান্ত হলাম আমি। দু'-তিনটে জায়গায় সাক্ষাৎপর্ব মিটিয়ে একটা দোকানে ঢুকে সামান্য খেয়ে নিলাম। একটা পোশাকের দোকানে ঢুকে ঢলঢলে ম্যাক্সি কিনলাম একটা। এই দু'দিনের নগ্নতা ঘুচল এবার। রাত আটটায় ওঁর সঙ্গে দেখা হল ক্লাবের বারান্দায়। উনি একটা বাংলা বই পড়ছিলেন গভীর মনোযোগের সঙ্গে। দাগ দিচ্ছিলেন, নোট নিচ্ছিলেন। সঙ্গে একটা বেঙ্গলি টু ইংলিশ ডিকশনারিও ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম— আপনি বাংলা পড়তে পারেন?
উনি হেসে মাথা নাড়লেন।— ভীষণ ভাল করে পড়তে পারি!
চিঠিটা নিয়ে, ওঁর সঙ্গে স্যুপ আর ব্রেড রোল ডিনারে খেয়ে পর পর তিনটে লক খুলে অধিক রাতে আবার ফ্ল্যাটে ফিরে এলাম।
শুয়ে আছি, শুয়ে আছি— একটা অস্বস্তি টের পেয়ে টয়লেটে যেতে দেখলাম যা সন্দেহ করেছিলাম ঠিক তাই— পিরিয়ডস স্টার্ট হয়ে গেছে কখন নিঃশব্দে! এবং আমার প্যান্টিটা ভিজে উঠেছে রক্তে!
আমার কাছে কোনও ন্যাপকিন নেই। এখন, এই মধ্যরাত্রে কী উপায় হবে? রক্তে ভেজা এই প্যান্টিটা ছাড়া দ্বিতীয় কোনও প্যান্টিও তো নেই আমার! ম্যাক্সি কেনার সময় মনে করে করে আরও দু'-চারটে জিনিস কেনা উচিত ছিল! এই প্যান্টিটা না বদলালে আমি শোয়া তো দূরের কথা কোথাও বসতে পর্যন্ত পারব না! আমার শরীরের ধর্ম অনুযায়ী দু'-তিন ঘণ্টার মধ্যে খুব ব্লিডিং শুরু হবে। তখন এই স্রোতের মুখ কী করে আটকাব? এত রাতে কোনও দোকান কি খোলা পাব? অন্তত যদি ন্যাপকিনটাও জোগাড় হয়!
কী করি, কী করি করতে করতে আমি ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখলাম হ্যাঁ, রাস্তার ও-ফুটে পার্ক মেডিসিন বলে একটা ওষুধের দোকান খোলাই রয়েছে।
মাঝে মাঝে দুটো-একটা গাড়ি হুশ হুশ করে বেরিয়ে যাওয়া রাস্তায় জনমনিষ্যি নেই। বরং বলা চলে রাস্তা এখন কুকুরদের দখলে চলে গেছে। এত কুকুর?

BanglaBook.org

কালো ট্রাউজারটা ঘেন্না ঘেন্না করে আবার গলিয়ে নিয়ে আমি লিফটে করে নীচে নামলাম। দারোয়ানকে ডেকে গেট খোলালাম। বললাম, ওষুধ কিনে এক্ষুনি ফিরছি!

ন্যাপকিন কিনে এনেই টয়লেটে ঢুকলাম। স্ট্রিট-লাইটের আভায় দেখলাম প্যান্টিটার একেবারে যাচ্ছেতাই অবস্থা। কাল সকাল দশটার আগে কি কলকাতার কোনও দোকান খোলা পাব যেখানে আন্ডার গারমেন্টস কিনতে পাওয়া যায়? সারারাত এটাকে টলারেটই বা করব কী করে? এই রক্তেভেজা প্যান্টিতেই ফ্রেশ ন্যাপকিন আটকাতে হবে ভেবে অসহ্য লাগতে থাকল আমার। কালই একটা বাল্‌ব কিনে এনে অন্তত টয়লেটের আলোটা ঠিক করতে হবে। সকালে আমি দেখেছি ফ্ল্যাটের কোনও হোল্ডারেই বাল্‌ব নেই। সব বাল্‌ব একসঙ্গে কেন খুলে নেওয়া হল কে জানে? আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব একসঙ্গে ভাবতে চেষ্টা করতে লাগলাম আর আমার ঊরু বেয়ে অন্ধকারের দিকে ঝরতে থাকল ফোঁটা ফোঁটা রক্ত!

দুঃখিত আমি শাওয়ারের তলায় দাঁড়িয়ে যেই নব ঘোরালাম আর ঠান্ডা জল ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর, আমার মনে পড়ে গেল ওয়ার্ডরোবটার ভেতরে খুঁজে পাওয়া হলুদ কালো প্যান্টিটার কথা। কিন্তু না, পরের ব্যবহৃত প্যান্টি, তাও ছাতা পড়া— আর যাই হোক সেটা কিছুতেই ব্যবহার করতে পারি না আমি। কে জানে ওটা কার? এবং কত বছর ওখানে ওভাবে পড়ে আছে?

বাঘছাল প্যান্টি পরত যে মেয়ে সে নিশ্চই খুব ওয়াইল্ড নেচারের! অন্তত যৌনতার ক্ষেত্রে। প্রশ্ন হল কতখানি ওয়াইল্ড সে। আমার থেকে বেশি না কম?

এসব ভাবতে ভাবতে কখন যে আমি আমার রক্তেভেজা প্যান্টিটা কল খুলে দু'হাতে ডলে ডলে ধুতে শুরু করেছি বুঝতেই পারিনি। কিছুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে শেষে ভাল করে ধুয়ে টয়লেটের রডেই ওটা মেলে দিলাম। নিজেকে বোঝালাম এখন ওই প্যান্টিটা পরা ছাড়া আমার কোনও উপায় নেই। বোঝালাম আমি তো ওই ছাতা পড়া অংশটার ডায়রেক্ট কনট্যাক্টে আসছি না। আমি তো মাঝখানে স্যানিটারি টাওয়েল রাখছি।

BanglaBook.org

তোয়ালে দিয়ে গা মুছে আমি বেডরুমে ফিরলাম। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে বের করলাম প্যান্টিটাকে। থমকালাম এক মুহূর্ত। তারপর বিছানার ওপর রাখা ন্যাপকিনটা স্টিক করে নিলাম ওটায় আর পরে নিলাম।

আমি গলিয়ে নিলাম প্যান্টিটা।

আমি জানতাম না আমি আসলে একটা মেয়েকেই গলিয়ে নিলাম।

আসলে তার নারীত্বকে গলিয়ে নিলাম আমি।

তার যৌনতাকে, তার প্রেমকে গলিয়ে নিলাম।

তার বাসনা, ব্যভিচার কিংবা পাপকে, তার অপমান এবং দুঃখকে, তার লজ্জা এবং ঘৃণাকে গলিয়ে নিলাম। আমি জানতাম না আমি তার জীবনকে গলিয়ে নিলাম। তার পরাজয়, তার ফিরে যাওয়াকেও গলিয়ে নিলাম আমি। আর তার দেশকেও তন্মুহূর্তে গলিয়ে নিলাম। তার পৃথিবীকে নিয়ে সামান্য কথা ভাবতে লাগলাম কত। আমি ভাবলাম মেটিরিয়ালটা খুব ভাল। সফ্‌ট। ফিটিংস নিখুঁত। যেন আমারই জন্য অর্ডার দিয়ে তৈরি! পরে নেওয়ার পর আমার আর ঘেন্না করছিল না। চুলটা বালিশে মেলে দিয়ে শুয়ে পড়লাম। যদিও আমি স্বীকার করি না যে, আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু এটা অনস্বীকার্য যে ঘরের মধ্যে হতে থাকা একটা শব্দে ঘুম ভেঙেছিল আমার।

ওরা আদর করছিল নিজেদের। চুম্বন করছিল! ওরা উন্মাদের মতো মিলিত হচ্ছিল! ওরা হাঁপাচ্ছিল কিন্তু খেলাটা শেষ করছিল না কিছুতেই। যেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল ওভাবেই। ওই প্রক্রিয়ায়— যতক্ষণ না মূর্ছিত হলাম আমি।

সেই প্রথম দিন আমি ওদের বুঝতে পারিনি। নানা আশ্লেষ ধ্বনিতে চোখ মেলে তাকিয়েছিলাম আর ভয় পেয়েছিলাম— বেডরুমে এরা কারা! কিন্তু বেডরুমে কেউ ছিল না— ওরা ছিল দেওয়ালে। সেই দেওয়ালটায়, যে দেওয়ালটার রং গাঢ় বাদামি। বেমানান দেওয়ালটার মধ্যেই ওরা দু'জনে ছিল— নগ্ন, সঙ্গমরত, প্রলাপরত, ক্রন্দনরত ওরা!

ধীরে ধীরে আমি বুঝলাম ওরা সেসব দিনেই ফিরে আসে যেসব দিনে ওই প্যান্টিটা পরি আমি। ওই বাঘছাল প্যান্টিটা! আমি মেয়েটাকে বলতে

BanglaBook.org

শুনলাম, 'এই একটাবার নিযুক্ত অবস্থায় কেটে যেত যদি ত্রিকাল, ক্ষয়ে যেত যদি..!' সে আকাঙ্ক্ষার কথা শুনে আমার মনে হল আমার যোনির মধ্যে অস্থির ঘুরতে থাকা দীর্ঘ, দীর্ঘতর, দীর্ঘতম সমস্ত প্রত্যাশার মৃত্যু ঘটেছে। আমি আর তাই জীবনকে তাড়া করতে পারছি না। আমার অসুখ উৎপন্ন হচ্ছে! আমার পথ শেষ হচ্ছে ক্রমশ...!

দিন কাটতে লাগল নিরাকারভাবে। সমস্ত দিনের শেষে মনে পড়ত না ঠিক কী কী করে কাটল দিনটা। কী কাজে, কী অকাজে! রাত বারোটা বাজার আগেই সবটা দিনের কথা ভুলে যেতাম আমি।

একটা বাল্‌ব পর্যন্ত কেনা হল না!

একটা প্যান্টিও কেনা হল না!

মধ্যে মধ্যে ওদের অসহ্য লাগত আমার। আমি চাইতাম ওরা ব্যাপারটা শেষ করুক একদিন।— কিন্তু ওরা শেষ করত না। ওদের মিলন চলতেই থাকত। মরিয়া হয়ে প্যান্টিটা আমি খুলে ছুড়ে ফেলে দিতাম ব্যালকনিতে! ওরা তৎক্ষণাৎ মিলিয়ে যেত।

সকাল হলে কিচেনে ঢুকে চা বানাতাম। চা খেতে খেতে আবার আমার মায়া জন্মাত। শ্লথ পায়ে ব্যালকনি থেকে প্যান্টিটা কুড়িয়ে নিয়ে এসে আবার ঠেলে দিতাম ওয়ার্ডরোবে। প্যান্টিটার মধ্যে থেকে তখন নিশ্চিন্তভাবে আমার গন্ধ বেরোত। আমার গন্ধ! আশ্চর্য!

BanglaBook.org

১৫

একদিন হঠাৎ মায়া হল।

আজ এতদিন এখানে আছি কিন্তু একদিন হঠাৎ-ই মায়া হল। রোজ দেখি কীভাবে ওরা বেঁচে আছে! দেখে দেখে ভাবি ওদের জন্য রাষ্ট্র বা সরকারকে দায়ী করতে পারি না আমি। কেননা, ওরা শুয়ে থাকে। বিপজ্জনকভাবে শুয়ে থাকে।

ওরা ঘুমোয়! যখনই দেখি, ওদের তিন-চারজনের মধ্যে অন্তত তিনজন ঘুমোচ্ছে। অন্যরা শূন্য চোখে বসে আছে হাত-পা ছড়িয়ে। মুভমেন্ট বলতে মাথা চুলকানো, নাক খোঁটা, থুতু ফেলা।

এমনকী সারাদিনে ওদের কিছু খেতে দেখা যায় না! রাত সাড়ে বারোটার সময় যখন পাশের রেস্টুরেন্টের ঝাঁপ বন্ধ হয় তখন দোকানের বয়-বেয়ারারা প্রথমে, ওরা ফুটপাতের যে অংশে থাকে, সেখানের ডাস্টবিনে একটা ঢাউস বালতি ভরতি করে নিয়ে গিয়ে নানা সুখাদ্যের উচ্ছিষ্ট উপুড় করে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে ডাস্টবিনে ঝাঁপিয়ে পড়ে গাদাখানেক কুকুর। এই সময় ওরা যারা ঘুমোচ্ছিল তারা উঠে বসে। এর পরেই রেস্টুরেন্টের কেউ প্লাস্টিকের প্যাকেটে করে বেশ অনেকটা পরিমাণে খাবার দেয় ওদের। একমাত্র তখনই ওদের খেতে দেখতে পাই! আমি জানি না ওরা কোথা থেকে এসেছে, জানি না কেন ওদের ঘর নেই! গাঁয়ে-গঞ্জে কত জমি-জায়গা তো আছে যা পতিত, যার কেউ মালিক নয়, সেসব জায়গায় চলে গিয়ে কেন ওরা ঘর বানায় না? কেন এই অন্ধ শহরে পড়ে থাকে? ফুটপাতে পড়ে থাকে কীসের নেশায়? কেন কোনও বস্তির তিনফুট বাই চারফুট অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে ছিটেবেড়ার ঘর পর্যন্ত জোটাতে পারেনি দলের ওই মেদহীন, স্বাস্থ্যবান তরতরে যুবক দুটি ?

BanglaBook.org

আমি জানি না, বৃষ্টি পড়লে ওরা কোথায় যায়? যখন রাতবিরেতে বৃষ্টি নামে আমি গিয়ে দাঁড়াই ব্যালকনিতে—ওদের খোঁজে। কাউকে দেখতে পাই না। যেসব বাথরুমে আরশোলা বেরোয় অন্ধকারে, আলো জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে তারা যেমন কোথায় লুকোয় তা টের পাওয়া যায় না—ওরা তেমনই বৃষ্টি নামলেই যেন বাতাসে মিলিয়ে যায়!

ওদের শরীরের ভাষা বলে ওরা গ্রামের লোক নয়। কোনও বন্যা বা দুর্ভিক্ষে ডুবে যাওয়া অথবা রুখাশুখা জমি, ঘর, গোয়াল, তুলসীমঞ্চ, সন্ধেবেলার পঞ্চাননতলার জমায়েত ছেড়ে, পালাগান, যাত্রার আসর ছেড়ে, আতঙ্কে; অতর্কিতে; পোঁটলায় দু'-চারটে জিনিস বেঁধেছেঁদে চলে এসে শেষে সর্বস্বান্ত হয়ে এই ফুটপাতে আশ্রয় নেওয়া ভিখিরি নয় ওরা। এমনকী ওরা ভিখিরি কি না তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার—আমি ওদের ভিক্ষে করতে দেখিনি কখনও।

ওরা যথেষ্ট উদাস। আকাশের নীচে সে উদাসীনতা মানানসই। কংক্রিটের ফুটপাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা কৃষ্ণচূড়ার নীচে সহজ ওদের ঘুমোনো, জেগে ওঠা, ভাত খাওয়া, আচমন। এবং ওরা এখানেই মিলিত হয়! বড় বড় ল্যাম্পপোস্টের আলোয় সেইসব রাতে শুনশান পথের অন্ধিসন্ধি পর্যন্ত দেখা যায় যখন—জানি না কোথায় ওরা আড়াল পায়! আমি এখানে এসে উঠি যে-সময়, সে-সময় এই ফুটপাতটা ফাঁকাই ছিল। তার কিছুদিন পরে এল ওরা। বউটার কোলে তখন মাত্র দু'-তিনের একটা মেয়ে। বছর ঘুরেছে কি ঘোরেনি—ওর কোলে এখন দশ-পনেরো দিনের বাচ্চা একটা! অতএব এই ফুটপাতেই যে ওরা সঙ্গম করে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

ওদের যে একেবারে কিছু নেই—তা কিন্তু নয়। থালা বাটি আর পলিথিনের শিট আছে। শীতে ওরা কাঁথা গায়ে দেয়। মাথার কাছে মশার ধূপ জ্বালায়। ওদের গান শোনবার ছোট একটা যন্ত্রও আছে দেখেছি আমি। একটা কাঠের প্যাকিং বাক্সের মধ্যে আরও জিনিসপত্র গোছানো আছে বলেই আমার ধারণা।

দলে ওদের দুটি পুরুষ, বয়স বাইশ-তেইশ করে হবে, একটি দশ-বারো বছরের ছেলে আর বছর ষোলো থেকে কুড়ির মধ্যে দুটি সন্তানবতী ওই বউ।

আর একটি সমবয়েসি ছেলে, মেয়ে দেখি আসে যায়। ওদেরই কথাবার্তা থেকে বুঝেছি যে দুটি পুরুষের একটি বউটির স্বামী, অপরটি ভাই। কোনও যন্ত্রণার ছাপ কখনও দেখিনি ওদের চোখেমুখে। কোনও আক্ষেপ আছে বলে মনে হয় না। এভাবে বেঁচে থাকাকে অসার্থক বেঁচে থাকা বলে যেন ভাবছে না ওরা। যেমন দেখেছি আমি ওদের, দিনের পর দিন— পুরুষটি ঘুমোচ্ছে, বউটি বসে আছে পা ছড়িয়ে, গাছে হেলান দিয়ে, দৃষ্টি সুদূরে। বছরখানেকের মেয়েটা মায়ের নোংরা, ছেঁড়া ব্লাউজ সরিয়ে শীর্ণ স্তন নিজের হাতে গুঁজে দিচ্ছে মুখে। মা যে সেই সংযোগ অনুভব করছে, তাও মনে হচ্ছে না। এত জমাট, অবসন্ন, নিরুত্তেজিত চোখমুখ। তারপরই মেয়েটা হয়তো হামা দিয়ে চলে গেল ফুটপাতের ধারে—যেখানে নর্দমার ঢাকনাহীন মুখ হাঁ করে আছে। মেয়েটা যে-কোনও মুহূর্তে পড়ে যেতে পারে কিন্তু পড়ছে না! মেয়েটা যদি চঞ্চল হত তা হলে এক পা-দু' পা দূরের ছুটে যাওয়া চলন্ত গাড়ির স্রোতের নীচে পড়ত গিয়ে। কিন্তু মেয়েটা দুর্বল, চেঁচায় না, কাঁদে না, খেতে চায় না। শুধুই ঘুমোয়। ঘুম থেকে উঠলে মায়ের স্তন হাঁটকায়। এবং ফুটপাতের শেষপ্রান্ত থেকে আবার হামা দিয়ে দিয়ে ফিরে আসে মায়ের কাছে ঠিক।

শুধু একদিনই বউটার কান্নার শব্দে ঘুম ভেঙে গেছিল আমার। মাঝরাতে আমি বেরিয়ে এসেছিলাম ব্যালকনিতে। দেখলাম বউটা মাটিতে গড়াচ্ছে আর পুরুষটা যে কিনা ওর স্বামী, ওর পিঠে লাথি কষাচ্ছে একটার পর একটা। বউটার ভাইটা, বেঁটেখাটো, শক্তসমর্থ—ঠিক বাধা দিচ্ছে যে তা নয়। কাকুতিমিনতি করে বলছে, 'ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, যা করেছে করেছে আর করবে না!'

স্বামীটা বলল, 'মাগি, আমাকে করতে দেয় না কেন, জিজ্ঞেস কর!'

ভাইটা বলল, 'ভরা মাস, দেখছিসই তো! মারিস না, মারিস না। এখন যদি মরে যায় তা হলে তোর এই মেয়েটাকে নিয়ে তখন কী করবি বল?'

বউটা নিঃসাড়ে মার খাচ্ছিল, এবার ছিটকে উঠল, 'মারতে দে, ঢ্যামনাটাকে মেরে ফেলতে দে আমাকে!'

আমি হতভম্ব হয়ে দেখছিলাম, এ কী, বউটা আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে না কেন?

BanglaBook.org

ভাইটা চেঁচাল, 'ওই দ্যাখ, জল ভাঙছে, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে...!'
হাতের এক টুকরো কাঠ মেয়েটার মাথা লক্ষ্য করে ছুড়ে দিয়ে ছেলেটা অন্ধকারের দিকে চলে গেল। আর আমাকে অবাক করে দিয়ে ভাইটা ছুটল সেদিকেই। কিছুক্ষণ পরে গায়ে-পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে স্বামীটাকে ফিরিয়ে আনল গাছতলায়। বউটা তখনও কঁকাচ্ছিল। আমি স্পষ্ট শুনলাম ভাইটা বলছে, 'এত মাথা গরম কেন করলি তুই হঠাৎ? ওর কী অবস্থা দ্যাখ একবার! কটা দিন ধৈর্য ধর। তারপর তো তোর সুখের সংসার। মেয়ে আছে, এবারেরটা যদি ছেলে হয় সবাইকে গর্ব করে বলতে পারবি আমার এক ছেলে, এক মেয়ে! আর তোর কী চাই রে? দ্যাখা দেখি, তোর থেকে বেশি সুখী কে এখানে?' বলে শহরের এই অভিজাত পাড়ার নিবু-নিবু আলো জ্বলা; এ. সি-র কারণে চেপে বন্ধ করা জানলার হাইরাইজগুলোর দিকে আঙুল তুলে তুলে দেখাতে লাগল। সেই আঙুল আমার ব্যালকনির দিকে ঘোরার আগেই আমি ছিটকে সরে এলাম।
সেদিনই একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম আমি। দেখলাম শহরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত আর কিছু নেই, শুধু টানটান হয়ে পড়ে আছে ফুটপাত! ঘর নেই, বাড়ি নেই, দোকানপাট নেই, মেট্রো নেই, ভিক্টোরিয়া নেই, যানবাহন নেই, কেবল মাইলের পর মাইল কংক্রিটের ফুটপাত অতিকায় সরীসৃপের মত পড়ে আছে। আর বদলে গেছে এ পৃথিবীর আবহাওয়া। বাতাসের শরীরে রং এসেছে, লাল রং। যেন স্বচ্ছ লাল ওড়না ভেসে বেড়াচ্ছে সর্বত্র। আর সূর্যের রংও লাল। সেই লাল আলোয় কী শান্তই না দেখাচ্ছে ফুটপাতগুলো!
এরকমই চলছিল— কিন্তু হঠাৎ মায়া হল! যখন—
বউটার আবার একটা মেয়ে হল! বউটা কচি বাচ্চাটাকে দুধ খাওয়াতে লাগল কোলে তুলে। আর আমি দেখলাম এক বছরের মেয়েটা মাটিতে উপুড় হয়ে ফোঁপাচ্ছে! শুধুই ফোঁপানো। ব্যস, আর কোনও প্রতিবাদ নেই। কেননা, যতবার মা'র বুকের কাছে গেছে মেয়েটা, মা ওকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। চড় মেরেছে। তাই মেয়েটা কাঁদছে। লাল ঝরা ঠোঁট ফুলে ফুলে উঠছে। বোঝা যাচ্ছে ছোট্ট বুকে কী দুঃখের ভার!
এতদিনের শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখার অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে

BanglaBook.org

চাইছিলাম যে আমি— তা আমি বুঝতে পারিনি! রাষ্ট্র বা সরকার কাউকে ওদের জন্য কিছু মাত্র দায়ীও করিনি আমি। এমনকী ওদের অবস্থাটাকে দুরবস্থা বলেও মনে করিনি কখনও। কেননা, আমি জানি, ওরা দিন জুড়ে ঘুমোয়। কেননা, আমি জানি, যারা খায় অথবা খায় না তারা দু'দলই মরে পৃথিবীর চাতালে পড়ে। কিন্তু আমি জানতাম না, ভাত খেতে খেতে শিশুটি যখন তাকাবে আমার দিকে তখন ওকে খুব সুন্দর দেখাবে, এত সুন্দর যে হিংসে হতে পারে!

সামান্য ভাত আর ডিমসেদ্ধ নুন ছড়িয়ে পলিপ্যাকে ভরে ফেললাম, তারপর বেডরুম পার করে ছুটলাম ব্যালকনির দিকে। চোখ পড়ল আয়নায়— দেখলাম, আমার ডানা দুটো খসে গেছে, পিঠের ব্যথাটাও আর নেই!

ওদের সঙ্গে একটা সম্পর্ক তৈরি হল আমার—সেই প্রথম। আসলে, তখন তোমার সঙ্গেও সম্পর্কটা সুসম্পন্ন হয়েছে। আসলে তখন তোমাকে বলে ফেলেছি আমি, 'তোমার কাছে থাকতে চাই!'

BanglaBook.org

১১

সে হাঁটছিল। শহরটার প্রায় নিস্তব্ধ হয়ে আসা একটা লেন ধরে হাঁটছিল। কাজ—কাজ ফেলে রেখে উঠে এসে হাঁটছিল কখন থেকে। তখন সবে ছাই কালো হয়ে উঠছে আকাশের রং!

হাঁটতে হাঁটতে সে চিন্তা করছিল দুটো শব্দ নিয়ে—বৈধতা এবং অবৈধতা! সে ভাবছিল যে সে দেখেছে মানুষের অস্তিত্ব কী প্রকটভাবে বৈধতা এবং অবৈধতা, এই দুই শব্দের ভেতরের বিরোধের কাছে আত্মসমর্পিত! অথচ অবৈধতাই বৈধতার চরম উৎকর্ষ।

বৈধতা এবং অবৈধতাকে নিরূপণ করার তাগিদে সে একদিন যেতে চেয়েছিল এমন এক শূন্য সাম্য ব্যবস্থায় যা প্রকৃতি নয় আদৌ! সে এমনটা খুঁজছিল—কিন্তু পায়নি!

বহুক্ষণ চলার পর যখন সংবিৎ ফিরল তার তখন সে আবিষ্কার করল এই গলিটাকে। দেখল জায়গাটা তার অজানা!

গলিটা সংকীর্ণ এবং নির্জন। দু'পাশে ভাঙাচোরা বাড়ি। দেওয়ালগুলো ইট বের করা। নোনা লাগা। জানলার পাল্লাগুলো ভেঙে ঝুলে আছে, পাইপ লাইন থেকে গলে গলে পড়ছে ময়লা জল। সেই জলের মধ্যে থেকে প্রস টেনে নিয়ে ঝাঁকিয়ে উঠছে অশ্বত্থের চারা। খানাখন্দে ভরা গলিটার প্রতিটা বাড়ির মাথায় তিন-চারটে করে অ্যান্টেনা। অ্যান্টেনাগুলোয় বসে আছে অজস্র কাক। এত কাক যে এই সব কাক একসঙ্গে ডানা মেললে শহরটা অন্ধকার হয়ে যাবে!

তখন একটা-আধটা মাত্র হাতে টানা রিকশা, সাইকেল পেরিয়ে যাচ্ছিল গলিটাকে। একটা-দুটো পথচলতি মানুষ যারা হাঁটছিল গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে। জ্বলে জ্বলে উঠছিল তাদের সিগারেটের আগুন। হঠাৎই

BanglaBook.org

১১

সে হাঁটছিল। শহরটার প্রায় নিস্তব্ধ হয়ে আসা একটা লেন ধরে হাঁটছিল। কাজ—কাজ ফেলে রেখে উঠে এসে হাঁটছিল কখন থেকে। তখন সবে হৃষ্ট কালো হয়ে উঠছে আকাশের রং!

হাঁটতে হাঁটতে সে চিন্তা করছিল দুটো শব্দ নিয়ে—বৈধতা এবং অবৈধতা! সে ভাবছিল যে সে দেখেছে মানুষের অস্তিত্ব কী প্রকটভাবে বৈধতা এবং অবৈধতা, এই দুই শব্দের ভেতরের বিরোধের কাছে আত্মসমর্পিত! অথচ অবৈধতাই বৈধতার চরম উৎকর্ষ।

বৈধতা এবং অবৈধতাকে নিরূপণ করার তাগিদে সে একদিন যেতে চেয়েছিল এমন এক শূন্য সাম্য ব্যবস্থায় যা প্রকৃতি নয় আদৌ! সে এমনটা খুঁজেছিল—কিন্তু পায়নি!

বহুক্ষণ চলার পর যখন সংবিৎ ফিরল তার তখন সে আবিষ্কার করল এই গলিটাকে। দেখল জায়গাটা তার অজানা!

গলিটা সংকীর্ণ এবং নির্জন। দু'পাশে ভাঙাচোরা বাড়ি। দেওয়ালগুলো ইট বের করা। নোনা লাগা। জানলার পাল্লাগুলো ভেঙে ঝুলে আছে, পাইপ লাইন থেকে গলে গলে পড়ছে ময়লা জল। সেই জলের মধ্যে থেকে প্রাণরস টেনে নিয়ে ঝাঁকিয়ে উঠছে অশ্বত্থের চারা। খানাখন্দে ভরা গলিটার প্রতিটা বাড়ির মাথায় তিন-চারটে করে অ্যান্টেনা। অ্যান্টেনাগুলোয় বসে আছে অজস্র কাক। এত কাক যে এই সব কাক একসঙ্গে ডানা মেললে শহরটা অন্ধকার হয়ে যাবে!

তখন একটা-আধটা মাত্র হাতে টানা রিকশা, সাইকেল পেরিয়ে যাচ্ছিল গলিটাকে। একটা-দুটো পথচলতি মানুষ যারা হাঁটছিল গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে। জ্বলে জ্বলে উঠছিল তাদের সিগারেটের আগুন। হঠাৎই

BanglaBook.org

একজন পথচারীকে দেখে উ-উ-উ করে ডেকে উঠল একটা কুকুর! সে আর একটু এগোতেই গলিটা ঝপ্ করে ঢেকে গেল নিকষ আঁধারে। লোডশেডিং একটা ব্ল্যাক প্যান্থারের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে খেয়ে ফেলল গলিটাকে। সব ডুবে গেল ঘাতক অন্ধকারের থাবায়।

সে কী করবে ঠিক বুঝে পেল না। এগোবে? নাকি পিছোবে? দুটোই সমান অর্থহীন মনে হল তার। এমনকী মেধার ভেতরের অন্ধত্বকেও অনুভব করল সে।

চতুর্দিকের চরম নৈঃশব্দ্যকে খেয়াল করে বিস্মিত সে তখনই নিদারুণ চমকে উঠল এক আশ্চর্য স্পর্শকে ঠোঁটের ওপর টের পেয়ে!

ঠোঁটের ওপর, শুধুমাত্র ঠোঁটের ওপর নেমে এল কার যেন ঠোঁট! আর কোথাও তাকে ছুঁল না কিচ্ছুতে, আপাদমস্তক অস্পৃষ্ট ও মুক্ত থাকল যখন পুরোপুরি, তখন ঘন অন্ধকারে অচেনা কারও ঠোঁট গভীরতম ভাবে চুম্বন করল তাকে! তখন তাকে চুমু খেল কেউ এমনভাবে যে এক মৃদু দংশনজনিত ব্যথা, শোষণ, উত্তাপ, লালা এবং অপরিচিত কষ্টের হলকা সম্মিলিতভাবে ছড়িয়ে পড়ল তার ওষ্ঠে!

চুম্বন! চুম্বন! চুম্বন! —আমূল বুঝল সে চুম্বন। এই-ই চুম্বন তবে? এই-ই চুম্বন তবে, যখন তা বাকি শরীর থেকেও মুক্ত? যখন তা হৃদয় থেকে, চৈতন্য থেকে, এমনকী জ্ঞানের বিস্তৃতা থেকেও সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে, সমস্ত পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচ্যুত হয়ে শুধুমাত্র একটা ঠোঁটের সঙ্গে একটা ঠোঁটের জুড়ে যাওয়া? যখন তা শুধুমাত্র দুটো ঠোঁটেরই মিলন? একক মিলন?

সেই অন্ধকারে অশরীরী দুটো ঠোঁট তার ঠোঁট, জিভ, মাংসল মুখগহ্বর সব ভরিয়ে দিতে লাগল চুমুর আস্বাদে আর সে টানটান দাঁড়িয়ে সেই মৌলিকতাকে উপভোগ করতে লাগল চোখ বুজে! তার নেশা ধরে গেল! যখন চুম্বন শেষ করে তাকে ছেড়ে চলে গেল ঠোঁটটা তখন প্রথম যা ফিরে এল তার কাছে তা শব্দ! সে লোহা পেটানোর শব্দ, বাসের চাকার শব্দ এবং কাছেই কোনও বাড়ি থেকে ভেসে আসা ঘুঙুরের শব্দ পেল একে একে। অমনিই পথবাতিগুলো জ্বলে উঠল, লোক চলাচল শুরু হল। উ-উ-উ করে ডেকে উঠল একটা কুকুর।

BanglaBook.org

তার কান্না পেল। নিজের ঠোঁটের ওপর হাত রেখে সে দাঁড়িয়ে রইল বহুক্ষণ!—এতকাল সে ভেবেছে যে সে জানে চুম্বন কী? যেমন ভেবেছে সে জানে প্রেম কী, শরীর কী, শিল্প কী? অথচ আসলে সে এসব কিছুই জানে না!

ধীরে ধীরে আবার হাঁটতে শুরু করল সে। অতিক্রম করল গলিটাকে। তখনই অকস্মাৎ তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল অবৈধতার মূল মানে। এরপর অনেকবার সে ফিরে ফিরে এসেছে গলিটায়। সন্ধে হয় হয় সময়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে। প্রতীক্ষা করেছে আলো নিভে যাওয়ার, প্রতীক্ষা করেছে চুম্বনের!

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

১৮

আমি চলে যেতাম। কিন্তু বর্ষায় গাছগুলো এমন বেড়ে উঠল, মায়ায় যেতে পারলাম না! সেদিন বিকেলেও তো একটা পাতলা, ঝিরঝিরে পাতার ঝাউগাছ কিনে এনেছিলাম যেদিন তুমি আমাকে চলে যেতে বললে।

তুমি বললে, 'তুমি যা বলেছ, তুমি কি সত্যিই তাই ভাব? ইউ মিন ইট?'

আমি ঝরনাটার দিকে তাকালাম, ক্লাবের বারান্দায় তখন কেউ ছিল না।

বললাম, 'হ্যাঁ!'

তুমি ভদ্‌কার গ্লাসটা উপুড় করে দিলে গলায়।

বললে, 'যদি তাই ভাব, দেন প্রমিস মি, তুমি চলে যাবে?'

আমি তোমার দিকে চোখ ফেরালাম।

তুমি বললে, 'অপারেশন হয়ে সুস্থ হতে তোমার সাত-আট দিন লাগবে, তারপর চলে যেয়ো তুমি!'

আমি 'হ্যাঁ' বললাম।

বললাম, 'ঠিক আছে!'

'ইটস আ ডিল...!' বলে হাত বাড়ালে তুমি।

'ইয়েস আ ডিল!' বলে আমিও হাত বাড়িয়ে দিলাম। দেখলাম, তোমার হাতটা অতিরিক্ত ঠান্ডা! আমার স্পর্শ গ্রহণে অক্ষম!

'এই বিষয়ে আর কোনও কথা বলার প্রয়োজন শেষ হল আজ!' বললে তুমি।

উত্তরে আমি বললাম, 'বেশ।'

'চলো, উঠে পড়া যাক।' বলে টেবিল থেকে গাড়ির চাবি তুলে নিয়ে তুমি ক্লাবের হল পার হয়ে পোর্টিকোর দিকে এগোলে। আমি তোমার পেছনে পেছনে হাঁটতে লাগলাম। হলে তখনও বেশ ভিড় ছিল। আমাদের দেখে

BanglaBook.org

হাত নেড়ে 'গুডনাইট' বলল অনেকে। কেউ বলল, 'চলে যাচ্ছো তোমরা?' আমি সেই সব পরিচিত মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে হেসে মাথা নাড়লাম। মনে মনে বললাম, 'যাওয়া, না-যাওয়া দুটোই আসলে একটা করে সিদ্ধান্ত।'

'সিদ্ধান্ত' শব্দটা মনে আসতে আমার তৎক্ষণাৎ একদিনের ঘটনা মনে পড়ল। একদিন তোমার বন্ধু এবং বন্ধুপত্নীর সঙ্গে বসে চা খেতে খেতে 'সিদ্ধান্ত' নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছিল আমাদের। তোমার বন্ধু বলেছিলেন, 'জীবনে অনেক সময় এই ব্যাপারটা হয়েছে আমার, জানো! সামনের পথ দেখতে পাচ্ছি না। সমস্তটা যেন কুয়াশায় ঢাকা। এগোব, না পিছোব? হয়তো-বা মনে হচ্ছে দাঁড়িয়ে আছি একটা Y-এর মুখে। সামনে এক বা একাধিক রাস্তা। কিন্তু কোনটা বাছব সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না! তুমি বললে, 'তোমার আত্মা তোমাকে বলবে ঠিক, তুমি কোন পথে যাবে। তুমি আত্মার স্বর শুনতে পাবে।'

'অনেক সময় সেটা কোনও স্পষ্ট ভাষ্য নয়।' বললেন তোমার বন্ধু, 'অনেক সময় কোন সিদ্ধান্ত থেকে কী ফলাফল হবে অভিজ্ঞতা তা জানে না। আত্মায় তার কোনও সূত্র জমা পড়েনি। আত্মাও তাই দ্বিধাগ্রস্ত। তখন? তখন কীভাবে সিদ্ধান্ত নেবে তুমি? বলো?'

'নিজেকে বুঝতে হবে ভাল ভাবে। নিজে কী চাইছ তা বুঝতে হবে। আসলে, জীবনের সমস্ত সিদ্ধান্ত জীবন শুরু হওয়ারও আগে থেকে নেওয়া থাকে আমাদের। সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর সেটা কেবল মাত্র জানতে পারি আমরা। জানতে পারি যে, এই বা ওই সিদ্ধান্তটা আসলে নেওয়া ছিল আমার বা তোমার বা যার সিদ্ধান্ত তার একেবারে অবিহিতকালের শুরুতেই।'

তোমার বন্ধুপত্নী চায়ের কাপ নামিয়ে রেখেছিল। এবং উৎসুক চোখে তোমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'ব্যাখ্যা করো!'

'ব্যাখ্যা করা মুশকিল!' বললে তুমি, 'হয়তো-বা অসম্ভবও। একটা উদাহরণ দিতে পারি। ধরো আমি গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ চাপা দিয়ে ফেললাম কোন পথচারীকে। এবার জখম লোকটাকে নিয়ে আমি কী করব, সেই সিদ্ধান্ত আমার নেওয়া আছে আমার জন্মের শুরুতেই! আমি খালি

BanglaBook.org

সময়ের মুখে দাঁড়িয়ে অনুভব করব মস্তিষ্কের ভেতরে একটা মৃদু দপদপানি। সেখানেই আমার নেওয়া সব সিদ্ধান্তগুলো জমে আছে আর ঘটনার স্রোতে পড়ে অপেক্ষায় আছে বেরিয়ে আসার...!'

তুমি গাড়ি চালাচ্ছিলে, আমি তোমার পাশে বসে সেদিনের কথাই ভাবছিলাম। এলগিন রোড পার হতে হতে তুমি বললে, 'ওষুধটা খেয়ে নিয়ো রাতে!'

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম, 'না, আর ওষুধ খাব না।'

'ব্যথা বাড়লে তখন কিন্তু ফোন করে কাঁদবে না।'

'না, কাঁদব না।'

'সব ফোনের রিংগার অফ করে শুয়ে পড়ব আজ। এত মাস ধরে অনেক ডিস্টার্বেন্স সহ্য করেছি। আর নয়!'

'দুটো-চারটে দিন সময় দাও। আমি চলে যাব।' বললাম আমি।

তুমি ব্রেক কষলে, 'মানে? বললাম তো অপারেশনের পরে চলে যেয়ো!'

'আমি অপারেশন করাব না!'

তুমি অস্থির হয়ে জলের বোতলটা খুঁজতে লাগলে গাড়ির ভেতর। আমি তোমাকে কোনও সাহায্য করলাম না। জল না পেয়ে তুমি আবার স্টার্ট করলে গাড়ি। আমাকে নামিয়ে দেওয়ার পর দু'মুহূর্ত দাঁড়িয়ে ঝড়ের বেগে উড়ে গেলে।

আমি ফ্ল্যাটে ফিরে জামা-কাপড় না বদলেই শুয়ে পড়লাম। শুতে শুতে ভাবলাম একটা আস্তানা খুঁজে বার করতে হবে দ্রুত। জিনিসপত্র প্যাক করতে হবে। একটা-দুটো করতে করতে এই দেড় বছরের মধ্যে অজস্র জিনিস এসে জড়ো হয়েছে। ভাবলাম, শুধু শুধু বোঝা বাড়ালাম! আমাকে যে চলে যেতে হবে যে-কোনওদিন একথাটা মাথায় রাখা উচিত ছিল। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল— কলকাতা শহরে কি চাইলেই বাড়ি ভাড়া পাওয়া যাবে? স্পেস?

খুব ভোরে গিয়ে দাঁড়ালাম ব্যালকনিতে। ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছিল। শান্ত দেখাচ্ছিল শহরকে। আমার নজরে পড়ল গাছগুলো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের দেখতে লাগলাম। দেখতে দেখতে কত গাছ এখন আমার সংগ্রহে! কেউ ঝুলে আছে, কেউ বসে আছে বিশেষ পাত্রে। এই যে

BanglaBook.org

প্রাতর্ভ্রমণকারী—এই শহর আর আধঘণ্টার মধ্যে জেগে উঠবে। শয়ে শয়ে মানুষ, যানবাহন বেরিয়ে পড়বে পথে। শব্দ বাড়বে। সকালে কাচা জামা বিকেলে শুকিয়ে ওঠার আগেই কালচে দেখাবে। তিন-চার দিনে গাছের পাতার ওপর ধুলো পড়বে এমন যে চেনাই মুশকিল।

কিন্তু এখন বর্ষা চলছে তাই আমার এই ব্যালকনির গাছগুলোর কোথাও লেগে নেই কোনও মালিন্য। বরং তরতরিয়ে বেড়ে উঠেছে সব কটাই। এখন, এই মুহূর্তে দেখে মনে হচ্ছে ওরা আমার কাছে থাকতে পেরে কত খুশি! এই ঠান্ডা হাওয়ায় যেন মাথা দুলিয়ে হাসছে সকলে।

আমার মন খারাপ লাগছে কি? এই গাছগুলোকে ফেলে রেখে চলে যেতে হবে ভেবেই মন খারাপ লাগছে কি? আমি কি একটা বাড়ি খুঁজে পাব দু'দিনে যেখানে এই গাছগুলো, বর্ষার জলে নতুন করে প্রাণ পাওয়া, ঝকঝকে গাছগুলোরও জায়গা থাকবে? আর তা যদি না হয় তা হলে কি আমি এদের ফেলেই চলে যাব আর বর্ষা পার হয়ে গেলে এরা জলাভাবে শুকিয়ে মরে যাবে? নাকি আমি দারোয়ানকে বলব যে ওদের নিয়ে যান। দিনাবসানে একটু জলই ওদের বাঁচিয়ে রাখবে—বেশি কিছু করতে হবে না!

এই দু'দিনের মধ্যে কত কী করব আমি? বাড়ি খুঁজব, জিনিস প্যাক করব, গাছেদের ব্যবস্থা...! আমি কি পারব?

সাদা কচুপাতাটা মরেই যাচ্ছিল। কষ্টে কষ্টে বাঁচালাম। এখন পাঁচটা পাতা গাছটায়। আর একটা পাতা অর্ধেক খুলেছে। যদি মুড়ে থাকা পাতাটা খুলে মেলে ধরে নিজেকে তবে বুঝব গাছটা সম্পূর্ণ সুস্থ। দু'দিনে কি সেটা সম্ভব হবে?

গাছ বিক্রেতা বলেছিল ওই ঝুলন্ত লতাটা সারা বছর নীল ফুল দেবে। সারা বছরের নীল ফুল কি স্বপ্ন? আমি কি ফুল ফোটা না দেখেই চলে যাব?—অসম্ভব!

না, দু'দিনের মধ্যে চলে যেতে পারব না আমি। আমি যাব না।

হলে ফোন বাজছে। এত ভোরে তুমি ছাড়া কে আর হবে? এই শহরে দ্বিতীয় মানুষ আমার আছেটাই বা কে? শ্লথ পায়ে ফোন ধরতে হলে ফিরলাম আমি।

BanglaBook.org

'তোমার ওপর রাগ করার কোনও মানেই হয় না। ইটস ব্যেকুফি!' বললে তুমি। হাসলে তুমি, রাতে ঘুমোওনি তাই না? আমার কথা ভেবেছ, তাই না? তুমিই ফোন করতে চেয়েছ, তুমিই চাওনি ফোন করতে। তুমি লড়েছ নিজের সঙ্গে—আমি বুঝতে পারছি।

'কী বলতে চাও?' বললাম আমি। হাসলাম। আমিও রাতে ঘুমোইনি। আমিও তোমার কথা ভেবেছি। আমি চলে যেতে চেয়েছি কিন্তু গাছেদের জন্য সিদ্ধান্ত বদলাতে হয়েছে। গাছেদের জন্য!

'ওষুধ খেয়েছ?' তুমি বললে।

'হ্যাঁ!' আমি বললাম।

'আমার একটু একটু জ্বর হয়েছে মনে হয়, চোখ দুটো জ্বালা-জ্বালা করছে। মাই হোল বডি ইজ পেনিং।'

'আমি এখনই ডক্টরকে ফোন করছি...!'

'নেহি, জানে দো...ঠিক হয়ে যাব।'

'আর ইউ ম্যাড অর হোয়াট, শুনছ না চারদিকে ভাইরাল ফিভার হচ্ছে?'

'শোনো, তোমার অপারেশনের পরে চলো বেড়াতে যাই। ধরো জঙ্গলে যাওয়া যেতে পারে...বা ধরো পাহাড়ে? অনেকদিন বেরনো হয় না।'

'কতদিনের জন্য?'

'এই মাসখানেক?'

'এতদিন?'

'কেন?'

'আমার গাছগুলোর কী হবে?'

'কী বলছ? কান্ট হিয়ার, লাইনটা ডিসটার্ব করছে...!'

'ঠিক আছে, গাছগুলো প্যাসেজে বের করে রেখে যাব। দারোয়ানকে বলব রোজ জল দিয়ে দেবে!'

'কী বলছ?'

'কিছু না।'

'শোনো কাল যা বলেছ তা মনে হয়েছে বলেই বলেছ নিশ্চই। এ নিয়ে আমার কোনও রাগ নেই। তোমার ওপর রাগ করেই বা কী করব? তোমাকে ছেড়ে তো আর থাকতে পারব না! ইটস নো মোর পসিবল।'

BanglaBook.org

'আসলে যাওয়া, না-যাওয়ার সিদ্ধান্ত, ছেড়ে থাকা, না-থাকার সিদ্ধান্ত, সবই কোনও অবিহিতকাল আগে থেকেই নেওয়া থাকে আমাদের। ঘটনার সামনে দাঁড়িয়ে শুধু সেটা একবার জানার সুযোগ হয়...!'

'হোয়াট দা হেল ইউ আর সেয়িং ওম্যান?'

'এবার একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো তুমি। বেলা বাড়লে ডক্টরকে কল দেব, কেমন?'

'রাগ করে কোথাও চলে যাবে না তো?'

'চিন্তা করছ কেন? গাছেরা কখনও যাওয়া আটকাতে পারে না। রাগ করেই বা কে কতদূর চলে যেতে পারে বলো? রাগও করে, আবার থেকেও যায়...!'

BanglaBook.org

২৩

এক মেঘাচ্ছন্ন ভোরে সে দাঁড়িয়েছিল অনেক জলের সামনে। ছড়ানো, প্রহেলিকাময়, জটিল জল। জলের শেষে গাছের সারি। মাথার ওপর আখুটে আকাশ। জলের ধারে মগ্ন বক, জলের ওপরে হংসাবলি। মাঝে মাঝে ঘাই মারছিল জলের ভেতরের মাছ। সে এই সমস্ত দৃশ্যটা অকারণেই, আকুলতার সঙ্গে গ্রহণ করতে চাইছিল বোধে! একেবারে অকারণ!

তখনই বহু দূরে, একেবারে ওই কিনারের জলে তার চোখ কোনও আলোড়নের স্পর্শ পেল যেন। চোখকে সেখানে নিবদ্ধ রেখে সে বোঝার চেষ্টা করল তোলপাড়টা কীসের!

একটু পরেই সে দেখতে পেল কেউ একজন সাঁতার কেটে এগিয়ে আসছে এই দিকেই! তার দিকে?

যদিও সম্পূর্ণ মানুষটাকে দেখা যাচ্ছিল না কোনওভাবে! শুধু দুটো শক্ত হাত একবার জলের ওপরে উঠে যাচ্ছিল, আবার ডুবে যাচ্ছিল জলে। অতি দ্রুত পর্যায়ক্রমে এমনটাই ঘটছিল বারবার, ছন্দোবদ্ধভাবে, যেন এক নিদারুণ তাড়নায় এভাবে সাঁতার কাটছিল মানুষটা। আর দুটো হাতের জলে ভেজা চামড়া চকচক করে উঠছিল সূর্যের আলোয়, ঝলসে উঠছিল পেশীসমূহ!

তার অদ্ভুত চাঞ্চল্য জাগল ভেতরে। নিষিদ্ধ এক ওম ছড়াতে লাগল শরীরের আনাচে-কানাচে যা অতীতের অগুনতি অভিজ্ঞতার তুলনায় আদিম!

অবগাহনের প্রতিটা স্তর পেরোতে পেরোতে তখন এগিয়ে আসছিল লুকোনো শরীর।

BanglaBook.org

অবিলম্বে চোখ বুজে ফেলল সে!

চোখ বুজে ফেলে সে কি ঘুমিয়ে পড়ল?

সে কি ঘুমের ভেতর সমস্তটা কল্পনা করল একবার? যেন জল থেকে উঠে এল সে পুরুষ আর অমনি শুরু হল নারী-পুরুষের কালহীন দ্বন্দ্বাতীত খেলা, তৈরি হল দুটো বিপরীত গতির যা একে অন্যের পরিপূরক! যা সংভাবে উৎপন্ন হলে এই ঘাসের ওপর একসময় পড়ে থাকবে বিশুদ্ধ যৌনতার তত্ত্ব যা তুমি তাকে বোঝাতে চেয়েছিলে—কিন্তু সে বুঝতে পারেনি ভয়ে! ভয়ে!

BanglaBook.org

১

সে রাত জেগেছে। আসলে সে দিনও জাগেনি কি?—অপেক্ষায়? বাকি লেখাটুকুর অপেক্ষায়? বহু, বহু মাস সে কিছুই লেখেনি আসলে। কেবলই হাঁটা অভ্যেস করেছে। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত হাঁটা আবার দূর-দূরান্ত থেকে হেঁটে ফেরা।

একটা থলে সে জোগাড় করেছে কষ্টে। তারপর কাগজ কুড়োতে কুড়োতে হাঁটছে। কাগজ কুড়োয়, থলেতে ভরে। হাঁটে। এভাবে সে একটা লাইনই লিখতে পেরেছে। দ্বিতীয় লাইনটা লিখতে পারলেই সে ঘুমোতে যেতে পারে। দিনের দিকে, রাতের দিকে ঘুম। কিন্তু অত হেঁটেও সে দ্বিতীয় লাইনটা পায়নি।

ওই একটা লাইনই কি তবে এক জীবনের লেখা? ওই লাইনটাই কি তবে কষাঘাতে, কষাঘাতে বেরিয়ে আসা সমস্ত রক্ত?

সে হাঁটা চালিয়ে যায়। থলে যখন ভরে ওঠে কুড়োনো কাগজে, সে নদীর সামনে দাঁড়ায়। তখন হয়তো অস্ত যাচ্ছে সূর্য! জলে সে উপুড় করে দেয় থলি। বলতে চায়, এই জল সে ভালবাসে, এই তারাটি তার প্রিয়, এই ঘুরে মরা তার আকাঙ্ক্ষার ফল। এই রোগ, এই প্রতিরোধহীনতা—এই-ই আসলে তার জীবনযাপন, বেঁচে থাকা!

আর সে বলতে চায়—লেখা যা পারে, না লেখা পারে তার অধিক। যে একটা লাইন সে লিখেছে, সেই লাইনটার অভিমান স্পর্শ করেছে তাকে আজ। কেননা, সে লাইনটার এ প্রান্তে ছিল এক মহাকাল, ও প্রান্তে অনন্ত সময়। লিখে লাইনটার ভেতর সে এনে বসিয়েছে মৃত্যুবৎ স্তব্ধতা। লাইনটা ফুরিয়ে গেছে সমস্ত সম্ভাবনা সত্ত্বেও! সে সম্ভাবনা সৃষ্টির থেকে সৃষ্টির

BanglaBook.org

সম্ভাবনা! জীবনের থেকে জীবনের সম্ভাবনা!

নদী তাকে বলেছে—'কাঁদো।' আর চোখে জল আসা মাত্র তার তোমার কথা মনে পড়ল? মনে পড়ল, অনেক কাল তোমার সঙ্গে তার দেখা হয়নি। ছাড়াছাড়ি হলে যেমন হয় আর কী! 'হয়তো মৃত্যুর সময় দেখা হবে!'—বলেছিলে তুমি।

শেষ বা দ্বিতীয় লাইনটা পেয়ে গেছে ভেবে কান্না স্থগিত রেখে সে ছুটল তখনই। এবং বুঝল, তাই হয়, কবির জীবন আসলে তাই। কবির পাণ্ডুলিপি আসলে সমস্ত চেপে যাওয়া কান্না। সমস্ত ফেলে আসা কান্না। সমস্ত কান্নার ব্যর্থতা! কবি আসলে নিজের জন্য কাঁদেনি, অন্যের জন্যও কাঁদেনি। সে কেঁদেছে শুধু কবিতার জন্যে!

লিখে কী হয়? না, লিখে কোনও লাভ হয় না। কত কী যে লেখা হয়েছে পৃথিবীতে কিন্তু মানুষের তা কোনও কাজেই লাগেনি সে অর্থে। অথবা মানুষ তা কাজে লাগাতে চায়নি। পড়েছে, পড়ে ভুলে গেছে।

সেও প্রতিটা শব্দ লেখার সময় ভাবে, 'কী কথা লিখেছিলে? বৃক্ষান্তে চলে গেল শব্দ!' সে লিখতে লিখতে উঠে পড়ে সংশয়ে।

তারপর রাত হয়। অমনি তার মাথার পোকাগুলো কিলবিলিয়ে ওঠে। বেরিয়ে আসতে চায় চোখ, কান, নাক-মুখ দিয়ে। তার দৃষ্টি বদলে যায়। নিশ্বাসে বিষাক্ত বাষ্প, অশ্রাব্য শব্দ বলে সে, শোনে সে। আর মেঝেতে পড়ে ছটফট করে। একসময় সে স্থির হয়ে চলন্ত পাখার দিকে তাকায় আর ওড়না পেঁচায় হাতে। নাটার মতো ফাঁস প্র্যাকটিস করে।

তখন আবার যেন কে তাকে ঠেলে দেয় লেখার দিকে। সে কাঁপতে কাঁপতে লেখে। লিখতে লিখতে ঘুমোয়। ভাবে মুক্তি!

BanglaBook.org

১০

দিনের শুরুতে এই খবরের কাগজ! ভোরে অর্ধঘুমন্ত শরীর যে কাগজগুলোকে স্পর্শ করল সেগুলোর প্রতিটার প্রথম পাতায় কতগুলো পোড়া দেহের ছবি। সে বিষণ্ণ ও অন্যমনস্ক বোধ করল। শিথিল দেহে সহজেই সঞ্চারিত হল শোক।

এই সব শিশু গতকাল যৌথভাবে পুড়ে গেছে তামিলনাড়ুর একটা স্কুলে। পোড়বার সময় তারা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছিল। যেন সেটা দহনের মাত্রাকে কোনওভাবে কম করতে সাহায্য করেছে! যেন তারা এভাবে আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে যে আমরা যদি কখনও একত্রে পোড়ার সুযোগ পাই আমরা যেন তখন পরস্পরকে জড়িয়ে ধরি।

প্রথমে শোনা যাচ্ছিল বেশ কিছু টিচারও নাকি পুড়ে মারা গেছে শিশুদের সঙ্গে। কিন্তু কালক্ষেপে বোঝা গেছে যে, না—আদৌ, তারা একজনও মারাটারা যায়নি। তারা সময়-মতো পালাতে সক্ষম হয়েছে। মারা গেছে ছ'-সাত বছরের আশিটি বাচ্চা ছেলেমেয়ে। আরও অসংখ্য মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন গুনছে স্টেট জেনারেল হসপিটালে।

একটা ইংরিজি দৈনিকের ছবি তাকে হাঁটু ভেঙে বসিয়ে দিল মাটিতে। সে দেখল পা ছড়িয়ে বসে কাঁদছে এক তামিল পিতা। কোলে একটা কালো কাঠ যা আসলে ওর সন্তান।—নাহ্, দিনের শুরুতে এই যথেষ্ট হয়েছে তার পক্ষে।

কাগজগুলো দ্রুত ভাঁজ করে সে ছুড়ে দিল বেডরুমে। চা করে খাবে ভেবে আভেন জ্বালাল। সে পালাতে চেয়েছিল খবরটা থেকে। বদলে অসহায়ের মতো আগুন লাগার আগে এবং আগুন নিভে যাওয়ার মাঝখানে ওই আশি, নব্বই, একশো শিশুর পুড়তে থাকার সময়টায় পৌঁছে

BanglaBook.org

গেল ও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যখন কল্পনা করতে লাগল আগুনকে নিজের চামড়ায়, মাংসে, মজ্জায় তখন চায়ের জল ফুটে ফুটে নিঃশেষ হতে লাগল আভেনে।

এরপর সে জ্বালা প্রশমনে ছুটে গেল টয়লেটে ও স্নান করতে করতে নিদারুণ এক ক্ষোভে কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

তখন ফোন বাজল। সে তোয়ালে জড়িয়ে বেরিয়ে এল ফোন ধরতে। জানাল যে, স্নান করছে! হ্যাঁ, নগ্ন হয়েই স্নান করছে সে। হ্যাঁ সাবান মেখেছে। আচ্ছা সে আবার তোমাকে মনে করে সাবান মাখবে আর গোপন অঙ্গে হাত রেখে তিনবার বলবে ঠিক—'আমি তোমার, আমি তোমার, আমি তোমার!' আর মোট দশ মিনিট লাগবে তার তৈরি হয়ে নিতে। তুমি বাড়ি থেকে বেরোও, তার মধ্যেই সে রেডি হয়ে নেমে যাবে নীচে, অপেক্ষা করবে তোমার জন্য! হ্যাঁ, তুমি এসে তাকে নিয়ে যাবে জিনিসগুলো কিনতে যা কিনে এনে, এই ফ্ল্যাটটা সাজাবে সে যাতে এই ফ্ল্যাটটা বাড়ি হয়ে ওঠে।—বাড়ি, গৃহস্থ, হোম...। তুমি তাই চাও, 'মেক ইট ইওর হোম...।'

সে ফিরে গেল স্নানে। স্নান সেরে বের করে রাখা পোশাক পড়ল। চুল আঁচড়াল। পারফিউম ঢালল শরীরে। নীচে নামল। তুমি তাকে তুলে নিলে।

সারাদিন ঘুরে ঘুরে কত কী-ই যে কিনল সে...। তারপর তোমার সঙ্গে ডিনার সেরে অনেক রাতে ফিরে এল আস্তানায়। লকগুলো পর পর খুলে সোজা চলে গেল বেডরুমে।

যেই সে আলো জ্বালল দেখল খাটের ওপর পড়ে আছে সেই সকালের কাগজটা। প্রতিটা কাগজের প্রথম পাতার সেই ছবিগুলো যেন জেগে উঠল তাকে দেখে। সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে সে পুড়তে লাগল তখন সেই আগুনে, যে আগুন জীবনের বৃত্তের চারিদিকের এবং পালানোটা তার কেন্দ্রে অবস্থিত!

ফোন বাজছিল। তুমি ফোন করেছ 'ঘুমিয়ে পড়ো' বলার জন্য। সে ফোন তুলেই বলল—'আমার একটা ছেলে ছিল, ছ'-সাত বছরের...। একদিন আমাদের হাইরাইজে আগুন লাগল। আমি সেই দুপুরে এক অল্প চেনা

BanglaBook.org

পুরুষের নীচে শুয়ে ছিলাম। আমি দূরে ছিলাম। ওর বাবাও দূরে ছিল। ও ছিল রাতদিনের কাজের মেয়েটার কাছে। আগুন লাগতেই মেয়েটা ওকে আটতলায় ফেলে পালিয়ে যায়। ও ফোন করেছিল আমার মোবাইলে। বলেছিল আগুনের কথা! বলেছিল 'পায়ের' নীচের মেঝেটা ভীষণ গরম হয়ে গেছে মা! বলেছিল কাচের জানলা দিয়ে ঢুকে এসেছে আগুন আমাদের ঘরে। ও খুব কাশছিল। কাশতে কাশতে ও তীব্র অভিমানে বলেছিল আমাকে—'মা, তুমি কেন গেলে, কেন গেলে আমাকে ছেড়ে?' তারপর শুধু একটা বিস্ফোরণের শব্দ পেয়েছিলাম। ব্যস! ওপাশে আর কোনও শব্দ ছিল না, শুধু চড়চড় করে পুড়ছিল সব...!'

তুমি চুপ করে ছিলে। সে-ই কথা বলল আবার—'আমি পালালাম। যে আগুন জীবনের বৃত্তকে ঘিরে, পালিয়ে আমি পৌঁছলাম তার কেন্দ্রে...'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

২৭

বিদেশিনী, মেয়েটার গাল টিপছিল। গাল টেপবার জন্য ঝুঁকে পড়েছিল এমনভাবে যে ওর পা পর্যন্ত লম্বা স্কার্টটা গড়াগড়ি খাচ্ছিল ফুটপাতের ধুলোয়। ওরা একটা ব্যাটারির বাক্স এগিয়ে দিল তাকে বসবার জন্যে।—এটুকু দেখে আমি ঘরে ফিরে এলাম ব্যালকনি থেকে।

আবার যখন ফিরে এলাম দেখলাম বিদেশিনী তখনও যায়নি। ব্যাটারির বাক্সর ওপর বসে। আর ওরা ঘিরে বসে আছে ওকে, ফুটপাতে। মেয়েটা টলোমলো পায়ে দাঁড়িয়ে আছে আর অবাক চোখে দেখছে বিদেশিনীকে। সত্যিই সে দেখবার মতো। রোদ্দুর পড়ে তার সাদা চামড়া ঝলসে দিচ্ছে চোখ। পরনের স্কার্ট আর টপ দুটোর রং সাদা। গলায় দুলছে একটা সাতরঙা জয়পুরি ওড়না। নিখুঁত ফিগার, বলিষ্ঠ চেহারা। জার্মান হতে পারে। লাল চকচকে চুলগুলো চুড়ো করে বাঁধা। কাঁধ থেকে ঝুলছে একটা কড়ি, আয়না বসানো রাজস্থানি ঝোলা।

বিদেশিনী হাত নেড়ে কিছু বোঝাচ্ছে বউটাকে। মেয়েটাকে কোলে টেনে নিল। একটা সিগারেট এগিয়ে দিল স্বামীটার দিকে। বাচ্চাটার নোংরা গালে এঁকে দিল চুম্বন।

কদিন আগেই ফুটপাতের ওই কোণটা থেকে রাস্তা পার হবার সময় আমি দেখেছি বাচ্চাটাকে ওরা নাক-কান বিঁধিয়ে দিয়েছে। দেখে আঁতকে উঠেছিলাম। এইটুকু শিশুর ওপর এ কী জুলুম? না জানি, কতখানি কষ্ট হয়েছে নাক থেকে গড়িয়ে আসা সিকনিও কিছুতেই মাকে মুছতে দিচ্ছে না। সম্ভবত এখনও ব্যথা জমে আছে জায়গাগুলোয়, বিদেশিনী দেখলাম ঝোলা থেকে পেপার ন্যাপকিন বের করে বাচ্চাটার নাক থেকে ঠোঁটে নেমে আসা ঘন সবুজ সর্দি মুছিয়ে দিল যত্ন করে।

BanglaBook.org

আমার মনে হল, ও কোনও প্রস্তাব দিচ্ছে ওদের, যে প্রস্তাবে ওরা ঠিক রাজি হতে পারছে না যেন। স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে কেমন সংশয়জনিত হাসি হাসছে।

আমার আশঙ্কা হল, বিদেশিনী মেয়েটাকে নিয়ে নিতে চাইছে। কীভাবে নিতে চাইছে, কী শর্তে নিতে চাইছে তা আমি বুঝতে পারছি না। কিন্তু আমি টের পেলাম আমার ভেতর থেকে পোড়া গন্ধ বেরোচ্ছে একটা! অসম্ভব রুক্ষ লাগল দৃশ্যটা, আমি সরে এলাম।

এই ক'মাসে বাচ্চাটা বেশ বড় হয়েছে। যত নোংরাই থাকুক গোলগাল হাতের মুঠোর দিকে তাকালে আদর করার ইচ্ছে হয়। ওই যে ফুল-ফুল জামাটা ও পরে আছে, ওটার ঝালরগুলোর মতোই হাসিটা ওর। আমি নীচে নামলে, ও প্রথমে আমাকে দেখে গাছের পিছনে চলে যায়। তারপর লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে ও লাজুক হাসি হাসে। অথচ আমি কাছে গিয়ে দাঁড়ালে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে এবং চেষ্টা করে হাসি চাপতে। ওর চোখমুখ থেকে সে সময় যে-বুদ্ধির ঝলক বেরোয় তার দিকে আমি অবাক চোখে তাকিয়ে থাকি। এ সময় আমার ওকে নিজের কাছে নিয়ে যেতে ইচ্ছে করে, ইচ্ছে করে পড়াই, লেখাই। পেট ভরে খেতে দিই। হাতে দিই রং তুলি। গেয়ে শুনিয়ে শিখিয়ে দিই রবীন্দ্রনাথের গান...।

ব্যালকনি থেকে সরে গিয়েও ছটফট করতে লাগলাম আমি। কী ঘটছে ওখানে? বিদেশিনী কী চায়?

বাচ্চাটাকে আমি রোজ খেতে দিই। সেই ভাতের বিনিময়ে আমি কি মনে মনে ওকে অধিকার করে ফেলেছি? নইলে এতখানি অসহিষ্ণু লাগছে কেন আমার? যদি সত্যিই আমি যা ভাবছি তাই হয়, যদি বিদেশিনী ওকে নিয়ে যায়, সন্তানবৎ প্রতিপালন করে, যদি মানুষের মতো বাঁচার একটা সুযোগ দেয় ওকে তা হলে আমার তো আনন্দ হওয়া উচিত।

কেননা, আমি কি জানি না আমার ইনভলভমেন্টটা আংশিক। তাতে এই শিশুর যা চাই তার কিছুই পূরণ হয় না। আমি কি কোনওদিন ওর জন্য একবেলার ভাতের বেশি ঝুঁকি নিতে পারব?

কিন্তু এ সত্য আমার মস্তিষ্ক অধিকার করে রাখলেও হৃদয়কে তা স্পর্শ করে না। বরং আমার গলায় বাষ্প জমা হতে থাকে। আমার ইগো অশান্ত

BanglaBook.org

হয়ে ওঠে। আমি ঘড়ির দিকে তাকাই ও পলিপ্যাকে ভাত, ডিমসেদ্ধ ভরে ফেলি ও নীচে নেমে যাই। দুপুর বারোটার রোদের মতোই অহংকারী দেখায় বোধহয় আমাকে।

বউটা আর বিদেশি মেয়েটার মাঝখানে কৌণিকভাবে গিয়ে দাঁড়াই আমি। ও আমাকে 'হাই' বলে। কিন্তু বউটা লক্ষও করে না। হাত বাড়িয়ে প্যাকেটটা নেয় ও গাছের গায়ে ঝুলিয়ে দেয়। কোনও একটা স্বপ্ন ওকে মশগুল করে রাখে। আমি বাচ্চাটার দিকে দু'পা এগোলে বাচ্চাটা ছুটে গিয়ে ঝাঁপায় মায়ের বুকে।

আমি দ্রুত ফিরে আসি। অধৈর্যের মতো লিফটের বোতাম টিপি। আমি তোমাকে ফোন করি। কান্নায় ভেসে যেতে যেতে টেবিলে আঘাত করি আমি—'আজ থেকে ওর ভাত বন্ধ। ভাত বন্ধ! তুমি শুনে রাখো আজ থেকে ওর ভাত বন্ধ!'

ওর ভাত পরের দিন থেকে বন্ধ হয়ে যায়। তারপর একটা একটা করে দিন কাটে। ও কোথাও যায় না। সেই বিদেশিনী ফেরত আসে না ওকে নিয়ে যেতে কোন দূর স্নেহচ্ছায়ায়, সুরক্ষিত সমৃদ্ধ জীবনে। ওর ঘুমন্ত হাতের মুঠো পড়ে থাকে ধুলোর ওপর আর তা অবলীলাক্রমে টপকে পার হয়ে যায় পথচলতি মানুষ।

সূর্য যখন মাথার ওপর ওঠে আমি ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াই। লক্ষ করি ওর মা কোনও প্রত্যাশা বুকে নিয়ে এদিকে তাকায় কি না!

না, তাকায় না। আমিই উল্টে তাকিয়ে থাকি সমানে। আর স্বপ্ন দেখি কোনও অতিরিক্ত দূরে সতেজ মৃত্তিকার ওপর গোলপাতা ছাউনির ঘরের দাওয়ায় বাচ্চাটা শুয়ে থাকে আমার আঁচলের ওপর। চাঁদধোয়া রূপালি জলে ভেসে যায় হঠাৎ জেগে ওঠা চর। তখন নিকোনো উঠোনের এক কোণে টগবগিয়ে ভাত ফোটে। ভাতের গন্ধে, আলুর গন্ধে, কাগজিলেবুর গন্ধে গাঢ়তর হতে থাকে আমাদের ঘুম। পৃথিবীর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ জোড়া বেদনাগুলো লোপাট হয়ে যায়!

BanglaBook.org

১৯

সে ফোন করেছিল। ফোন করে বলতে চেয়েছিল ব্যথাটার কথা। ব্যথা সেটাকে বলা যায় কি না তা নিয়ে অবশ্য সন্দেহ ছিল তার!

দিনটা ছিল বন্‌ধের। সকালে বিছানা ছাড়ার কোনও প্রয়োজন ছিল না। তবে সে সাত-সকালেই উঠে পড়েছিল ব্যথাটার অনুভব নিয়ে। ব্যথা মানে তার সমস্ত শরীরে একটি মাত্র স্তনবৃন্তকে কেন্দ্র করে চাক বেঁধে ওঠা এক অস্বস্তি!

ডান স্তনাগ্রে একটা শিরশিরে অনুভূতি দিয়ে শুরু হয়েছিল অসুবিধেটা। ক্রমশ সেটা বেড়ে ওঠে। সে তখন বারবার বাঁ হাতের আঙুলের নখ দিয়ে সেখানে, চারপাশটায় ছোট ছোট আঁচড় দিতে থাকে এবং বুঝতে পারে শরীরের অন্য অন্য জায়গার তুলনায় এই স্তনবৃন্ত একেবারে ভিন্ন একটি জিনিস। এর গড়ন এমন যে, একে চুলকোনো যায় না। ভাঁজ খাওয়া ত্বকের অতি ছোট এই এক টুকরো মাংসকে এভাবে কিছু করার চেষ্টা করলে জায়গাটা আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে। তা সত্ত্বেও সে একটা কাপড়ের টুকরো দিয়ে জায়গাটাকে ঘষে দিয়ে আরাম পাওয়ার চেষ্টা করায় তার ডান স্তনবৃন্ত ও চারপাশের বাদামি ত্বক-যুক্ত-অঞ্চল ফুলে গরম হয়ে উঠল।

সামান্য অলিভ তেল নিয়ে সে তখন মালিশও করেছিল, কোনও ফল হল না।

হঠাৎই তার মনে হয়েছিল তোমার দাঁতের কথা। তার বিশ্বাস জন্মেছিল তোমার দাঁত তাকে কিছুটা স্বস্তি দিতে পারে। কল্পনা করেছিল চোখ বুজে যে, স্তনবৃন্তটি তোমার মুখ-গহ্বরের মধ্যে যত্ন পাচ্ছে। একই সঙ্গে দাঁতের ধার, লালা ও মুখের ভেতরের উত্তাপ দিয়ে তুমি ধীরে ধীরে কষ্ট দূর করছ তার। এরপরই সে তোমাকে ফোন করেছিল। বলেছিল, 'আমার কষ্ট

BanglaBook.org

হচ্ছে...।'

তুমি বলেছিলে, 'কেন? কীসের কষ্ট?'

সে বলেছিল, 'ভীষণ একা লাগছে আমার।'

শুনে তুমি বলেছিলে, 'একা লাগে আমি জানি।'

সে তখন খানিকটা নিজের মনেই বলতে লাগল কথাগুলো, সে বলল, 'হ্যাঁ, একা লাগে। ভয়ানক একা লাগে। ছোটবেলাতেই হঠাৎ একদিন একা হয়ে গেলাম। থাকতাম একটা অন্ধকার, অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে ঘরে, পাহাড়ের ভেতরে গুহা যেন! অথচ গুহার বাইরেই লোকালয়, শব্দ, উত্থানপতন, ভেঁপু, কান্না, হাসি। কিন্তু আমার আর লোকালয়ের মাঝখানে অসম্ভব এক বজ্র, বিদ্যুৎ, বৃষ্টিপাতের স্তম্ভ ছিল। আমি ভাবতাম এক সময় না এক সময় তো শেষ হবে এ বৃষ্টিপাত আর আমি ছুটে যেতে পারব জনসমাবেশে। কিন্তু কই কোথায় থামল দুর্ভেদ্য, অঝোর বর্ষণ? কথা না বলে বলে চোয়ালে ব্যথা হয়ে গেল।—সারাদিন এ-ঘর, ও-ঘর। বন্ধ বলে ধুলো ধোঁয়া নেই, বিচিত্র উৎকট শব্দ নেই। প্রকট হয়ে উঠেছে শূন্যতা আরও। সকালে ফোন নেই তোমার, দুপুর গড়িয়ে গেল ফোন নেই। তুমি কেন সারাদিন কোনও খবর নাওনি আমার? ইচ্ছাকৃত?

তুমি বললে, 'হ্যাঁ, আমি আজ ব্যস্ত আছি কাজে!'

—তোমার কি আমার কথা মনেও পড়েনি একবারও?

—মনে কেন পড়বে না?

—তা হলে ফোন কেন করোনি?

—সময় হয়নি।

—সময় হয়নি? কেন, তুমি কি স্নান করোনি? খাওনি? কাজ বলে সেসবই কি স্থগিত আছে তোমার?

—প্লিজ, ঝগড়া কোরো না। তোমার সঙ্গে ঝগড়া করে করে আমি ক্লান্ত।

—না না, ঝগড়া করতে চাই না আমি! আমি শুধু তোমাকে কাছে পেতে চাই।— বলে সে।

—এখন? বন্ধ যে। কী করে আসব?

—কেন? একবার তো এসেছিলে বন্ধের দিনে!

—সেদিন ড্রাইভারকে আগেভাগে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়নি। আমি বন্ধে

BanglaBook.org

একা গাড়ি নিয়ে বেরোতে চাই না। তা ছাড়া সেদিন কোনও কাজ ছিল না। প্লিজ শোনো, এখন ফোন ছাড়ছি। কম্পিউটার খোলা, ই-মেল করছিলাম...!

'নাঃ, ফোন ছেড়ো না!' সে আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'ফোন ছেড়ো না, আর একটু কথা বলো। কথা বলো। লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষ চারিদিকে অথচ আমি এমন কাঙাল? মানুষের সান্নিধ্যও কম হল শেষে? আজকাল মৃত্যুর কল্পনাতেও কোথাও কোনও মানুষ আসে না ভিড় করে। মেরি জানাজেকে পিছে তক কোই নেহি হোতা! তুমিও না। আজকাল জ্বর হয়, বমি হয় আমার। তখন এই ফ্ল্যাটটা হয়ে যায় একটা জাহাজ যার ডেকে অন্ধকার রাতের দিকে তাকিয়ে আমি একা দাঁড়িয়ে থাকি! আর হাঙর ভেসে ওঠে চারিদিকে। অসংখ্য হাঙর...আর এই জাহাজটা ডুবোপাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে যখন ভেঙে পড়ে তখন দু' রকম মৃত্যু হয় আমার একই সঙ্গে!'

—চুপ করো, চুপ করো। তুমি পাগল হয়ে গেছ!

—মোটেই পাগল হইনি আমি। আমি সংসার পাতবার অপেক্ষায় আছি। বেসনের রুটি বানাতে শিখেছি। যা যা এখনও শিখতে পারিনি তার জন্য তুমি জানলার সার্সি কাঁপিয়ে ধমকাবে আমাকে—আমি তারও অপেক্ষায় আছি!

—সংসার পাবে না তুমি। অন্তত আমার কাছ থেকে পাবে না। যে জীবনে আছ তেমন জীবনই দিতে পারি আমি তোমাকে। তার বেশি দেওয়ার সময় আমি পার হয়ে এসেছি!

সে এরপর চুপ করে যায়। তুমি দু'-চারবার হ্যালো, হ্যালো বলে নামিয়ে রাখো ফোনটা। তোমার গলা শুনে মনে হয় তুমি উৎকণ্ঠিত।

আর তার বিশ্বাস জন্মায় যে, এইবার সে পুরো পাগল হয়েছে। পাগল হয়ে গেছে ভেবে সে হাউমাউ কান্নায় ভেঙে পড়ে। এবং বারবার বলতে থাকে 'আমি এবার তা হলে পাগল হয়ে গেলাম, আমি এবার তা হলে পাগল হয়ে গেলাম!' বারংবার এ-কথা বলে সে নিজেকে নিজেই উন্মাদ প্রতিপন্ন করে। সে সিদ্ধান্ত নেয় যে, সে আর কারও সঙ্গে কথা বলবে না। সে খাবে না, ঘুমোবে না, স্নানও করবে না। শুধু মাটির দিকে তাকিয়ে বসে থাকবে। সে জানে যে তা হলে তুমি তাকে কোনও মানসিক রুগিদের অ্যাসাইলামে

BanglaBook.org

পাঠিয়ে দেবে। সেখানে একবার, দু'বার যাবে তুমি। তারপর আর যাবে না। তোমাকে কেউ কোনও প্রশ্নও করবে না তাকে নিয়ে কেননা যে-কোনও মুহূর্তেই তোমার এবং তার সম্পর্ক আঁধারে তলিয়ে যাবে বলে ধারণা করাই ছিল সকলের। এরকমটাই স্বাভাবিক। অথবা এটা আরও বেশি সত্যি যে, তোমার সঙ্গে তার আদৌ কোনও সম্পর্কের কথা মানুষ জানেই না।

সম্পূর্ণ পাগলামির অনুভবে সে মেঝেতে শুয়ে ফোঁপাতে লাগল—হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে গেল বেডরুমে। তার মুখ দিয়ে লালা ঝরছিল।

ঠিক এইসময় বেল বাজল। কলিং বেল।

সে ভাবল পাগল কখনও বেল বাজলে দরজা খোলে না। কিন্তু অনর্থক হুজ্জোতি এড়াতে সে সিদ্ধান্ত নিল দরজা খোলার। পাগল কখনও মুখ থেকে গড়িয়ে আসা নাল মুছতে পারে না তবু দরজা খোলার আগে মুখচোখ মুছে নিল সে। ভাবল দরজার ওপাশে এমন একটা লোক এমন একটা প্রয়োজনে এসেছে যে তার মুখ তুলে না তাকালেও চলে, কান খুলে না শুনলেও চলে বক্তব্যটা কী!

সে দরজা খুলে দিতেই তুমি, হ্যাঁ তুমি ঢুকে এসে তাকে জড়িয়ে ধরো। নিজেকে সে মুক্ত করতে চায় যত তুমি তাকে তত জড়িয়ে ধরো আষ্টেপৃষ্ঠে। বলো, 'সত্যি, মুখ দেখে মনে হচ্ছে তুমি পাগলই হয়ে গেছ!'

সে বলে, 'হ্যাঁ, আমি পাগল হয়ে গেছি কিন্তু আমি অ্যাসাইলামে যাব না।'

তুমি হেসে ফেল একথা শুনে, 'অ্যাসাইলাম? তোমার পাগলামি কি কখনও সারবার যে, কোনও অ্যাসাইলামে তোমার জায়গা হবে?'

সে কেঁদে ফেলে, 'তা হলে আমাকে কোথায় ফেলে রেখে আসতে চাও? চলো সেখানে, আজই, এখুনি!'

তুমি তাকে পাঁজরে পিষে ফেল—'কী হয়েছে? এত কীসের দুঃখ?'

তোমার গলা আর্দ্র হয়ে ওঠে। টের পাও তার শরীর শিথিল হয়ে যাচ্ছে তোমার বাহুপাশে।

তুমি তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দাও খাটে এবং তার সঙ্গে নিজে স্নেহে, মমতায়, প্রেমে, কামে অসম্ভব লিপ্ত হয়ে আছ উপলব্ধি করো। তাই অসহায়ের মতো চুম্বন করো তুমি তাকে। তখন প্রতি আশ্লেষে ঈশ্বরকে

BanglaBook.org

স্মরণ করো। প্রথমে ঠোঁটে, পরে গলায় তোমার ঠোঁট নামতে থাকে। তারপর তার পোশাক সরাও যেই অমনি ডান স্তনটি তোমার হাতে উঠে আসে ও তুমি দেখ স্তনবৃন্তটি ফুলে আছে! তোমার ভুরু কুঁচকে ওঠে। তুমি বৃন্তটি দু' আঙুলে ধরো, টের পাও ঘন উত্তাপ। 'একী? কী হয়েছে এখানে?' বলে ওঠো।

সে চোখ বুজে পড়ে থাকে, অশ্রু গড়ায় চোখ থেকে তখন। বলে, 'জানি না। শুধু শিরশিরে ব্যথা করছিল সকাল থেকে। এই বন্ধ, এই নির্জন ঘর, এই একাকিত্ব যা যন্ত্রণা দেয় সব ও নিয়েছে আজ। সব অসাড়তাকে চমকে দেওয়ার মতো একফোঁটা ছোবল এনেছে বয়ে শরীরে।' বলে সে স্তনবৃন্তটাকে তোমার ঠোঁটের দিকে ঠেলে দেয়।

—আমি তোমাকে এই জন্য আসতে বলেছিলাম। কষ্ট হচ্ছে বলেছিলাম...! এটাকে যে চুলকোনো যায় না...!

তোমার চোখও জলে ভরে ওঠে তৎক্ষণাৎ আর, 'তুমি আমাকে খুলে বলোনি কেন?' বলে প্রবল অনুকম্পায় ডান স্তনবৃন্তটির মাধ্যমে তুমি তার সমস্ত যন্ত্রণা শোষণ করে নিতে থাকো।

BanglaBook.org

২৪

প্রবল লু-বাতাস বওয়া মধ্যদুপুরে একদিন হঠাৎ কিছু না বুঝে, না ভেবে সে উঠে পড়েছিল একটা লড়ঝরে বাসে। বাসটার মধ্যে তেমন ভিড় ছিল না কিন্তু সিটগুলি অধিকাংশই ছিল যাত্রীদের দখলে। ফাঁকা পেয়ে সেও একটা সিটে বসে পড়ল। তখনই তার নজরে এল যে, সে নিজে ব্যতীত বাসটায় আর কোনও মহিলা যাত্রী নেই।

ক্রমশ তার অবাস্তব রকমের ভয় জাগল এই সত্যও অনুধাবন করে যে, সে নিজে ছাড়া বাসটার সমস্ত যাত্রীরাই অন্য একটা ধর্মাবলম্বী। তাদের পরনের পোশাক, চুল, দাড়ি, পায়ের জুতো, এমনকী আঙুলের আংটি, চোখের চাউনি, শরীরের গন্ধ, গলার লকেট থেকেও যেন সেই ধর্ম প্রকট হয়ে ফুটে উঠতে লাগল তার চোখের সামনে। সেই উপস্থিতির সামনে আশঙ্কামিশ্রিত বিবশতা টের পেল সে, যেন তার শরীরে ঝিঝি ধরে গেছে। সে পুরুষ যাত্রীদের দিকে তাকাল কিন্তু কাউকেই ঠিক দেখতে পেল না— ভয়ে চোখ অন্ধ হয়ে গেল তার। আর বাসের প্রতিটি দেহগত অস্তিত্বের অবলম্বন ওই ধর্মের বাহ্যিক প্রকাশ তার এতদিনকার মনুষ্য-প্রকৃতিকে তীব্রভাবে আলোড়িত করতে লাগল এবং এক প্রকৃত নিরাপত্তাহীনতার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বাসের দুলুনির মধ্যেও সে বসে রইল কঠিন পাথরের মতো।

সে তখন বাইরে ঘুরিয়ে নিতে গেল মুখ আর অমনি বিস্ময়ে আর্তনাদ করে উঠে মুখে হাত চাপা দিল। সে দেখল শুধু বাসটাই নয়, রাস্তাটাও অন্য ধর্মের দ্বারা যেন সম্পূর্ণ আবৃত হয়ে গেছে। বাড়িগুলির স্থাপত্য, দোকানগুলির নাম, পণ্যগুলির কৌলীন্য, খাদ্যসম্ভার, পথ-চলতি মানুষ, নারী, পুরুষ, শিশু, ভাষা, গান, হাসি, হাঁটা, চলা, মুদ্রা, বিভঙ্গ, প্রার্থনা—

BanglaBook.org

সব, সব সমস্ত একেবারেই দপদপিয়ে উঠে তার চেতনার ফাটলে ফাটলে পৌঁছে দিচ্ছে একটাই চিহ্ন যার নাম অন্য ধর্ম! সেই রাস্তা আর বাসটা একটা আলাদা পৃথিবী হয়ে তার অসহায়তাকে আরও অন্ধকারের দিকে টেনে নিয়ে যেতে থাকল তখন।

সে যে বাসে একমাত্র নারী—এই ভয়ংকর ঘটনার থেকেও সে যে বাসে তার ধর্মমতের একমাত্র মানুষ—এই সত্যই তার শরীরে রক্তের প্রবাহ মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছিল। তা হলে ধর্ম কি তার নারীত্বের থেকেও প্রবলতর ও আদিমতর বস্তু? শরীরের নারীত্বের থেকেও কি ধর্ম প্রাচীনতর?

যখন সে বাসে উঠেছিল তখন তার কোনও ধর্ম ছিল না। কেননা সে জানত যে ধর্ম শিল্পের মতো,—যা আছে, যা স্বাভাবিকভাবে আছে তাকেই অন্যভাবে নির্মাণ করা—ফলত সে বিশ্বাস করত ধর্ম এক অতি কৃত্রিম বাধ্যতা। কিন্তু চলমান বাসের মধ্যেই তার অভিষেক ঘটল ধর্মে।

সে বুঝল যদিও ধর্মকে সে গ্রহণ করেনি কখনও, মনোবৃত্তিতে বা আচার-আচরণে গ্রহণ করেনি। তদ্‌সত্ত্বেও সে নিজে একটা ধর্মের সঙ্গে নিঃশর্তভাবে আমূল যুক্ত হয়ে আছে! এবং এই তার ধর্মটি যে কালপর্যায়ে গঠিত হয়েছিল আজ তার জীবন, বেঁচে থাকা সেই অতীত পর্যায় থেকে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হওয়া সত্ত্বেও মনে মনে নিজে সে এতকাল একটা পক্ষকে 'আমিত্বে'র সঙ্গে জুড়ে রেখেছে? এবং সেহেতু, তার ভেতরেই রয়েছে একাধিক ধর্মের মোহ! রয়েছে পক্ষপাতিত্ব, রয়েছে বিরুদ্ধ চেতনা। সে চিনে রেখেছে চিহ্নকে, ভাষাকে, আচরণকে! এত ভার এভাবে বয়েছে সে এতকাল—অজ্ঞান অবস্থাতেও? এত কৃত্রিমতার দ্বারা বাহুল্যের দ্বারা নিজের গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং তারপরও উন্মাদ হয়ে যায়নি? যে 'ধর্ম' আসলে হয় না, তাই ধারণ করে থেকে, মিশে থাকা জলের থেকে জল আলাদা করতে করতে এত, এত কাল নিজেকে ছিন্নভিন্ন করেছে—আর বুঝতেও পারেনি যে সে একজন ছেঁড়াখোঁড়া মানুষ!

এবং সে এতসব কিছুর পরেও কোনওদিনও বোঝেনি যে ধর্ম আসলে কী? ধর্ম কাকে বলে? ধর্ম মেধা-প্রসূত নয়, ধর্ম হৃদয়বৃত্তি নয়, ধর্ম আচার-আচরণও নয়, কেননা সে নিজে কোনও আচরণবিধি মানেনি কখনও। অথচ কোনও অনুজ্ঞাকে বহন না করেও সে ধরে রেখেছে এক

BanglaBook.org

ধর্মীয় সতর্কতা! ধর্ম কি আসলে এক স্মৃতি মাত্র নয়? পুরনো কয়েক জাতকের স্বপ্নের স্মৃতি?

তা হলে শেষ অবধি, সে,—যার কোনও নাম নেই, পরিচয় নেই, পরিবার নেই, শহর বা গ্রাম নেই, ভূমি বা সম্পদের অধিকার মাত্রায় কোনও দখলদারি নেই পৃথিবীর ওপর—সেই তারও কীভাবে একটা ধর্ম রয়ে গেল! এই ধর্ম সে বিনা শ্রমে, বিনা দক্ষতায়, বিনা কারণে, বিনা প্রশ্নে পেয়েছে। আর এই ধর্মকে বহন করতে তাকে কোনও চেষ্টা করতে হচ্ছে না অথচ তার অস্তিত্ব থেকে সম্পর্কের মতো, হাত থেকে বস্তুর মতো খসে পড়ে যাচ্ছে না কিছুতেই—এই ধর্ম!

ক্রমশ বাসের মধ্যে বসে সে অনুভব করল, ধর্ম এই শরীরের স্নায়ুতন্ত্রের রিফ্লেক্সের মতোই যেন প্রকৃত! তখন বাসটা চলতে চলতে এসে পৌঁছল এমন এক জায়গায় যেখানে আবার বদলে গেছে রাস্তার নাম, দোকানের নাম, নারীর শরীরে তার ধর্মের চিহ্ন, গাছের তলায় তার ধর্মের সাধক, খাদ্যের মধ্যে তার ধর্মের ভোগাসক্তি, মানুষের চোখে মুখে তার ধর্মের জীবন অন্বেষণ...! তার ধর্মে পূজিত এক চিরন্তন নারীর ভাঙা মাটির মূর্তিতে প্রস্রাব করতে থাকা এক কুকুরের দিক থেকে চোখ ফেরাতে ফেরাতে সে দেখল আবার উবে যাচ্ছে তার 'ভয় পাওয়া, ভয় পাওয়ানো' সতর্কতা, সে আবার ধর্মকে অগ্রাহ্য করতে পারছে!

ফ্ল্যাটে ফিরে সে ভাবল তোমাকে বলে—ধর্মনিরপেক্ষতা কোনও বিশ্বাস নয়, একটা পরিস্থিতি মাত্র যা বদলায়, বদলাতে পারে...!

BanglaBook.org

১৩

ঘুমের মধ্যে সে চিনতে পারল তার ছোটবেলার মিউজিক স্কুলটাকে! একটা প্রান্তরের মধ্যে বছরের পর বছর ধরে স্কুলবাড়িটা তৈরি হচ্ছে তো হচ্ছেই—কিন্তু শেষ হচ্ছে না। মাঠ জুড়ে পড়ে আছে পাহাড় সমান বালি। পাঁজা পাঁজা ইট। যদি ছোট ছোট পায়ে ধসে যেতে যেতে সেই বালির পাহাড়ের চুড়োয় ওঠা যায় চোখে পড়ে স্তরে স্তরে জমিয়ে রাখা ইট। সে বালির পাহাড়ে খেলতে যায়, ইটের পাঁজার দিকে যায় না কখনও। তার ভয় করে। তার ছোট্ট জীবনের অভিজ্ঞতায় সে জানে ইটের পাঁজায় সাপ থাকে।

বালির পাহাড়ে উঠে সে পা দিয়ে গভীর চাপ দেয়। প্রায় কোমর অবধি ঢুকে যায় বালির মধ্যে কখনও কখনও। ভেতরের বালি ভিজে—টের পায়। তার মজা লাগে। সে বালির পাহাড়ে গড়িয়ে পড়া খেলা খেলে। উঠে দাঁড়ালে শরীরের সব খোলা অংশে বালি লেগে থাকে। ঝেড়ে ফেললেও কী যেন একটা চিকচিক করে জায়গাগুলোয়।

বালিতে সে ঝিনুক ও শামুকের খোল কুড়োতেও যায়। সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে ক্ষুদ্রগুলো খুঁজে বের করতে বালি ঘাঁটে, তারপর সেগুলো দু' মুঠোয় ভরে আপনমনে বাড়ি ফেরে। সে ভাবে তার সংগ্রহ সব্বাইকে দেখাবে কিন্তু কোথায় রাখে, দু'-একদিনেই সেগুলো হারিয়ে যায় সাধারণত! ঘুমের মধ্যে সে দেখতে পেল নিজেকে ঝিনুক কুড়োতে। তখন কিছুতেই অস্ত যায়নি সূর্য। বালির ওপর অদ্ভুতভাবে নেমেছে সূর্যের আলো। চিকচিক করছে লালচে বালি। অসংখ্য ঝিনুক ও শামুকের খোল চোখে পড়ল তার। সে ব্যস্ত হল কুড়োতে। তখনই, সাপটাকে দেখতে পেল সে। ফণা তুলছে।

BanglaBook.org

একেবারে বালির মতোই গাত্রবর্ণ। তেমনই চিকচিকে। সাপটাও তাকেই দেখছিল। সে ভয় পেল—নিকষ, ছিদ্রহীন ভয়। সর্বশরীরে কাঁটা দিল তার, সে উদ্‌ভ্রান্তের মতো তাকাল—সামনে বালির চুড়ো। পেছনে ইটের পাঁজা। বাঁহাতে অর্ধনির্মিত মিউজিক স্কুল। এমন কিছু নেই যাকে 'কেউ' বলা যায়। যাকে ডাকা যায় রক্ষা করতে। যদিও সে বুঝল তার গলা দিয়ে কোনও আওয়াজ বেরচ্ছে না!

সাপটা তার থেকে কিছু দূরে আছে কিন্তু তার পক্ষে পিছু হটে পালানো অসম্ভব, কেননা বালির ওপর দিয়ে ছোটা যায় না।

সাপটা দুলছিল। দুলছিল বলে মনে হল তার। সে সাপটার দিকে ভাল করে তাকাতে পারছিল না—তার ঘেন্না করছিল। একটা হিলহিলে স্পর্শ চোখে ঢুকে আসছিল যেন। সে সূর্যের দিকে তাকিয়ে সাপটার সবটা আন্দাজ করছিল। অথচ চোখ বুজে ফেলার উপায়ও ছিল না।

সে এত ছোট যে নির্জনে, উদ্ধার-রহিত হয়েও সাপ দেখে তার 'মৃত্যু' মনে এল না। সে শুধু দংশনজনিত ব্যথার চিন্তা করছিল। হাতের মুঠোয় ধরা মোটা বড় ঝিনুকটা সে জোরে আঁকড়ে ধরেছিল কখন এবং ঘেমে ওঠা হাতের পাতার চাপে পিছলে পড়ে যেতে যেতে ঝিনুকটা তার নরম তালু কেটে দিয়ে খসে পড়ল বালিতে। রক্ত গড়িয়ে আসছে অনুভব করল সে কিন্তু তাকাল না সেদিকে। দৃষ্টিকে ভাসিয়ে রাখল সূর্য ও সাপের ফণার মাঝামাঝি জায়গায়।

কতক্ষণ কাটল এভাবে সে জানে না, একসময় তার মনে হল বালির চুড়োর ওপর একটা লোক।

দৃষ্টি না সরিয়েও সে বুঝতে পারল লোকটা কী করছে। লোকটা গায়ের শার্টটা খুলে ফেলল এবং কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আচমকা এবং অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতায় প্রায় চাবুকের মতো করে শার্টটাকে আছড়াতে লাগল সাপটার ওপর।

সে পালাল। বালিতে ডুবে ডুবে যাওয়া পা টেনে, হিঁচড়ে পালাতে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ল মিউজিক স্কুলের ইট গাঁথা সিঁড়িতে এবং কাঁদতে লাগল।

সে যেখানে বসে ফোঁপাচ্ছিল লোকটা সেখানে এসে দাঁড়াল একটু পরে।

BanglaBook.org

রোগা লোকটার গা ভর্তি বালি লেগে। চুলে বালি। লোকটা তার বাঁ হাতের রক্তপাতের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বিষ নেই।' সে মুখে শব্দ করে কেঁদে উঠল তখন।

তার ডান হাত ধরে তাকে মিউজিক স্কুলের একটা ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল লোকটা। ঘরটার মেঝে নেই। ইট। দেওয়ালে ইট। ঘরটার জানলায় গর্ত। ঘরটা অন্ধকার। ভেতরের বাতাসটা ভিজে ভিজে, স্যাঁতসেঁতে। বাইরে তখন ডুবে গেছে সূর্য।

সে দেখল ঘরটার একটা কোণে একটা মশারি গোটানো। তার পাশে একটা কুঁজো। দেওয়াল থেকে ঝুলছে শার্ট, প্যান্ট, গামছা এসব। লোকটার গাল বসা, চোখ কোটরাগত, মাথায় উসকোখুসকো চুল।

লোকটাকে তার ভাল লাগছিল না। সে হাত ছাড়িয়ে বাড়ি যেতে চাইল কিন্তু লোকটা তাকে মুক্ত করল না। শক্ত মুঠোয় ধরে রইল তাকে। এবার সে অন্যরকম ভয় পেল যেন। অচেনা ভয়, কিন্তু হাত ছাড়তে তবু বলতে পারল না। লোকটা তার হাত ধুয়ে দিল কুঁজোর জল দিয়ে, তারপর বসিয়ে দিল মশারিটার ওপর। দরজা নামক গর্তটার দিকে তাকিয়ে সে ভাবল ছুটতে ছুটতে সে কেন এল স্কুলবাড়িটার দিকে?

'বাড়ি যাব' বলল সে। লোকটা 'হ্যাঁ' সূচক মাথা নাড়ল। তারপর কুঁজোর পেছন থেকে বের করে আনল একটা বই। বইটা লোকটা বাড়িয়ে দিল তার দিকে। বইটা হাতে নিয়ে চমকে উঠল সে।

বইটার সবুজ মলাটের ওপর একটা ল্যাংটো মেয়ের ছবি! বইটা পুরনো ও নোংরা। সে বইটা হাত থেকে ফেলে দিয়ে পালাতে চেষ্টা করল। কিন্তু লোকটা রোগা, কাঠি হাত দিয়ে সাঁড়াশির মতো চেপে ধরে রইল তার বাহু। সে হাঁপাতে লাগল ও কাঁদতে লাগল। লোকটা আবার এগিয়ে ধরল বইটা তার দিকে।

সে খুলে ফেলল বইটা। বাইরের অল্প নীলাভ আলোয় নানা ভঙ্গিমায় দাঁড়ানো, বসা, শোয়া সোজা, উলটো নগ্ন একদল ছেলেমেয়ে যেন জীবন্ত হয়ে উঠল অমনি। সে বুঝল নিজেদের হিসির জায়গাগুলো নিয়ে অদ্ভুত কিছু করছে এরা আর সেটা সবাইকে যেন ডেকে ডেকে দেখতে বলছে। তার গা গুলোচ্ছিল, বুকে হাতুড়ি পিটছিল, গলা শুকিয়ে কাঠ কিন্তু বইটা

BanglaBook.org

সে ছুড়ে ফেলতে পারছিল না। তার হাত দুটো অবশ। এমনকী বাঁ হাতের কাটাটাও আর ব্যথা দিচ্ছিল না তাকে। এই সময় লোকটা তাকে ডাকল, সে তাকাতে লোকটা তাকে ইশারা করল নীচের দিকে তাকাতে। সে তাকাল। দেখল লোকটার প্যান্টটা খোলা আর সেখান থেকে বেরিয়ে রয়েছে একটা কালো, ন্যাতানো জিনিস। জিনিসটা কী তা সে দেখেই চিনতে পারল। তার মনে একটা তুলনা এল তখন। অকালে ঝরে গিয়ে মাটিতে পড়ে থাকা পচা, চিমশোনো এঁচোড়ের মতো দেখাচ্ছিল জিনিসটাকে। লোকটা সেটাকে দু-চারবার নাড়াল চাড়াল, তারপর তাকাল তার দিকে।

লোকটা একবার করে তার দিকে, একবার করে বইয়ের ছবির দিকে, আর একবার করে ন্যাতানো জিনিসটার দিকে তাকাচ্ছিল। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছিল কীসের আকাঙ্ক্ষায়।

হঠাৎই সে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল এবং পড়ি-মরি করে ছুটে দরজা পার হয়ে দৌড়ল। দৌড়তে দৌড়তে সে একবার পেছনে তাকাল। নাহ, কেউ তাড়া করছিল না তাকে!

এসব কথা সে কাউকে বলেনি। না সাপের কথা, না লোকটার কথা। সে মিউজিক স্কুলে কখনও যায়নি আর। বাড়ি থেকেও বেরোয়নি অনেকদিন। কিন্তু লোকটাকে দেখেছে। দূরের সজনে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে বই দেখতে দেখেছে। সবুজ মলাটের বই। কিংবা বই দেখতে দেখতে চলে যাচ্ছে তাদের বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে...।

ঘুমের মধ্যেই পাশ ফিরতে ফিরতে সে ভাবল বহুদিন পর্যন্ত চোখ বুজলেই সে দেখতে পেত, থোকা থোকা অন্ধকারের মধ্যে ঝুলছে একটা শুকনো, কালো, চিমশোনো এঁচোড়!

লোকটা তাকে সারাজীবনই তাড়া করেছে হাতে সবুজ মলাটের বই নিয়ে। জীবনের অনেক মোড়ে, বাঁকে, ভাঙা দেয়ালের পাশে, অন্ধকার বটের তলায়, ধসে পড়া মন্দিরের চাতালে বারবার লোকটার সঙ্গে দেখা হয়েছে তার আর সে দেখেই চিনতে পেরেছে। চিনতে পেরেই পালিয়েছে।

কিন্তু আজ ঘুমের মধ্যে পালাতে পালাতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সে। দ্রুত পায়ে ফিরে এল আধো অন্ধকার মিউজিক স্কুলের ওই ঘরটায় যেখানে

BanglaBook.org

সবুজ মলাটের বইটা সামনে রেখে প্যান্টের চেন খুলে নিজের অসুস্থ পুরুষাঙ্গটাকে বের করে বসে আছে লোকটা। এতদিনে সে তো বুঝেছে নারীর অভীষ্ট অবধি, নারীত্ব অবধি পৌঁছতে পারে এমন পুরুষাঙ্গ খুব কম পুরুষের আছে। ভয়ের কী তবে? পালানো কেন? ফিরে গিয়ে সে বইটা খুলে ধরল লোকটার সামনে। একটার পর একটা পাতা উলটে দেখাতে লাগল, ঝাঁকাতে লাগল বইটাকে। সে তীব্র স্বরে চেঁচাল—'ইরেক্ট, ইরেক্ট...।' আর লোকটা সিঁটিয়ে গেল, লালা ঝরতে লাগল মুখ থেকে, নিজের জড়ভরত যৌনাঙ্গের দিকে তাকিয়ে রইল শূন্য চোখে।
কচি এবং সবুজ বর্ণের পুঁইডগার মতো প্রতি দিন, প্রতি মুহূর্তে বেড়ে উঠতে থাকা একটা করে পুরুষাঙ্গ, সে, পরের স্বপ্নে প্রার্থনা করেছিল—বড় হয়ে উঠতে থাকা সমস্ত মেয়েদের জন্য!

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

২০

উকুনগুলো যে কোথা থেকে মাথায় এল আমি জানি না। একদিন খেতে বসেছি, হঠাৎ দেখি টুপ করে মাথা থেকে কী একটা পড়ল ভাতের ওপর। চোখ ছোট করে দেখলাম যে সেটা হাত পা নাড়ছে। বাঁ হাতে করে তুলে নিয়ে টেবিলের ওপর রেখে নখ দিয়ে পিষে মারলাম। রক্ত বেরোল না। পিচপিচে রস বেরোল একটা—আমার আর ভাত খাওয়া হল না।

ছোটবেলায় মাথায় খুব উকুন হত আমার। বছরভর উকুন নিধন করতে করতে ক্লান্ত হয়ে উঠত মা। মাঝে মাঝে তিতিবিরক্ত হয়ে তেড়াও করে দিত। কিন্তু লাভের লাভ কিছু হত না। চুল সামান্য বড় হলেই স্কুল থেকে উকুন নিয়ে ফিরতাম।

আমাদের যে বুড়ি কাজের মাসি ছিল, তার শখই ছিল উকুন মারা। হাত ফাঁকা থাকলেই সে আমাকে ডাকত—'এসো দিনি, মাথাটা বেছে দিই।' একদিন মা-ই আবিষ্কার করল ড্রায়ার দিয়ে চুল শুকোলে উকুনগুলো মরে যায় দিব্যি। সেই থেকে উকুন হলেই পরপর কয়েকদিন স্নান করে ড্রায়ার দিয়ে চুল শুকোবার নিয়ম হল। আমি এবং মা দু'জনেই বেঁচে গেলাম এতে। কেননা, কীটনাশক ব্যবহার করে করে আমাদের চুলের মান খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। আমার উকুন হলে মা'রও অমনি উকুন হত—অবধারিতভাবেই।

শেষ উকুন হয়েছিল আমার বছর কুড়ি আগে। ও ছিল জন্মইস্তক আমার প্রাণের বন্ধু। আমার বাড়ির গা ঘেঁষে ছিল ওর বাড়ি। আমরা সবসময় খেলতাম।

নতুন বিয়ে হয়ে পাড়ায় এসেছিল কাকিমাটা। সবসময় কোমরে হাত দিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আচার খেত, পেয়ারা চিবোত। চিবিয়ে থু থু

BanglaBook.org

করে ফেলত ছিবড়েগুলো। পাড়ার ক্লাবের ছেলেদের সাইকেল চালিয়ে যেতে দেখলেই ডেকে ডেকে, হেসে হেসে কথা বলত। হাসতে হাসতে কিল মারত ছেলেদের পিঠে, একদিন আমরা দু' বন্ধু হাত ধরাধরি করে ঘুরছি, কাকিমাটা ডাকল আমাদের। কিছুক্ষণ এ-কথা সে-কথার পর ফাজিল গলায় আমাকে বলল, হ্যাঁ রে, তোর চুলগুলো এমন লালচে আর রুক্ষ কেন রে? যাদের চুল লাল তারা জানিস তো খুব ঝগড়ুটে হয়। তুই বুঝি খুব ঝগড়া করতে ভালবাসিস? কীরে, ও খুব ঝগড়া করে তোর সঙ্গে? বলে ওর দিকে তাকাল কাকিমাটা।

ও তাকাল আমার দিকে। 'হ্যাঁ, ঝগড়া তো আমাদের সবসময়ই হয় আবার ভাবও হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে...।' বলল ও।

—তোকে তো দেখে মনে হয় না, তুই ঝগড়া করতে পারিস।

—কেন? কেন মনে হয় না? জিজ্ঞেস করলাম আমি।

—দেখই না ওর চুলগুলো কেমন। কালো, পরিপাটি, সুন্দর। তোর মতো উড়ুক-ঝুড়ুক?

ও বলল—'তাতেই সব বোঝা যায় বুঝি?'

মনে হল আমাকে এরকম বলায় ও আহত হয়েছে। কিন্তু আমার যেন ওর ওপরই রাগ হয়ে গেল কেমন।

সন্ধে নামছিল। বললাম, 'চল, একটুখানি কালভার্টে গিয়ে বসি...।'

ও বলল, 'জানি, তোর মনটা খুব খারাপ হয়ে গেছে। কাকিমাটা না বেড়েপাকা। মা-ও তাই বলে। তুই তো ওর কোনও ক্ষতি করিসনি। তোর মনে কষ্ট দিয়ে ওর কী লাভ হল বল তো?'

আমি চুপ করে থাকলাম।

—আমরা কখনও এরকম অসভ্য হব না কিন্তু।

কালভার্টে পাশাপাশি বসে আমি ওর মাথায় ঠেকিয়ে দিলাম আমার মাথাটা। আমি জানি, আস্তে আস্তে আমার মাথা থেকে ওর মাথায় একটা, দুটো, তিনটে, চারটে করে চলে যাচ্ছিল উকুন...!

সত্যি সত্যি, দেখতে না-দেখতে ওর মাথা বোঝাই হয়ে গেল উকুনে। চিড়বিড় করতে লাগল ও! দেখা গেল লম্বা চুলের নীচ অবধি নিকি। ওর মায়েরও খুব বড়, ঘন আর লম্বা চুল ছিল। আমি বারবার বলতে লাগলাম,

BanglaBook.org

'বেগন স্প্রে লাগিয়ে দাও না রোজ রাত্রে। ঠিক হয়ে যাবে।'
একদিন ওকে কাছে বসিয়ে ঘ্যাঁচঘ্যাঁচ করে ওর সব চুল কেটে দিল ওর মা। তারপর নিজেরটাও কেটে ফেলল। আমি আর ও হাত ধরাধরি করে দেখতে লাগলাম ওদের অত চুলের লহমায় পুড়ে যাওয়া...! তারপর শুরু হল কীটনাশক লাগানো।
সেই আমার শেষবারের মতো উকুন হয়েছিল। তারপর আর কখনও হতে দিইনি। যত্ন করেছি, সতর্ক থেকেছি। কিন্তু আজ আবার কী করে এমন উকুন হল মাথায় সমুদ্রগুপ্ত জানেন।
আমার বিচ্ছিরি লাগছিল। সত্যিই ক'দিন ধরে খুব চুলকোচ্ছিল মাথাটা। আমি খেয়াল করিনি। কীভাবে মাথায় উকুন ঢুকল আমার, ভেবে পেলাম না। এখানে কারও সঙ্গে তো মিশি না। কোনও আত্মীয়-বন্ধু তো নেই এখানে যে মিশব? কোনও পাড়া-প্রতিবেশী নেই। কারও বাড়িতে যাওয়া নেই। বাসে, ট্রামেও চড়ি না আমি তেমন। হেঁটে হেঁটে ঘুরি বেশিরভাগ। এমন কোনও মেয়ের সঙ্গে আলাপ নেই যার মাথায় মাথা ঠেকাতে পারি—উকুন তো মেয়েদের মাথাতেই থাকে সাধারণত।
তবে কি আমার মাথায় কোনও পুরনো নিকিই থেকে গেছিল কুড়ি বছর ধরে যা এতকাল পরে জন্মাল?
যদিও এত চিন্তা করার কোনও দরকার ছিল না। এখন তো উকুন মারার শ্যাম্পু পাওয়া যায়। তাই দিয়ে চুল ধুয়ে ড্রায়ার দিয়ে শুকিয়ে নিলেই সব মরে যাবে নিকিসুদ্ধু।
বিকেল হলেই বাজারে চলে যাব ভেবেছিলাম। কিন্তু কোথায়, তেমন কোনও প্রস্তুতি তো দেখা গেল না আমার মধ্যে। যাচ্ছি, যাব করে দিন পাঁচেক গড়িয়ে গেল। উত্তরোত্তর চুলকোতে লাগল মাথা।
শেষে সেদিন গেলাম। চোখের সামনে অসংখ্য শ্যাম্পুর শিশির মধ্যে জ্বলজ্বল করছিল উকুন মারা শ্যাম্পু। আমি কিন্তু কেমন উদাস উদাস চোখ করে তাকিয়ে দেখে বেরিয়ে এলাম স্টোরটা থেকে। ফিরতি পথে দেখলাম একজন ফুটপাতে নানারকম প্লাস্টিকের জিনিস সাজিয়ে বসেছে। নাইলনের দড়ি, ছাঁকনি, ছোট ছোট ঝুড়ি, হ্যাঙার...। এসবের মধ্যেই চোখে পড়ল উকুন মারার ছোট সরু চিরুনি। কিনে নিলাম।

BanglaBook.org

সারাদিন অপেক্ষার পর রাত বারোটা বা তারও বেশি পরে আমি সাদা স্কার্টটা পরে বিছানায় গিয়ে বসলাম। বসলাম ঠিক আলোর নীচে।
সরু চিরুনিটা চালালাম চুলে। ঝরঝর করে উকুন পড়তে লাগল সাদা স্কার্টে। কিছু আটকে রইল চিরুনিতেই। আর কী মজা—এ এদিকে পালায় তো ও ওদিকে পালায়। নাহ্, কেউ-ই শেষ অবধি পালাতে পারে না—আমি পটাপট মারি। কখনও মারিও না, ধরে বসে থাকি।
কোনও-কোনওটাকে ছেড়ে দিই বিছানায়। তারপর আবার ফিরিয়ে এনে পিষে ফেলি দুই নখে।
বোধহয়, এবার আর উকুন নির্মূল হোক চাই না আমি। কেননা, আজকাল উকুন আর মারি না, খালি উকুন বাছি। বেছে বেছে আবার ফিরিয়ে দিই মাথায়। আমার রাত কেটে যায়। দিন প্রতীক্ষায় থাকে। দূরের কোনও বাড়ির চিলেকোঠায় বসে কেউ মাউথ-অর্গান বাজায় ঘোরতর রাতে একটা অস্তিত্বকে সান্ত্বনা দিতে।

BanglaBook.org

৫

সে একটা চিঠি লিখেছে। কাকে লিখেছে সে চিঠিটা? চিঠিটা সে সময়কে লিখেছে। চিঠিটা একটা বোতলে ভরে মুখটা সিল করে সে সমুদ্রে সেটাকে ভাসিয়ে দিয়ে আসবে। আর কদিন বাদেই সমুদ্রে যাবে তাই। চিঠিতে সে লিখেছে—'আমি জানি না আমি কেন গেছিলাম। আমি জানি না কেন যেতাম আমি। বারবার যেতাম কেন। কেন আরও আরও যাওয়ার কথা ভাবতাম এমনকী? কেন শ্বেতকেতু, বাভ্রব্যকে ভুল মনে হত আমার? কেন বাৎস্যায়নকে অজ্ঞান মনে হত? কেন আমি বিশ্বাস করতাম—বস্তুর আইডেনটিটি খোঁজা উচিত তার ইনসিকিওরিটির জায়গাটায়? কেন ভাবতাম বস্তু তার অনিশ্চয়তাকেই অবলম্বন করে বিকশিত হয়? কেন আমি পুরুষকে বলেছিলাম আমার ভেতরে যে-ঘড়িটা আছে তাকে গ্রাহ্য করতে? কেন আমি ওদের সেসব সময় থামতে বলেছিলাম... থামতে... থামতে...

আমার কাছে এই এত প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই—আমি শুধু জানি যে জীবনে যা-ই চেয়েছি আমি, বদলে পেয়েছি শুধু 'সম্পর্ক'!

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

২২

সেদিন পোশাক খুলে ফেলে সে তোমাকে ডেকেছিল। তুমি মাথা নেড়ে 'না' বলেছিলে। বলেছিলে, 'তুমিই উঠে এসো আমার ওপরে!' তোমার বলার মধ্যে, অন্য কিছু ছিল। সে থমকে গেছিল, যৌন-দ্বন্দ্ব তৈরি হতে শুরু করেছিল তার মধ্যে। সে বুঝতে পারছিল না আসলে কী চাইছ তুমি। তখনই আবার বলেছিলে, 'উঠে এসো। যেভাবে নারীর শরীরে আরোহণ করে পুরুষ, সেভাবে উঠে এসো আর নিজেকে প্রতিষ্ঠা করো। দেখো, কীভাবে তোমার ব্যক্তিত্বের মধ্যে জাগরিত হয় পুরুষত্ব, দেখো, আমার ভেতরের নারীত্বকে তুমি তোমার নীচে শায়িত অবস্থায় খুঁজে পাও কি না!' যে যে নিরাপত্তাহীনতার বোধগুলো তাকে আজ 'নারী' করে গড়ে তুলেছে তুমি তার প্রতিটা চিহ্নিত করতে পেরেছিলে অনেক আগেই! তাই 'যৌনতার শর্ত, সম্পর্কের শর্তগুলো নারীর ক্ষেত্রে যা পুরুষের ক্ষেত্রে তাই নয়' একথা বলেছিলে তুমি। বলেছিলে, 'তুমি একবার নিজের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে পুরুষকে পুরুষ হিসেবে গ্রহণ করো।'

তারপর সে তোমার ওপর উঠে যায় এবং নিজেকে অশ্বারোহীর মতো চালনা করে। তখন প্রতিবার তোমার দিকে ঝুঁকে পড়ার সময় সে এক পুরুষকে টের পায় নিজের ভেতর অন্তরীণ হয়ে থাকা—দুটি স্তন সে ধরতে চায় মুঠোয় যা নেই, তোমার ঠোঁট নারীর ঠোঁটের মতো সুখদায়ী দেখায়—সে কেঁদে ফেলে আঁকড়ে ধরে তোমাকে দু বাহু দিয়ে।

আবদ্ধ যৌনতার সমস্ত জানলা, দরজা খুলে যায় সেই মুহূর্তে। সে টের পায় আলো বাতাস খেলছে। তোমার দণ্ডটিকে সে নিবিড়তম আনন্দের চোখে দেখে তখন। তার কান্না পায় আবারও, নিজের গর্ভকেশরের মতো চোখের জল ফোঁটায় ফোঁটায় ফেলে দেয় সে দণ্ডটির ঠোঁটের মধ্যে দিয়ে।

BanglaBook.org

আর দণ্ডটিকে শোষণ করতে থাকে। দণ্ডটি কাঁপতে থাকে, তোমাকেও কাঁপায় আর পরক্ষণেই উথলে দেয় এক আত্মনিষ্ঠ, আত্মভেদী ধারা। যা সে আগে দেখেনি কখনও, যত্ন সহকারে। দেখেনি, স্পর্শ করেনি, গন্ধ শোঁকেনি, আস্বাদ জানে না। তার মেধা সেই অর্ধ-তরল বস্তুকে গ্রহণ করে এরপর। সেই বীর্য সে পান করে তখন।

সে বাড়ি ফিরে যায়। এবং সেদিনই লেখে, 'আমি জানি বীর্যের স্বাদ!' কেমন সেই স্বাদ বর্ণনা করে সে।—'নরম মাটিতে গমের বীজ ছড়িয়ে দেওয়ার দশ-বারো দিনের মাথায় যে সবুজ কচি কচি চারা মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে, তাই তুলে এনে কুটে, পিষে পাওয়া রসের স্বাদ আর বীর্যের স্বাদ এক। সেই পানীয়ের মধ্যে যেমন ধকধক করে গেহুঁর চারার প্রাণ, বীর্যপানের মধ্যেও সেই প্রাণের তেজকে বোঝা যায় স্পষ্ট। এই তরল জিভ বেয়ে নেমে গেলে গলার নলি অবধি ছড়িয়ে পড়ে তার ঝাঁঝ!'

—এই অসামান্য স্বাদকে না জেনে মরে যাওয়া নারীজন্মের ব্যর্থতা! এই অসামান্য আস্বাদকে গ্রহণ করতে নারীকে সাহায্য করা পুরুষের ধর্ম! সেই সাহায্যের নামই ভালবাসা!

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

৩

—দেশ জিনিসটা যে কী—তা কি তুমি চিনতে পেরেছ?

—হ্যাঁ। একদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াই..., দেখি রাতভর বর্ষণ শেষে সমস্ত রাস্তাঘাট ঝকঝকে করে ধোয়া, নিকোনো। গাছগুলির পাতা থেকে যে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছে তা এত পরিষ্কার যে ঠোঁট পেতে পান করতে ইচ্ছে করবে। তখনই আমি দেখি, পুবদিক থেকে হেঁটে আসছেন এক সন্ন্যাসী!

তাঁর চলার পথে শুয়ে থাকা যত ফুটপাতবাসী, সন্ন্যাসী সেই ভোরে তাদের প্রত্যেককে ডেকে ডেকে তুলতে লাগলেন এবং প্রত্যেকের মাথায় জপ করে দিতে লাগলেন কোনও মন্ত্র যা আমি শুনতে পাচ্ছিলাম না। তার কাঁধে একটা অতি বড়সড় ঝোলা ছিল। যুবক সন্ন্যাসী সেটা অবলীলায় বইছিলেন। আমি ভাবছিলাম এই ঝোলা থেকে খাদ্য, বস্ত্র, ওষুধ এসব বের করে বিলোবেন তিনি ফুটপাতবাসীদের মধ্যে। কিন্তু তিনি সবাইকে ডেকে দিতে দিতে এগিয়ে চললেন, কাউকেই কিছু দিলেন না তার বেশি। তার চোখে দয়া, মায়া, প্রেম, ভালবাসা, সহানুভূতির লেশমাত্রও ছিল না—তার চোখে ছিল মানুষের সমস্ত প্রত্যাশার ওপর কঠিন ও নিষ্ঠুর 'না'-এর মতো এক দৃষ্টি! তার চোখে ছিল শুধুমাত্র 'এসো'—এই আহ্বান। যদি আসা অসম্ভব হয়, কোনও ব্যাখ্যা দ্বারা তাকে তা বোঝানো যায় না—এমন অবুঝ যেন সেই চোখের ভাষা। যদিও, কেউ তার পিছু নেয়নি। কেবল কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করেছে। আমি সেই ভোরবেলায় তাকেই দেশ বলে চিনতে পারি।

শুধু দায়ী করা, শুধু অভিযোগ, শুধু মনকে মন দিয়ে ছ্যাঁকা দেওয়া, স্মৃতি দিয়ে ছ্যাঁকা দেওয়া, শরীরকে শরীর দিয়ে পোড়ানো—বহু বহু দিন আমার

BanglaBook.org

এভাবেই কেটে গেছে। সেদিনের আগের সারাটা দিনও সম্পৃক্ত ছিল অভিমানে। না, গাছের কোনও উলটো-সোজা নেই, সম্মুখ-পশ্চাৎভাগ নেই, তবু তার আগের সারাদিন আমার মনে হয়েছে এখানে চারপাশের প্রতিটা গাছই আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে। ডালপালা মেলে ওরা ঘুরে গেছে উলটো দিকে! অথচ সেদিনের ভোরটা হয়ে গেল অন্যরকম! বুকের ভেতরের কোনও ক্ষোভ টেরই পাচ্ছিলাম না যেন— একটা অন্য আবেগের কষ গড়াচ্ছে, মনে হল এই সব বৃক্ষরা আমার পিতা, আমার পূর্বপুরুষ!

কী করে এমন হল? কেন মনে হল ভিজে কালো হয়ে থাকা গুঁড়িগুলোয় সঞ্চিত আছে স্নেহ—আমার জন্য!

সেদিনই বিকেলের দিকে আমি বেড়াতে গেলাম নদীর কাছে। ঘাটের সন্নিকটে গিয়ে পা আটকে যায়। দেখি ভোরের সেই নবীন সন্ন্যাসী! তখন সন্ন্যাসীর বুকের কাছে লেপ্টে থাকা এক প্রৌঢ়াকে কাঁদতে শুনি আর সেই নারীকে দেখে আমার বিভ্রম জাগে! মনে হয় আমারই ভবিষ্যৎকে দেখছি ক্রন্দনরত! কী ভয়ানক নিষ্করুণ সেই কান্না—শ্বেতপাথরের ওপর দিয়ে গড়িয়ে যাওয়া জলের মতো কান্না!

আমি শুনতে পাই সন্ন্যাসী তাকে প্রশ্ন করছেন, 'দেশকে তুমি কী দিয়েছে?' নারীটি বলে, 'কিছু কি দিয়েছি তেমন যার ফেরত মূল্য ধরিনি!'

সন্ন্যাসী বলেন, 'এখনও সময় আছে। নদীর এপারে তোমার দেশ! আর ওপারে শুধুই নদী, যা বহমান—যা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎহীন, যা দাবিহীন। তুমি বেছে নাও কোন দিকে যাবে...।'

নারীটি বলে, 'আমি ওপারে যাব...!'

'তবে চলো তোমাকে পার করে দিয়ে আসি।' বলে সন্ন্যাসী নারীটিকে ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে নামিয়ে নিয়ে চলেন। আমিও হতচকিত ভাব কাটিয়ে উঠে ওদের পিছু নিই। ওরা একটা নৌকোয় উঠে পড়েন। কিন্তু আমি আর একটা পা-ও বাড়াবার আগেই শুনি পেছন থেকে কে অদ্ভুত এক সুরে ডাকছে আমাকে। নিশ্চিতভাবে আমাকেই ডাকছে বলে মনে হয় যেন। ধিকিধিকি দরদে ঠাসা তার গলা ভেসে আসে— 'ও বাউলা, বাউলা, বাউলা রে-এ-এ-এ, এ বাউলা, বাউলা, বাউলা রে-এ-এ'—যেন এ

BanglaBook.org

জীবনের প্রতি আমার দৃষ্টিপাতকে ঘুরিয়ে দিতেই সে ডাকতে থাকে আমাকে! তার স্বরের ভেতর প্রতি লহমায় ফেটে, জারিত হয়ে যেতে থাকে অসংখ্য মহুয়া ফলের নেশা! কী এক অমোঘ ফেরতা সেই ডাকে খুঁজে পাই আমি; মনে হয় মাথার পেছন থেকে চুলের ডগা বেয়ে উঠে চৈতন্যের ভেতরে ঢুকে পড়ছে সাউন্ড, চাপ চাপ সাউন্ড!

সেই স্বরের উৎসের সন্ধানে অন্ধকার ঘাট ছেড়ে আমি উঠে আসি এবং হাঁটতে থাকি। সেও মাদক গলায় গাইতে থাকে, 'বাউলা, বাউলা, বাউলা রে-এ-এ-এ...!'

এক সময় আমি দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হই কেননা লতানে আগাছায় পা আটকে যায় আমার। দেখি একটা ট্রাক!

বাউলা, এই ট্রাক আজ অসংখ্য বছর দাঁড়িয়ে আছে পরিত্যক্ত ব্রিজের নীচে আমার মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাবে বলে। নরম পলতা লতা জড়িয়ে ধরেছে তার চাকা। চাকা ছাড়িয়ে উঠে গেছে কাঠের রেলিংয়ে। তারপর মাথায়। মাথা বেয়ে নেমে এসেছে চোখে, হেডলাইটগুলোয়। ট্রাকটা বছরের পর বছর আমি তাকে খুঁজে বের করব এই অপেক্ষায় আছে। সে চায় লতাপাতা খুলে আমি তাকে আদর করি, ইঞ্জিন চালু করে গতি ফিরিয়ে দিই—কিন্তু বাউলা, তুমি এমন গান বেঁধেছ যে মরতে ইচ্ছে যায় না। সাধ হয় এই দেশ, এই মাটি, এই নদী, এই রূপছায়া সব, সব পলতা লতা হয়ে জড়িয়ে ধরি—ওই সন্ন্যাসীর সামনে নতজানু হয়ে স্বীকার করি— দেশ আমাকে অনেক দিয়েছে, অনেক!

বাউলা, ওই সন্ন্যাসী যিনি সর্বত্যাগী নন আর। তিনি এবার নিজেই কিছু গ্রহণ করতে চান— আমি তাকেই দেশ বলে চিনতে পেরেছি এতকাল পরে!

BanglaBook.org

১৬

তার আগে আকাশ স্বাভাবিক ছিল যখন, আমরা..., ক্লাবের লম্বা টানা বারান্দাটায় গিয়ে বসেছিলাম সন্ধের পর। বড় বড় হাঁড়ির মতো কাচের ডুমগুলো অদ্ভুত এক সোনালি আলোয় জড়িয়ে রেখেছিল বারান্দাটাকে। বসেই আমি আকাশের দিকে তাকিয়েছিলাম আর আমার দৃষ্টি পড়েছিল অদূরের বিজ্ঞাপনহীন সাদা সাইনবোর্ডটার দিকে, যেটা চৌরঙ্গির একটা উঁচু বাড়ির ছাদ থেকে ঝুলছে। একটা কালো পাখি ঠিক তখনই সাদা সাইনবোর্ডটাকে পার করে উড়ে যাচ্ছিল। আমি যদিও সেটা বুঝতে পারিনি! এবং চূড়ান্ত বিস্মিত অবস্থায় আমি তোমার হাতে এমন টান দিয়েছিলাম যে, তোমার ফ্লিং ভদ্‌কার গ্লাস থেকে ভদ্‌কা চল্‌কে পড়ে গেছিল তোমার প্যান্টে। তুমি বলে উঠেছিলে, 'আরে, হোয়াট হ্যাপেন্ড?' আমি উত্তেজিত হয়ে বলে উঠেছিলাম, 'দ্যাখ, দ্যাখ, সাদা সাইনবোর্ডটার সামনে দিয়ে উড়ে যাওয়া পাখিটাকে। দু-এক মুহূর্ত আমার মনে হল যেন সাইনবোর্ডে আঁকা একটা পাখিই হঠাৎ প্রাণ পেয়ে উড়ে চলে যাচ্ছে।'

—এতখানি আশ্চর্য কথা তুমি ভাবলে কী করে?

—কী জানি! হয়তো সাইনবোর্ডটা অত সাদা, তাতে ছবি বা অক্ষর নেই বলেই পাখিটাকে সাইনবোর্ডটার অংশ বলে মনে হল।

—হ্যাঁ, হতে পারে...। বললে তুমি। 'আসলে আমরা যাই ভাবি বা করি কোনওটাই বিচ্ছিন্ন ভাবে ভাবি বা করি না তো— সঙ্গে একটা পটভূমি থাকেই। একটা সাপোর্ট থাকেই। তবে এখানে সাদা সাইনবোর্ড না পাখিটা কোনটা যে কার পটভূমি আমি তা বলতে পারব না!'

—তবে জানো, দৃশ্যটা আসলে কল্পিত। তাই মুহূর্তকাল আশ্চর্য সুখ এনে

BanglaBook.org

দিল আমার মনে। তুমি এ কথা শুনে আমার দিকে তাকালে। আমিও তোমার দিকে তাকালাম ও হাসলাম।

ঠিক তখনই ক্লাবের মাঠের অন্ধকার দিকটা থেকে ছুটে এল দুটো কুকুর। একটা কুকুর কালো, একটা কুকুর লাল। কালো কুকুরটা যেন এসে গড়িয়ে পড়ল আমাদের একেবারে সামনের ঘাসের ওপর।

দৃশ্যটায় নতুনত্ব কিছু নেই। এগুলো ক্লাবেরই কুকুর। প্রতিদিনই ওরা দৌড়ে দৌড়ে এভাবেই খেলা করে। আমি তাই দৃশ্যটা থেকে চোখ ফিরিয়ে কী একটা অন্য কথা তোমাকে বলতে যাচ্ছিলাম— তুমি, আমাকে থামিয়ে দিয়ে ওদিকেই তাকাতে বললে ইশারায়। ইশারার মুহূর্তে তোমার চোখ দুটোয় কী একটা চমকাল যেন। যা চমকাল তা আমার চেনা— তা নারীর জন্য পুরুষের চোখে কখনও কখনও চমকাতে দেখেছি আমি। কখনও কখনও দেখেছি— রেয়ারলি...!

আমি বিহ্বল বোধ করলাম ও কুকুর দুটোর দিকে তাকালাম ফের। লাল কুকুরটা পা মুড়ে এলিয়ে পড়েছিল ঘাসের ওপর। কাঁপছিল যেন বা। আর কালো কুকুরটা শুঁকছিল...

কালোটার সেই নাক টানার আওয়াজ এবং সঙ্গে লালটার মৃদু, আদুরে স্বরে কুঁইকুঁই ডাক— নিমেষে, তীব্র, তীব্রভাবে আচ্ছন্ন করে দিল আমাকে। আমার পা থেকে রক্তস্রোত উঠে আসতে লাগল মাথার দিকে। তুমি আমার বাঁ হাতের প্রতিটা আঙুলের মধ্যে পুরে দিলে তোমার ডান হাতের প্রতিটা আঙুল। তারপর চাপ দিলে। ছাড়িয়ে নিলে। সামান্য সময়ের মধ্যেই তোমার ঠোঁট দুটো লাল হয়ে উঠল। আমি ভাল করে তোমাকে দেখলাম একবার। কালো প্যান্ট আর ফুলস্লিভ সিল্কের কালো শার্টে তেজি কালো ঘোড়ার মতো রোমাঞ্চকর, জাগ্রত, তপ্ত দেখাচ্ছিল তোমাকে। ফরসা গালের পাশে ধারালো ছুরির মতো এসে পড়েছিল শার্টের কলারটা। আমার কামার্তি জাগল তখন। তুমি প্রায় অশ্রুতভাবে উচ্চারণ করলে, 'যদি লালটা তুমি হও, কালোটা অতএব আমি!'

ভাদ্রের আকাশে অমনি বিদ্যুৎ চমকাল। তাতেই চমকে উঠে লাল কুকুরটা ঝটকা মেরে উঠে ছুট লাগাল। পেছনে পেছনে ছুটল কালোটা।

তুমি বললে, 'চেসিং...! চেসিং ফর পিওর সেক্স। অনলি সেক্স অ্যান্ড নাথিং

BanglaBook.org

এলস্!' তুমি থামলে, তাকালে আমার দিকে, আমার চোখের দিকে, চুলের দিকে, ঠোঁট ও স্তনের দিকে তাকালে, তারপর বললে, 'থিংক অফ মি চেসিং ইউ লাইক দ্যাট!' আমার গলা শুকিয়ে কাঠ, আমি ঢোক গিললাম। কুকুর দুটো আবার ফিরে এল এখানেই ছুটতে ছুটতে। আর লালটা দাঁড়ানো মাত্র কালোটা উঠে এল ওর ওপরে, আমি আর তুমি সব ভুলে তাকিয়ে দেখলাম কালোটা টাল সামলে নিজেকে প্রবেশ করাবার চেষ্টা করছে কীভাবে!

তোমার অসম্ভব ভারী নিশ্বাস গালে ঘষে গেল আমার। আমারও সমস্ত শরীর দপদপ করছে। তুমি ব্যস্ত গলায় আবগারকে ডাকলে, 'সাইন করা লো...!'

আমি টের পেলাম তোমার তাগিদ—বাতাসে শ্বাস টেনে তোমার ঘ্রাণ পেলাম।

ভদ্কার জন্য দ্রুত সাইন করে একবার হাত ধরে আমাকে আকর্ষণ করে বড় বড় পা ফেলে তুমি পৌঁছে গেলে পোর্টিকোয়। আমি পিছু নিলাম তোমার। অধৈর্যভাবে গাড়ি স্টার্ট করলে তুমি। রাত দশটার কলকাতা ঝড়ের বেগে পিছোতে লাগল, তুমি গাড়িতে একবার মাত্র ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়ালে।

পরপর লক খুলে ঢুকে বেডরুমে পৌঁছতে যেটুকু দেরি! তুমি এ.সি অন করলে, চশমা খুলে রাখলে টেবিলে, মোবাইল ছুঁড়ে দিলে বিছানায়। তুমি আমাকে নগ্ন করতে চাইলে, আমি তোমার শার্টের বোতাম খুলছিলাম। তোমার পরনে তখনও ট্রাউজার আর আমি শুধুমাত্র একটা...

সেই বাঘছাল প্যান্টি পরে দু হাতে স্তন আড়াল করে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি! যেন দাঁড়িয়ে রইলাম প্রহরের পর প্রহর। আর দেখলাম প্রথমে বিস্মিত তুমি, ধীরে ধীরে কুঁকড়ে গেলে ঘৃণায়। সেই ঘৃণা বদলে গেল রাগে, রাগ বদলে গেল হতাশায়। হতাশা থেকে উদগিরণ হল কান্নার। তুমি কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেলে ফ্ল্যাট থেকে।

তার অনেক পরে বিছানায় ঢলে পড়লাম আমি। চিত হয়ে শুয়ে শুয়ে বের করে দিতে লাগলাম সেই সব অশ্রুগুলোকে, যেগুলো প্রচণ্ড চেষ্টায় বহুদিন ধরে রেখেছি। কেউ শুনছিল না, কিন্তু আমি বললাম কথাগুলো,

BanglaBook.org

বললাম, 'আমাদের জীবনে আর কি কখনও হতে পারে পিওর সেক্স? মানুষের জীবনে কি আদৌ কখনও তা হয়? বিশুদ্ধ সেক্স? যেমনটা ঘটে ওই লাল ও কালো কুকুরের মধ্যে— অনায়াসে।'

পরের দিন তুমি আমাকে বলেছিলে, 'সুখ এখন ওই সাদা সাইনবোর্ডের বুক থেকে বেরিয়ে এসে উড়ে যাওয়া পাখির মতো, যা হয়তো সত্যি, হয়তো অলীক, হয়তো ভ্রম— আমরা তা জানতে চাই না!'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

২১

ডক্টর বলেছিলেন অপারেশন হওয়ার মত যথেষ্ট রক্ত শরীরে আছে আমার। কিন্তু তিনি বা আমরা কেউই সে সময় একথা ভাবিনি যে অপারেশন হওয়ার সেটাই একমাত্র শর্ত নয়। 10.2% হিমোগ্লোবিন থাকলেই যে, যে-কারও অপারেশন হতে পারে তা জোর দিয়ে বলা যায় না। অনতিকাল পরেই আমরা জানতে পারি এ সত্য। জানতে পারি অপারেশন হওয়ার জন্য আর যা যা লাগে তার মধ্যে অন্যতম হল একটা সই! সইটা পেশেন্টের নিকট আত্মীয়ের হলে ভাল। না হলেও ক্ষতি নেই। বন্ধু- বান্ধব, শুভানুধ্যায়ী যে-কেউই পেশেন্টকে অপারেশন টেবিলে তোলার দায়িত্ব নিতে পারে। সইয়ের সঙ্গে দরকার হবে নাম-ঠিকানারও। কেননা, রোগীর প্রয়োজনে, অপ্রয়োজনে সেবাকেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ তলব করবে কাকে? যদি অপারেশন চলাকালীন হঠাৎ মৃত্যু হয় রোগীর তাহলেই বা দায়িত্ব নেবে কে? বন্ডে সই করে একজনকে স্বীকার করতে হবে অপারেশনের যাবতীয় ঝুঁকি তার!

অবশ্য সে সময় এত কথা মাথায় ছিল না আমার। হয়তো তোমারও। ভোর ভোর উঠে চলে গেলাম নার্সিংহোম। বিকেলেই অপারেশন। ওরা আডমিট করার আগে ফর্মটা ফিলাপ করার জন্য এগিয়ে ধরল তোমার দিকে। খুব স্বাভাবিকভাবেই ওরা তোমাকে অভিভাবক ভেবেছিল আমার! তুমিও সহজভাবেই গ্রহণ করলে সেটাকে।

ফর্ম ফিলাপ করতে করতে এক জায়গায় থেমে গেলে তুমি। তাকালে আমার মুখের দিকে। বললে, 'রিস্ক বন্ডে সই করতে হবে।'

আমি যেন দ্বিধান্বিত বোধ করলাম, 'তাহলে কী হবে?' বললাম আমি, 'তুমি কি রিস্ক নিতে পারবে?'

BanglaBook.org

তুমি বললে, 'রিস্ক? যদি থেকে থাকে কিছু তা আজ, এই মুহূর্তে আমারই, দেয়ার ইজ নো ডাউট অ্যাবাউট ইট— কিন্তু ওরা সম্পর্কটা জানতে চায়। যে বন্ডে সই করছে সে রোগীর কে?'

আমার ভেতরটা শূন্য হতে শুরু করেছিল। বললাম, 'ও, রিলেশন...!'

—হোয়াট ইজ দা রিলেশন?

—তুমি জানো না?

—আমি জানি না!

—আমিও জানি না!

—কী লিখব? বললে তুমি।

—যা খুশি লিখে দাও। কিংবা থাক, কিছুই লিখো না। অপারেশন না হয় না হবে!

আমার কি কান্না পেয়েছিল? আমি কি সেই মুহূর্তে বন্ডে সই করতে পারে এমন একটা হাত চেপে ধরতে চাইছিলাম যেভাবে পারি? আমি কি অনুধাবন করেছিলাম কোথাও-ই কোনও সম্পর্ক না থাকাটা কতখানি অসহায়জনক, মারাত্মকও কখনও কখনও! আমার তা সত্ত্বেও কি আরোগ্যের কামনা ছিল? আমি কি তার আগে বুঝেছিলাম কখনও, পৃথিবীতে সম্পর্কগুলো এমন জীবন অভিমুখী? বুঝেছিলাম বেঁচে থাকতে সম্পর্ক লাগে? সম্পর্ক লাগে শবের ভালোর জন্যও— যদি চাও! তখন কি প্রবল আফসোসের সঙ্গে নার্সিংহোমের শ্বেতপাথরের মেঝে ও সাদা দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে আমি 'সম্পর্ক' খুঁজেছিলাম, যদি কুড়িয়ে পাওয়া যায় কোনও ভাবে? নিরেট, ভারী এবং ব্যাখ্যার প্রয়োজনহীন সম্পর্কে আবার কি বিশ্বাস জন্মেছিল আমার, সম্পর্ক যা মৃত্যুর ঝুঁকি নিতে পারে? যা মৃত্যুকে কোল দিতে পারে? যা অগ্নি এবং তারও পরে শীতল জলের পাত্র ধরে দিতে প্রতিশ্রুত থাকে মৃতকে? পাহাড়ে পাহাড়ে শব্দ উৎপন্ন হয়ে পাহাড়ে পাহাড়েই তা প্রতিধ্বনিত হওয়ার মতো এতখানি নিজস্ব কোনও সম্পর্কের নাম কি চেয়েছিলাম আমি আমার জন্য তখন—সেদিন? হেরে যাওয়া মানুষের মতো মাথা নিচু করে বসেছিলাম আমি লজ্জায়! আমার কোথাও কোনও সম্পর্ক নেই বলে মনে মনে তৈরি হচ্ছিলাম ফিরে যাওয়ার জন্য! ফিরে যদিও যেতে হয়নি আমাকে। তুমি ফর্মে লিখেছিলে,

BanglaBook.org

'এই মানবীকে আমি ভালবাসি। সেও আমাকে ভালবাসে। ভালবেসে তার শরীর এবং মন সে দিয়েছে আমাকে। তাই তার এই শরীর আমার, মন আমার। অতএব, অপারেশনের আগে, পরে যা-যা ওর দরকার তার সমস্ত দায়িত্ব আমার। অপারেশনের ঝুঁকি আমার! যদি কোনও দুর্ভাগ্যজনক কারণে এখানে ওর মৃত্যু হয়, আমিই গ্রহণ করব, বহন করব ওর মৃতদেহ। নীচে আমার ঠিকানা এবং ফোন নম্বর ছাড়াও একটা অ্যাড্রেস প্রুফ...'

BanglaBook.org

৯

বৃষ্টি শুরু হয়েছিল দুপুরে। দুপুর পেরিয়ে বিকেল। বিকেল পেরিয়ে রাত হয়ে সকাল, দুপুর, বিকেল গড়িয়ে গেল— বৃষ্টি তবু থামল না! ঝিমঝিম, ঝরঝর বৃষ্টি চলছে তো চলছেই। শেষে রাতে নামল অঝোর বর্ষণ— ভোরে বোঝা গেল সমস্ত শহর পিছলে যাচ্ছে জলের তলায়!

দেখলাম ওদের যাবতীয় জিনিস ডুবে গেছে জলে। যে কাঠের প্যাকিং বাক্সে সব কিছু ভরে রাখে ওরা সেই প্যাকিং বাক্সর ঢাকনা ভেসে ভেসে চলতে লাগল। ভেসে যাচ্ছিল প্লাস্টিকের শিট, জলের গ্লাস, খাবার থালা। ধর্ ধর্ করতে করতে ওরাই ছুটছিল সে সবের পেছনে আর জল ঠেলে যেতে গিয়ে আছাড় খাচ্ছিল যত, দারুণ মজায় ততই হেসে খুন সব!

আমি ঝুঁকে পড়ে বাচ্চা দুটোকে খোঁজার চেষ্টা করলাম কিন্তু দেখতে পেলাম না। ঘুরে- ফিরে এলাম দু-চারবার। বেশ কিছুক্ষণ পর বউটা আমার ব্যালকনির তলায় এসে দাঁড়াল কোমরজলে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তোর বাচ্চা দুটো কোথায়?'

ও হাত তুলে যেদিকে দেখাল সেদিকে চোখ গেল না আমার। আবার বললাম, 'কোথায়?'

— ওই ওদিকের রকে তুলে দিয়ে এসেছি!

আমি উদ্বিগ্ন হলাম শুনে, 'আর কে আছে ওখানে?'

— আবার কে থাকবে...!

— সে কী রে? ছোটটা যদি পড়ে যায়-টায়...!

ও আমার কথার উত্তর না দিয়ে আবার জল ঠেলে এগোল। এবার কাউকে গালি দিল ও, সম্ভবত স্বামীকেই 'ঢ্যামনা, চটগুলো তুলতে পারিসনি?' বলে যে জলে দাঁড়িয়ে আছে তাতেই পিচিক্-পিচিক্ করে থুতু ফেলল দু'বার।

BanglaBook.org

আমি ঘেন্না চেপে বললাম, 'তোর মেয়ে দুটোকে সিঁড়ির কাছে রেখে যা। আমি ওপরে নিয়ে আসছি। জল নামলে নিয়ে যাস!'

এবার বাস্তবিকই বিস্মিত হল বউটা, ঘাড় তুলে ওপরে তাকিয়ে বলল, 'কী বললে?'

'বললাম, মেয়ে দুটোকে...!' ও আমার দিকে অদ্ভুত একটা দৃষ্টিতে তাকিয়ে হেঁটে চলে গেল ওদিকে।

একটু পরে দুটো বাচ্চাকে বুকে জাপটে ছপাৎ ছপাৎ করে জল ভেঙে ফিরে এল ও। বলল, 'একে নাও, এটা তো আমার দুধ না খেয়ে থাকতে পারবে না...!'

যখন ন্যাংটো বাচ্চাটাকে সিঁড়ির মুখ থেকে সংগ্রহ করলাম তখন গেটের মুখে ভিড় করে থাকা দারোয়ান আর ড্রাইভারদের দলটা হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। বেসমেন্টে ঢুকে যাওয়া জল নিয়ে তার আগের মুহূর্তেও চেঁচামিচি করছিল ওরা।

আমি প্রথমে তোমাকে ফোন করে জানালাম যে বাচ্চাটাকে নিয়ে এসেছি। তুমি বিরক্ত হয়ে বললে, 'গল্‌ত কিয়া! ইটস নট ডান। মানুষ নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট? তুম পছ্‌তাওগী। এনি ওয়ে, ট্রাই ইট আউট। এ্যাট লিস্ট ভুল তো ভাঙবে। নিজের ভুল নিজেই ভাঙানো ভাল...!'

আমি ওকে স্নান করালাম, ভাত খাওয়ালাম। টয়লেট চেনালাম। নিজে কমোডে বসে হিসি করে দেখিয়ে ওকে বারবার বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে হিসি পেলেই যেন ও টয়লেটে যায়। ওর রুক্ষ চুলগুলোকে ছেঁটে দিলাম কাঁচি দিয়ে, তারপর আমার ওড়না শাড়ির মতো করে পরিয়ে দিতেই ও আয়নার সামনে চলে গেল এবং ভয়ানক লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। অনেক ডাকাডাকির পর দেখাল টিপ!

জল নেমে গেল পরেরদিনই কিন্তু আমার সাহস নামল না। তোমার লোক মুখ চুন করে বলে গেল, 'বহিনজি, সাহাব হাম লোগোকো ডাঁটেগা, বোলেগা আপকা হাম খেয়াল নেহী রাখ্‌খা...!'

আমি বললাম—'চিন্তা মত করো, তুম যাও! ম্যয়নে উন্‌কো বোল দিয়া!'

দু'-তিন দিন কেটে গেল। ওর জন্য জামা, জুতো, বেবি ক্রিম, বেবি সোপ এসব এনে ফেললাম। ওকে খুব ভাল লাগছিল আমার। ওর বড় বড় চোখ,

BanglaBook.org

ফোলা গাঢ় রঙের ঠোঁট আর চাপা নাক আমাকে শান্ত রাখছিল কোন একটা জাদুতে! ও কিছু কথা বলবে ভেবে আমি তাকিয়ে থাকতে লাগলাম ওর দিকে।

কিন্তু ও কোনও কথা বলছিল না। যা বলছিল সবই ইশারায়। এমনকী ওর মাকে খোঁজার ভঙ্গিমাটাও মৃদু। ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ায়, মাকে দেখতে পেলে লজ্জা পায়, দেখতে না পেলে মাথা নিচু করে আঙুল খোঁটে, চলে আসে।

প্রতিদিনই একটু একটু করে আশা বাড়ছিল আমার। একদিন ও চামচ দিয়ে দুধ কর্নফ্লেক্স্ খেল! একদিন ফোনের শব্দে ডেকে দিল আমাকে! তুমিও একদিন বললে, 'কী করছে ও?' এমনকী ওর বাবা-মাও ওর আর খোঁজ করছিল না...।

যেদিন তুমি এলে সেদিন সবচেয়ে ভালো ফ্রকটা পরিয়ে দিয়েছিলাম ওকে। তুমি ঢুকতেই ও উঠে দাঁড়াল—হ্যাঁ, ও চিনতে পেরেছে তোমাকে— তুমি যাও-আসো, ও ফুটপাতে শুয়ে-বসে দেখে—হ্যাঁ, ও টলমল করে এগিয়ে গেল তোমার দিকে— আর তারপর ঠিক তোমার সামনে গিয়ে দাঁড়াল— আমি দেখলাম ও হাত পেতে বলছে, 'ভিক্ষে দে...!'

পরের দিন দুপুরে ওকে নিয়ে বের হয়ে এলাম আমি। বললাম, 'চল, তোকে মা'র কাছে দিয়ে আসি।'

আমি জানি না কেন লিফটের বদলে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম ওর হাত ধরে। হয়তো এত কিছু করেছিলাম আমি আসলে এই ফিরিয়ে দেওয়ার মুহূর্তগুলোকে রচনা করতে, যাতে দুঃখ হয় আমার, দুঃখের সঙ্গে দুঃখ হয়, দুঃখের ওপর দুঃখ হয়— এই সময়টাকে তাই হয়তো দীর্ঘায়িত করতেই সিঁড়ি বেয়ে নামছিলাম!

ও প্রতিটা সিঁড়ি নামল আর একবার করে মাথা নাড়ল। নামে, মাথা নাড়ে। আবার নামে, আবার মাথা নাড়ে। বলতে চায়— ও যাবে না, ও থাকবে! থাকা মানে জানে না ও, যাওয়া মানে জানে না, কিন্তু বুঝে, না-বুঝে ও প্রতিবাদ করে। নীরব; শান্ত, না। নামে আর, না বলে, নামে আর মাথা নাড়ে...!'

BanglaBook.org

৩০

শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর দেওয়ালটাকে সে খুঁজে পেল এই ফ্ল্যাটেরই ওই প্রান্তের একটা বাথরুমে! বাথরুমটায় হঠাৎই গিয়ে পড়েছিল সে। গিয়ে দেখল বাথরুমটার সবগুলো দেওয়াল কালো টালি দিয়ে মোড়া। ফ্লোর আর বেসিন টপে কালো গ্রানাইট। কমোড এবং বেসিনটিও কালো। এমনকী ফিটিংসগুলো। জানলার কাচ, আলোকস্তম্ভ পর্যন্ত সব—যা কিছু—কালো! শুধু বেসিনের ওপরে যেখানে একটা লম্বা চওড়া আয়না থাকা উচিত ছিল সেই জায়গাটা ফাঁকা! আর শুধু ফাঁকা নয়, ইট বের করা। ইটগুলোর রং কেমন যেন ধূসর! তাতে ঝুল, ঝুলে মাকড়শা!

দেখতে দেখতে দেওয়ালটায় একটা ছোট্ট ফুটো আবিষ্কার করল সে। তার মনে হল ফুটোটা ছোট হচ্ছে, বড় হচ্ছে, আবার বড় হচ্ছে, ছোট হচ্ছে! এরপর সে চমকে ওঠে কেননা সে একটা সর্‌সর, সর্‌সর শব্দ শুনতে পায় দেওয়ালের ভেতর থেকে। সে স্পষ্ট বুঝতে পারে ভেতরের কিছু নড়াচড়া করছে!

সে চিন্তা করে দাঁড়িয়ে। সে জানে দেওয়ালটার ওপাশে বেডরুম, জানে দেওয়ালটা মাত্র পাঁচ ইঞ্চির! জানে দেওয়ালটা নিরেট! তবু চিন্তা করে! সে দীর্ঘশ্বাস চাপে, কেননা সে বুঝতে পারে এই সেই মৃত্যুর দেওয়াল যার অস্তিত্বের এপাশে তার ভয়-লগ্ন জীবন।

দেওয়ালটির সামনে দাঁড়িয়ে সে তখন ভয় পায় ও ফুটোটাকে বন্ধ করতে চায় কিন্তু তার মন তাকে নিরুৎসাহিত করে। তার মন তাকে বলে, 'সারাজীবন মৃত্যু থেকে পালাতে পালাতে কেটে গেছে— এবার তুমি মৃত্যুকে বোঝার চেষ্টা করো।'

মৃত্যুকে বোঝার চেষ্টায় সে ফুটোটার সামনে মুখ নিয়ে গিয়ে শিস দেয়।

BanglaBook.org

শিস দেয়। শিস দিতে দিতে টের পায় একটা থেকে বেড়ে দুটো, দুটো থেকে বেড়ে চারটে, চারটে থেকে বেড়ে ক্রমশ অসংখ্য সর্‌সর শব্দ উঠে আসছে দেওয়ালের অভ্যন্তর থেকে। সর্‌সর, সর্‌সর, সর্‌সর, সর্‌সর। সে দুঃখ পায় ও মৃত্যুর প্রতি তার মনোভাবকে বদলাতে বাথরুমের দরজা খোলা রেখে ফিরে আসে নিজের ব্যবহৃত অংশে।

বহু, বহু বছর আগে একবার এক মৃত্যু-উন্মুখ দেহের সামনে গিয়ে যেই দাঁড়িয়েছিল সে, তার অভিভাবক তাকে সরে যেতে নির্দেশ দিয়ে বলেছিল, 'আড়ালে যাও!' বলেছিল, 'ভয় পাবে!'

তারপর কত কত মৃত্যুর সামনে থেকে অলক্ষ্যে কার তর্জনীর নির্দেশে সে উলটোমুখো হয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটে পালিয়েছে। শুধু পালানো আর পালানো। এ জীবন শুধুই মৃত্যুর তাড়া খেয়ে যেখানে পারা যায় পালানো! বাঁচা মানে শুধু মাত্র মৃত্যু থেকে বাঁচা! সে দেখেছে মৃত্যু থাকে ভয়ের আশেপাশে কোথাও। আলাদা করে তাকে দেখা যায় না। আলাদা— বিশুদ্ধ—সম্পূর্ণ করে! এই পৃথিবীতে প্রতি মিনিটে প্রতি সেকেন্ডে যা ঘটে, যা ঘটেছে তার কারণ যদিও 'মৃত্যু', তবু যেন মৃত্যু কোনও অস্তিত্বই নয়! ভয়ই আসল।

পরের দিন সে সাঁতার কাটতে যায়! ঠান্ডা পড়েছে। বাতাসে টান। এই-ই শ্রেষ্ঠ সময় জলে নামার কেননা পুলের আশেপাশে এখন কোনও লোক থাকে না। সন্ধে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। পুলের চারপাশের ঘন গাছপালায় অন্ধকার আরও গাঢ়। বড় একখানা আলো জ্বালানো সত্ত্বেও পুলের ওই প্রান্ত অন্ধকার। শুধু এদিকের জল টলটলে সোনালি!

সে জলে নেমে গেল এবং ওই প্রান্তে চলে গেল সাঁতরে এবং তারপর সে উপুড় হয়ে ভাসতে লাগল। তার চোখের নীচে বারো ফুট গভীর জল! সে নিজেকে বলল 'মনে করো এটাই মৃত্যু! এই মৃত্যুকে তুমি বারো ফুট গভীরভাবে অনুভব করো!'— তখন আর কোনও দৃশ্য রইল না, আর কোনও শব্দ রইল না, সে নিশ্বাসও নিচ্ছিল না— তার মন একটা শঙ্কুর আকার ধারণ করে নীচের দিকে নামতে লাগল। কোনও জীবন যে সে পার হয়ে এসেছে বলে বিশ্বাসই হল না তার— মস্তিষ্ক জলে একে একে ত্যাগ করতে লাগল চেতনা, স্মৃতি, শব্দ, গন্ধ, দৃশ্য, স্বাদ, আকাঙ্ক্ষা। সে

BanglaBook.org

শূন্যতাকেও ছাড়িয়ে যেতে লাগল।
আর জলের ভেতরের কোনও এক গোপন উদয়ের স্থান থেকে ছড়িয়ে পড়ল রোদ। অতঃপর! কানের মধ্যে খিলখিল করে হাসতে লাগল এক বালক আর এক কবি উঠে আসতে লাগলেন জল থেকে। সে তাকে 'বাউলা' বলে ডাকল। জলের মধ্যে বুদবুদের সঙ্গে ফেটে গেল তার স্বর। এসবকেই সে মিলিত ভাবে বুঝে নিতে চাইল মৃত্যু বলে তখন।
ফিরে গিয়ে সে দাঁড়াল মৃত্যুর দেওয়ালটার সামনে যার এদিকে তার ভয়, তার বাঁচা, তার মরা, সমস্ত, আর ওদিকে কিছুই নেই, কিছুই ছিল না কোনওদিনও।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

১৭

আমি তোমার কাছে বারবার ওর কথা শুনতে চাই। শুনতে শুনতে আমার এক ধরনের অনুভূতি হয় যার কোনও ব্যাখ্যা সম্ভবত আমি দিতে পারব না। আমার হিংসে হয়, রাগ হয়, ঘৃণা হয়, কৌতুহল হয় আর করুণাও হয়। দুঃখও পাই আমি, যন্ত্রণাও পাই আমি শুনতে শুনতে। এক-একদিন এসব শুনতে শুনতে একদম সমবেদনায় ভরে ওঠে মন, তখন যেন আমিই 'ও' হয়ে উঠি। নিজস্ব ভাবে ও হয়ে উঠি।

তুমি ঠিক বুঝতে পার না আমি তখন ঠিক কী চাই! প্রাথমিকভাবে অসহায় বোধ করো। আমার চোখের মধ্যে খুঁজে নিতে চাও আসলে আমি কী জানতে চাইছি তোমার কাছে। সে সময় তোমার চোখের মণির রং ঈষৎ ঘোলাটে দেখায়। তারপর তুমি বুঝে এবং না-বুঝে ওর কথা আমাকে বলতে শুরু করলে তোমার মণির রং ক্রমশ থিতোনো কালো হয়ে ওঠে। দেখে মনে হয় তোমার আর ওর সম্পর্কের সত্য কোথাও পালটায়নি। বরং আরও গাঢ় হয়েছে। তুমি পুরনো কথার মধ্যে ফেরত চলে যাও, ডুবে যাও ধীরে ধীরে আর আমি তোমার চোখের সামনে থেকে মুছে যাই!

'শেষের সেদিন কী হল ওর কে জানে'— এভাবেই শুরু করো তুমি, হতাশ ও নিরুপায় ভাবে বলো—'গিয়ে দেখি বেডরুমে দেওয়াল জোড়া ছবি আঁকছে। এত রং-তুলি কবে জোগাড় করেছে জানতামই না। ছিল তো মাত্র দু'মাস! একটা ছোট পিঙ্ক স্কার্ট আর সাদা ব্লাউজে ভীষণ সুন্দর দেখাচ্ছিল ওকে। মুখটা কিছু ক্লান্ত। যেন স্কুল-ফেরত বালিকা বলেই ভাবতে পারতাম যদি না আমার চেনা স্তন দুটো প্রকটভাবে জেগে থাকত, যদি না ধবধবে পায়ের গোছ ও হাঁটু চোখে পড়ত যা বালিকা-সুলভ নয়, যা ভীষণভাবে নারীর, যা পুরুষের অশ্রুপাতকে স্থান দিয়েছে পায়ে, উরুতে, জঙ্ঘায়!

BanglaBook.org

সুন্দর দেখাচ্ছিল ওকে। চুলগুলো চুড়ো করে বাঁধা। তুলিগুলো কোমরে গোঁজা। মেঝেতে ছড়ানো ছিটোনো রং। চেয়ার এদিক-ওদিকে টেনে টেনে, বসে, দাঁড়িয়ে ছবি আঁকা চলছিল। দেওয়াল সংক্রান্ত সাময়িক আফসোস কাটিয়ে উঠে আমি মজা পেতে শুরু করলাম। দেখতে দেখতে বিশাল দেওয়ালটায় ফুটে উঠল ছবি।

অত বড় ক্যানভাসে ও আঁকল লাইফ সাইজের নারী-পুরুষ এক জোড়া। বিচিত্র এক ভঙ্গিমায় মিলিত হচ্ছিল তারা। আশ্চর্য, একই সঙ্গে প্রবল যৌনতা ও নির্লিপ্তি ফুটিয়ে তুলেছিল ও। যেন ও বলতে চাইছিল সেক্স একটা আত্মআবিষ্কার এবং নিজেকে আবিষ্কার করার মুহূর্তেই নিজেকে ছিঁড়ে বিচ্ছিন্ন করাই সেক্সের পরের অভিজ্ঞতা! কেননা তুমি আসলে সবসময়ই তোমার ভেতরে আর একজনকে চাও— সেক্স তোমাকে সেই অনুভূতিটুকু কিছুক্ষণ দিতে না দিতেই ফল ফাটিয়ে বীজ আলাদা করার মতো তোমাকে একা করে দেয়। সেক্সের পরের লগ্নের এই একাকিত্বই জীবনের অন্য সকল হতাশার শিকড়। তুমি চাও সংলগ্ন থাকতে, ব্যস, আর কিছুই চাও না তুমি— তার অধিক 'ঈশ্বর' তুমি চাইতে পার না। তুমি আর তোমার ভেতরে কেউ— এই শুধু এক জীবনব্যাপী চাহিদা জীবের! মানুষও খায়, শোয়, বক্তৃতা করে কিন্তু আসলে তার মনের একটা অংশ নিমজ্জিত থাকে সেক্সে, সেখানে সেক্স চলতেই থাকে, একটি শিশ্ন একটি যোনির মধ্যে যায়, তার নরম মাংসপেশী ছোঁয়, অস্তিত্ব অস্তিত্বকে ছোঁয়, ফিরে আসে, আবার যায়, আবার ফিরে আসে, আবার যায়...

ছবিটা আঁকতে আঁকতে বারবার উত্তেজিত হচ্ছিল ও। আমাকে মিলনে আহ্বান জানাচ্ছিল। আমরা চূড়ান্তভাবে মিলিত হচ্ছিলাম। তখন ঘর কাঁপিয়ে চিৎকার করে ও বলছিল—'আমার ভাল লাগছে, আমার ভাল লাগছে।' এক সময় মনে হল আমাদের ত্বক জুড়ে গেছে।

ছবি শেষ হতে হতে রাত হল। সেদিনই প্রথম অত রাত অবধি ওখানে ছিলাম আমি। ছিলাম, থাকতে পেরেছিলাম, কেননা আমার মনের সব সংশয় নির্বাপিত হয়েছিল ততদিনে। আমি মনঃস্থির করে ফেলেছিলাম সবাইকে ওর কথা জানাব। বৃদ্ধা মা, ছেলেমেয়েদের, ভাইবোনদের জানাব।—আমি মনে মনে ঠিক করেছিলাম ওকেও বলব কথাটা, আর দিন

BanglaBook.org

দশেক বাদে ওর জন্মদিনে বলব। যে-কথা বারবার আমার বাহু জড়িয়ে ধরে বলত ও, সে-কথা একবার আমিও বলব ওকে। বলে দেখব ওর চোখ দুটো কীভাবে বিস্মিত হয়ে ওঠে। তারপর কেঁদে ফেলে অথবা স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে লাফ দিয়ে উঠে চিৎকার করে বলে, 'আমাদের বিয়ে হবে? আমাদের বিয়ে হবে? সারারাত, সারাদিন ধরে বাজনা বাজবে?'

হয়তো এগারোটা, হয়তো আর একটু বেশি হয়েছিল রাত। জুড়ে যাওয়া ত্বক দুটোকে আলাদা করতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। কিন্তু যেতে হবেই। আমি ওর নগ্নতম ঠোঁটে জিভ দিয়ে শেষবারের মতো আদর করলাম। আমার ইচ্ছে করছিল তখনই কথাটা বলে দিই ওকে, জানিয়ে দিই সমস্ত পরিকল্পনা, 'আমি তৈরি!' আগেও একবার একজনকে বলব বলব করে বলা হয়ে ওঠেনি 'ভালবাসি' এই একটা শব্দ! সে তার আগেই ছেড়ে গেছে আমাকে। এ অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও আমি আরও দশদিন অপেক্ষা করতে চাইলাম ও আলতো করে ওর হাতে চাপ দিয়ে 'বিদায়' জানালাম। তখনই ও ধরে ফেলল আমার হাতটা। ধরেই রইল ও চেয়ে রইল। ঠোঁটে এক চিলতে হাসি। তারপর বলল, 'বাড়ির সবাই আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। ওদের আর তেমন রাগ নেই আমার ওপর। বরং ওরা আমার জন্য চিন্তিত। কাল চলে যাচ্ছি আমি! বিয়েতে মত দিয়েছি। সেই ছেলেটিই অপেক্ষায় আছে যার কারণে বাড়ি ছেড়েছিলাম। বাড়ি ছেড়ে এখানে তোমার সিদ্ধান্ত জানার অপেক্ষা করছিলাম। কী হাত ধরাধরি অপেক্ষা তাই না? সে আমার অপেক্ষায়, আমি তোমার অপেক্ষায়। এই অপেক্ষার বন্ধনটা ছিঁড়ুক এবার। আমি ফিরলেই বিয়ের তোড়জোড় শুরু হবে। হাতে সময় অল্প। আমার ভয় ছিল আগে—আমার যা, সবই তো তোমাকে দিয়েছিলাম। অন্যকে দেওয়ার মতো আর কীই বা ছিল যে ঘর বাঁধব? কিন্তু সে ভয় কেটে গেছে এখন—তোমাকে যা দিয়েছি আর তার বদলে তুমি আমাকে যা দিয়েছ তাই-ই নিয়ে গিয়ে অন্যকে দিতে পারি আমি! যা দিয়েছ, যা শিখিয়েছ, উজাড় করে দিতে বা গ্রহণ করতে শিখিয়েছ, শরীর শিখিয়েছ এত, আমি জানি, যে-কোনও পুরুষকেই আমি সুখে রাখতে পারব। যে-কেউই যখন সঙ্গী হবে আমার—তৃপ্ত থাকবে, আজীবন আমার

BanglaBook.org

দিকে মুখ করে থাকবে—যদি না...!'
'যদি না..।' প্রশ্ন করেছিলাম আমি।
—যদি না কালকের পর থেকে আর কখনও চিনতে পার তুমি আমাকে! আমি মুখ ঢেকেছিলাম হাতের পাতায়। ও বলেছিল, 'শোনো, হঠাৎ দেখা হয়ে যায় যদি আমাদের, চোখেও যেন পরিচয় ঝলসে না ওঠে। মনের যে-অংশে তোমার আমি আছি আজ, এই মুহূর্তে মৃত্যু হোক সেটুকুর। আমরা এই বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে যাই নিজেদের সাধ্যমতো!'
তারপর ও কবে চলে গেল জানতে চেষ্টা করিনি আমি। বহু মাস পরে একবার ফিরে এসেছিলাম ফ্ল্যাটে। দেওয়াল জোড়া ছবিটার ওপর গাঢ় রং তখনই চাপিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি বলো সেই রং ছাপিয়ে নাকি ফুটে ওঠে ছবি, মূর্তি দুটো জ্যান্ত হয়ে যায় ও তাণ্ডব করে ঘরের মধ্যে! আমি বিশ্বাস করতে পারি না এ সত্য বলে। কেননা ও তো একেবারেই গেছে, সন্দেহাতীতভাবে গেছে—মৃতের মতো উপায়হীন যার ফিরে আসা, কথা বলা বা ভালবাসা, ভালবাসানো...!
এই শেষটুকু তোমার মুখ থেকে শুনতে শুনতে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠি আমি প্রতিবার। কাঁদতে কাঁদতেই এই ফ্ল্যাটে ফিরি। দুঃখের স্বরূপ শোষণ করে নেওয়ার পর আমার তখন পেতে ইচ্ছে করে তোমাকে প্রচণ্ড। তোমার দুঃখিত মুখ মুছিয়ে দিয়ে বুকে টেনে নিতে ইচ্ছে করে।
আমি তখন তোমার কথা ভাবি শুয়ে শুয়ে। তোমার হৃদয়ের কথা ভাবি। তোমার উরু ও জঙ্ঘার কথা ভাবি, বাহু ও বাহুপাশের কথা ভাবি। কিন্তু নিজের কথা ভাবতে পারি না সেই সঙ্গে! আমার জায়গায় দেখি ও এসে পড়ে! নগ্ন, উদ্যত, ইচ্ছুক! তোমরা পরস্পরকে তৃষ্ণার্তের মতো টেনে নাও। আমি তোমাদের মিলন প্রত্যক্ষ করি। আর আমার শরীরে আনন্দ শুরু হয়। তোমাদের ভাবতে ভাবতে এক সময় সিদ্ধ হই আমি। চেঁচিয়ে বলে উঠি, 'আমার ভাল লাগছে, আমার ভীষণ ভাল লাগছে...।'
তারপর বুঝতে পারি না, আমি বলি না কি আসলে ও-ই বলে ওঠে এই সমস্ত, 'একদিন বিয়ে হবে আমাদের, একদিন সারাদিন, সারারাত ধরে বাজনা বাজবে! সারাদিন, সারারাত ধরে বাজার পর একসময় আপনা আপনিই থেমে যাবে সেসব বাজনা...! থেমে যাবে...হাঁপাবে...!'

BanglaBook.org

২

প্যান্টিটা সে নিক্ষেপ করেছে আগুনে। এই নারীজন্মের প্রতি তার যাবতীয় মায়া পুড়িয়ে ফেলেছে। ফলে সে এখন খুব ক্লান্ত। ক্লান্ত হয়েই এলোমেলো পা ফেলে সে এসে দাঁড়িয়েছে এখানে—

ওদিকটায় দলে দলে জ্বালামালিনী বেশ্যারা! এদিকে যে-কোনও মুহূর্তে জেগে উঠতে পারেন যিনি সেই সম্ভাবনাময়ী, মুণ্ডমালিনী মা কালী। মাঝখানে আদিগঙ্গা—না কি একটা পঙ্কিল, ঘৃণা উদ্রেককারী গন্ধযুক্ত কালো জলের খাল!

এ ঘাটে কটা সিঁড়ি, ও ঘাটে কটা সিঁড়ি। পারাপারের জন্য ওদিকে একটা কাঠের নৌকো বাঁধা। এদিকের ঘাটের ব্যাধিগ্রস্ত জলে একটা বারকোশ ধোয়া চলছে।

সে ঠিক ঘাটের সিঁড়িতেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। চওড়া ধাপ। তার পায়ের সামনে ছড়িয়ে আছে কিছু নীল অপরাজিতা। কখন থেকে একটা ঘেয়ো কুকুর হাঁটছে তার সঙ্গে। রাত এগারোটায় এক দাতা মানুষ পাউরুটি বিলোচ্ছেন ভিখিরিদের। তার কাছে ওরা আরও খাদ্য চেয়ে হল্লা করছে। আসলে প্রত্যাশা কিছু নেই ওদের। যে-মন্দিরে ওরা দাঁড়িয়ে তার দেবীর কাছে প্রত্যাশা নেই, যে-দেশের মাটিতে ওরা দাঁড়িয়ে সেই দেশ, সেই মৃত্তিকার কাছে প্রত্যাশা নেই।

বিরামহীন খঞ্জনী বাজছে অন্ধ ভিখিরির। তাকে দেখে মনে হচ্ছে শত শত বছর ধরে সে মানুষকে এভাবেই দেখা দিয়ে এসেছে—কিন্তু কেউ তাকে চিনতে পারেনি! তার কাতর গান শুনে আট আনা, এক টাকা দিয়ে চলে গেছে—বুঝতে পারেনি বদলে অন্ধ তাদের কী প্রসাদ দিয়েছে ফিরিয়ে! বারবার শনি মন্দিরের ঘণ্টা বাজিয়ে যাচ্ছেন বৃদ্ধ পুরোহিত। আরও একটা

BanglaBook.org

দুটো আত্মনিবেদন তিনি পৌঁছে দিতে তৈরি বড় ঠাকুরের পায়ে।
এক নারী একা-একাই ঘুরে ঘুরে রাধার পাঠ বলছে। বলছে, 'পায়ে ধরি শ্যাম, পায়ে ধরি, রাধারানির মাথা খাও, কিন্তু ত্যাগ দিয়ে যেও না এই আঁধারে। এমন করলে আমি যমুনার তীরে এখনই নিজের চিতা সাজাব আর পুড়ে মরব। তখন যেখানেই থাকো না তুমি কালাচাঁদ, এই চিতার ধোঁয়া তোমার চোখে জ্বালা ধরাবেই, তখন যেখানেই থাকো না কেন কেঁদে ভাসাতেই হবে কালো পাষাণ বুক!'
তার আচ্ছন্ন কানের কাছে এসে কুঁজো এক বুড়ি বলে গেল, 'বাকি দিনগুলো ঘরে দিনে-রাতে লোক নেয়, যে ক'দিন শরীর খারাপ থাকে সে ক'দিন রাধা সাজে মাগি!'
না বেশ্যা, না ঈশ্বরী—তার কারও কাছেই ক্ষমা চাইবার নেই। উভয়ের পরিচয়ই তার জীবনে অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। আদি গঙ্গার ঘাটে দাঁড়িয়ে আর কালাতিপাত করে লাভ নেই তার। সে এবার ফিরে যাবে। ফিরে গিয়ে ছুরিকাঘাত করবে নিজের যোনিদ্বারে... বারংবার ছুরিকাঘাত করবে... সি উইল স্ট্যাব, স্ট্যাব অ্যান্ড স্ট্যাব হারসেল্ফ আনটিল ইট ডাইস!

শারদীয় দেশ, ১৪১৩

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অন্যান্য গল্প

পাগলদের মেয়ে

রাত বারোটার কিছু পরে সে চুপিসারে বিছানা থেকে নেমে হেঁটে গেল বসার ঘর অব্দি। তারপর জানালা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বড় করে শ্বাস নিল একবার। তার নিজেকে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা এক প্রেতিনী বলে মনে হল যেন!

খুব অল্প, অল্প সরাল সে পরদাটা— নাহ, রাস্তার ওপারে কেউ নেই! কেউ নেই গাছটার তলায় বা কফি শপটার পা-দানিতে। কেউ কোথাও নেই। আরও একবার টর্চলাইটের মতো অনুসন্ধানী চোখ চারিদিকে ঘুরিয়ে নিল সে। আপনা থেকেই বেশ কিছুটা সরিয়ে ফেলল তখন পরদাটা। একটা চেপে রাখা শ্বাসকে বুক থেকে অল্প অল্প করে বেরিয়ে যেতে দিল। কাঠ-কাঠ শরীরটা এবার একটু শিথিল হল বলেই বোধহয় একটা হাই উঠে এল তার মুখে। সে হাইটা তুলল, কিন্তু হাঁ বন্ধ করতে পারল না— স্থির হয়ে গেল ওই অবস্থায়! সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল! সে অপলক তাকিয়ে রইল পাগলটার দিকে। পরদা নামাতে ভুলে গেল, সরে যেতে ভুলে গেল—

তখন চোখগুলো ধকধক করে জ্বলছিল পাগলটার। ঠোঁটে সাপের ফণার মতো এক ক্রূরতাকে সে দূর থেকেও স্পষ্ট দেখতে পেল! পাগলটা টেলিফোনের নীল বাক্সটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে দেখছিল তাকে! তাকে, তাকে, তাকে! মাসের পর মাস তাকে হয় এই পাগলটা, নয় অন্য একটা পাগল, না, আরও একটা আছে কিংবা আরও— দিনে বা রাতে, আলো বা অন্ধকারে লক্ষ রাখছে। ঘুমোতে, খেতে দিচ্ছে না, রাস্তায় বেরোতে দিচ্ছে না, এমনকী গুনগুন করে গান গাইতেও ভয় করে তার! উন্মাদগুলো চোখে একেবারে পুঁতে ফেলেছে তাকে, পালাবার পথ নেই। এই পাগলটা মাঝে মাঝে ভ্যানিশ হয়ে যায়। তারপর যখন সে ধরে নেয়

BanglaBook.org

যে এবার সে মুক্ত, আর তাই শান্ত থাকতে থাকতে অসতর্ক, অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে ব্যালকনিতে দাঁড়ায় গিয়ে বা বিকেলে একটু হাঁটবে ভাবে ফুটপাত ধরে, তখনই হঠাৎ আবার ফিরে আসে পাগলটা! আবার উলটোদিকের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে বা বসে থাকতে দেখে সে পাগলটাকে। কিংবা পায়চারি করতে দেখে ধীরে ধীরে। যাই করুক, চোখ নিবদ্ধ তার দিকে, এই পশ্চিমের ব্যালকনির আর ঘরের জানালাগুলোর দিকে। সেই দৃষ্টির ভেতর মরণ-কামড় দেওয়ার বাসনা। সেই নির্নিমিখ চোখের মধ্যে ঘৃণার পুরু পরত, হিংস্র ছটফটানি!

ধরা পড়ে গিয়ে রত্না ছিটকে সরে যেতে চাইল জানালা থেকে, কিন্তু কী এক সম্মোহনীশক্তি তাকে আটকে রাখল। তার মনে হল পাগলের হাত থেকে আজ আর নিস্তার নেই, কেন না এই পাগল আর তার মধ্যের এই বাড়ির কংক্রিটের দেয়ালের অস্তিত্বটাই যেন মুছে গেছে, ফুটপাতও নেই, রাস্তাও নেই— যেন একটা চারিদিক খোলা জায়গায় সে একাকী দাঁড়িয়ে, আর তার মাত্র দু' হাত দূরে ওই উন্মাদ যে এগিয়ে আসছে, আরও এগিয়ে আসছে তার দিকে, যাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিঁড়ে নিতে পারে তার টুঁটি!

রত্না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামতে লাগল আর শুধু পরদাটা হাত থেকে খসিয়ে দেওয়ার মতো জোরটুকু ফিরিয়ে আনতে চাইল অসাড় আঙুলগুলোয়, যাতে পরদাটা পড়ে যায় আর সে লুকিয়ে পড়তে পারে আড়ালে।

তখন একটা তীব্র শিস বুলেটের মতো ছুড়ে দিল পাগলটা, আর রত্নাকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগল!

অতীনকে সাড়ে ন'টার মধ্যে রওনা করে দিয়ে রত্না রান্নাঘরে ঢুকল। দু' কাপ মতো চায়ের অনুপাতে দুধজল একসঙ্গে মিশিয়ে চাপাল ওভেনে। দু' কাপ!— নিজেরই জন্য। সে চা খেতে ভালবাসে। তা ছাড়া বারবার চা করে খাওয়া ছাড়া সারাদিনে তার কাজটাই বা কী? তবে দামি চা-পাতা রত্নার খুব একটা ভাল লাগে না। দুধ দিয়ে, চিনি দিয়ে জমিয়ে বানানো মাঝারি মাপের চা-পাতার চা-ই তার প্রিয়। এমনকী তাদের আধা-মফস্‌সলের চায়ের সঙ্গে লেগে থাকা কেরোসিনের অল্প গন্ধও তার বেশ লাগে। অতীনের পছন্দ পানসে পানসে লিকার!

BanglaBook.org

দুধজল ফুটে উঠলে গ্যাস নিভিয়ে চা-পাতা ভিজতে দিয়ে সে চলে এল শোবার ঘরে। এসে, আয়নার সামনে দাঁড়াল। নিজেকে দেখল ভাল করে। তার পরনের হাউসকোটটা হাত মুছে মুছে উরুর কাছটা সবসময় ভিজে আর অপরিচ্ছন্ন। এটাও কি তার আধা-মফস্‌সলি অভ্যেসগুলোর একটা, যা সে চেষ্টা করেও শুধরোতে পারল না? হাত-তোয়ালে তো কিনেছে সে কতবার, রান্নাঘরে, বাথরুমে রেখেওছে, কিন্তু ব্যবহার করতে ভুলে গেছে। কাজ করতে করতে ভিজে হাত, তেল-হলুদের হাত অবধারিতভাবে ঘষে ফেলেছে ম্যাক্সিতেই!

ক্লিপ খুলে চুলগুলো মুক্ত করে দিল রত্না। ঝাড়ল। সামনে টেনে নিয়ে হাতে পাকিয়ে নিল ঝরে-ঝুলে থাকা চুলগুলো। প্রতিদিন গোছা গোছা চুল উঠে যাচ্ছে— এরকম চললে ক'দিন পরে একেবারে ফাঁকা হয়ে যাবে মাথা— এই ভেবে সে যেই নিজের দিকে অভিযোগের চোখে তাকাল, বিরক্ত চোখে তাকাল— তার পাগলটার কথা মনে পড়ে গেল। তৎক্ষণাৎ রত্না ভুলে গেল ভিজে ওঠা চা-পাতার কথা, বাকি পড়ে থাকা ঘরের কাজের কথা, স্নানের কথা। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সে পৌঁছে গেল তাদের টাউনের বাজারে, তার হাতে ধরা দুধের ক্যান। তাতে টাটকা দুধ। কবেকার...!

সময়টা সন্ধে হব, হব, সে দুধ নিয়ে ফিরছিল বাড়ির দিকে, পরনে মা-র একটা শাড়ি, এক বেণী, চোখে কাজল। কপালে, মায়ের মাথার কাঁটার ডগা দিয়ে পরা এক বিন্দু কাজলেরই টিপ। সে সবজির বাজারটা পার হয়ে ফুটবল মাঠের পাশ দিয়ে শর্টকাট করবে ভেবে বাজারের পেছনের পথটা ধরে এগোচ্ছিল। তখনই ঘ্যাঁচ করে সাইকেলটা প্রায় তার ঘাড়ের ওপর দাঁড়াল এসে। সে নিজেকে বাঁচাতে সরে গেল একটু আর তাতেই ডাবের খোলা, শালপাতা, কলাপাতা, ঘুড়ি, ভাঁড়, পচা শাকসবজি মিলিয়ে তৈরি জলকাদায় ভরা আঁস্তাকুড়ের স্তূপটার ওপর উঠে পড়তে হল তাকে। চটিতে উঠে এল কাদা। শাড়িটা নোংরায় মাখামাখি হল। সাইকেল আরোহীকে অল্প আলোয় চিনে নিয়ে ভয় পেল রত্না। তদ্‌সত্ত্বেও চাপা স্বরে সে ধমকাল পাগলটাকে— 'ভাস্করদা!'

পাগলটার ঘাড়টা হেলে গেল একপাশে আর তাকে জুলজুল করে দেখতে

BanglaBook.org

দেখতে মুখটা বেঁকে গেল অদ্ভুত হাসিতে। মেলায় বিক্রি হওয়া ঘাড়-নাড়া বুড়ো পুতুলগুলোর মতোই নড়তে লাগল ঘাড়টা। পাগলটা কিন্তু নড়ল না! সে বলল— 'সরে যাও ভাস্করদা! নইলে কিন্তু খুব খারাপ হবে। বাড়ি গিয়ে বলে দেব জেঠিমাকে। এতবড় সাহস ভর সন্ধেবেলা আমার রাস্তা আটকাচ্ছ?'

এবার পাগলটার মুখের হাসি শুষে গেল, কিন্তু মাথা নড়া বন্ধ হল না। আড়ষ্ট জিভ নেড়ে পাগলটা বলল, 'র-ত্-না!' বলল, 'তুই সবার কাছে বলে বেড়াচ্ছিস আমি নাকি বদ্ধ পাগল হয়ে গেছি?'

'বলেছি তো! বলব না কেন? পাগলকে পাগল বলা যাবে না নাকি? সরো তুমি!'

'না শোন রত্না, আমি পাগল?'

'কেন সন্দেহ আছে? তুমি তো জন্ম ইস্তক চড় মাতালে ছিলেই আর এখন পুরো, পুরো অপ্রকৃতিস্থ!'

পাগলটা নেমে দাঁড়াল সাইকেল থেকে, 'তুই বলছিস এসব রত্না? যখন, যখন...!'

'কী? কী যখন?'

'যখন তোর আমাকে ভাল লাগত, যখন তুই আমাদের বিয়ের কথা বলতিস— সেই যে আমাদের ছাদে দাঁড়িয়ে গান শোনাতিস। তুই আমাকে, তোর তো সবই মনে আছে রত্না, তখন তো তোর আমাকে পাগল, ন্যালা-খ্যাপা, রগচটা বলে মনে হয়নি!'

'এসব গল্প এখন জনে জনে করে বেড়াও নাকি ভাস্করদা? জানি, জানি এভাবেই আমার ভবিষ্যৎটা নষ্ট করে দেবার ইচ্ছে তোমার!'

'কেন মিথ্যে বলছিস রত্না, আমাকে বাতিল করবার জন্যই আমাকে পাগল সাজালি তুই?'

'বেশ করেছি পাগল সাজিয়েছি। তুমি যদি পাগল না হও, তুমি সেটা প্রমাণ করে দেখাও ভাস্করদা! সবাই জানে তুমি কেমন। পাগলামি তোমার কম দেখেছে এই টাউন? পরীক্ষার হলে খাতা ছিঁড়ে ফেলেছিল কে? আমি?'

'সে আমি রাগ করে করে ফেলেছিলাম!'

BanglaBook.org

'এমন রাগের কথা কেউ কখনও শুনেছে? আর শিখার বিয়েতে বরযাত্রীদের মারধর করার ঘটনাটা?'

পাগলটা কটকট করে নখ কাটতে লাগল দাঁতে, 'ওরা তোকে খারাপ মন্তব্য করেছিল— তোকে।'

'তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছিল যে, বেপাড়ার ছেলেদের মেরে-ধরে একটা মেয়ের বিয়ে ভেস্তে যাওয়ার মতো অবস্থা ঘনিয়ে তুলতে হবে? কী কেলেঙ্কারি বাধিয়েছিলে তুমি, তোমার মনে আছে?'

'আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেছিল রত্না!'

'ওইটাই তো তোমার পাগলামির লক্ষণ, মাথায় রক্ত চড়ে যাওয়া— বিভাসকে সেই কোন ছোটবেলায় তুমি জলে ডুবিয়ে মারতে চেয়েছিলে, তোমার বাঁশি ভেঙে দিয়েছিল বলে...!'

'বলিস না রত্না, আর বলিস না! কিন্তু তারপরও তো তুই আমাকে ভালবেসেছিলিস! বলেছিলিস, 'আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সব রাগ ভুলে যাও ভাস্করদা। আমার মাথার দিব্যি রইল! রাগ হলে ঘরে খিল দিয়ে বসে থাকবে', বলিসনি?'

'মিথ্যে কথা, এসব আমি কক্ষনও বলিনি!'

'রত্না, এমন কেন করছিস তুই? দ্যাখ, এখন আমি ভাল হয়ে গেছি, আর তো রাগি না একদম। এখন রাগ গিলে নি, চেপে রাখি! তখন আমার ভয়ানক বমি হয়!'

'জানি, এখন তুমি কথায় কথায় অজ্ঞান হয়ে যাও, তখন মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরোয়, হাত-পা বেঁকে যায় তোমার। ম্যান্তার মা তোমাকে একদিন পেছনের উঠোনে বসে ছাই ঘাঁটতে দেখেছে। তুমি নাকি ছাই খাচ্ছিলে? মাগো, কী ঘেন্না!'

'না, না'— পাগলটার হাত থেকে সাইকেলটা পড়ে যায়, কেননা পাগলটা দু' হাতে নিজের মুখ চেপে ধরে, 'এটা মিথ্যে রত্না, তুই বিশ্বাস করিস না, নিশ্চয়ই আমি কিছু খুঁজছিলাম। হে ভগবান, এখন আমি যাই করি লোকে ভাবে পাগলামি!'

'কেন? কেন ভাবে? লোকে কি তোমার শত্রু?'

'তুই, তুই সবাইকে বুঝিয়েছিস যে আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি—!'

BanglaBook.org

'আমি বুঝিয়েছি?'

'ফরেনে থাকা ছেলেকে বিয়ে করে প্লেনে চড়ে সুখের রাজত্বে উড়ে যাবার লোভে তুই আমার দুর্বলতাটাকে পাগলামি বলে দেখাচ্ছিস সবাইকে। নিজের স্বার্থসিদ্ধি করতে আমাকে পাগল সাজিয়ে দিলি তুই রত্না— এত বড় তঞ্চক তুই? আর আমি তোকে এখনও এত ভালবাসি যে তোকে ছেড়ে থাকতে থাকতে কষ্টে, অপমানে, আমি বুঝতে পারছি, আমি সত্যি সত্যিই পাগল হয়ে যাচ্ছি এবার। সত্যিকারের পাগল!'

'চুপ করো, সাইকেলটা তোলো। আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে ভাস্করদা, তুমি আর আমাকে রাস্তাঘাটে বিরক্ত করবে না, মনে থাকে যেন!'

'না রত্না, তুই এভাবে ছেড়ে যাস না আমাকে, আর-একটা সুযোগ দে, আমি আবার পরীক্ষায় বসব। একটা চাকরি ঠিক জোগাড় করব যেভাবে পারি, তুই পাশে থাকলে আবার সুস্থভাবে বাঁচতে পারব আমি!'

'তোমাকে সুস্থভাবে বাঁচাবার দায় আমার নাকি? শোনো ভাস্করদা, আমাকে তুমি ভুলে যাও, মেয়েমানুষ ব্যাপারটাকেই ভুলে যাও তুমি, তোমার ঠাকুরদা পাগল ছিল, তোমার পিসিমা পাগল ছিল, পাগলামি তোমাদের রক্তে। এ বংশের বৃদ্ধি না হওয়াই মঙ্গল!'

'র-ত্-না! এত নিষ্ঠুর তুই?'

'চেঁচিয়ো না, লোকে দেখছে, পথ ছাড়ো!'

'তোর টুঁটিটা ছিঁড়ে নিতে ইচ্ছে করছে আমার র—ত্—না!'

'ওই তো, ওই তো, আবার জাগছে পাগলামি, তাই না? বললাম তো ভাস্করদা, তুমি পাগল নও কিনা সেটা তোমাকেই প্রমাণ করে দেখাতে হবে!'

'কীভাবে প্রমাণ করব?'

'কীভাবে আবার? শান্ত থাকো, ঠান্ডা থাকো, আমার পিছু নেওয়া বন্ধ করো...!'

'রাস্তাঘাটে আজকাল খুব বেশি পাগলদের দেখি যেন!' চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে উদাস দৃষ্টিতে টিভির দিকে তাকিয়ে কথাটা বলল রত্না।

'কেন?' আশ্চর্য হল প্রবাল, অতীনের বন্ধু। 'খুব বেশি পাগল বেড়ে

BanglaBook.org

যাওয়ার তো কোনও কারণ নেই এখন!'

'মানে? পাগল বাড়ার আবার নির্দিষ্ট কারণ থাকে নাকি?' অবাক হল রত্না কথাটা শুনে। সে দেখল অতীনও ঘুরে তাকিয়েছে।

'দেশে পাগলের সংখ্যা হঠাৎ বৃদ্ধি পায় সাধারণত একটা ব্যর্থ বিপ্লবের পর। জন্মগতভাবে যারা মানসিক ভারসাম্যহীন তারাও বাড়ি থেকে পালায় ফাঁক পেলেই, তবে রাস্তাঘাটের ভবঘুরে টাইপ পাগলগুলো বেশিরভাগই শোকে, দুঃখে বা প্রেমে পাগল, তাদের সংখ্যাও একটা হারে বাড়ে, হঠাৎ সংখ্যাবৃদ্ধি হওয়া অসম্ভব!' পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট, দেশলাই বের করে টেবিলে রাখতে রাখতে অতীন হাসল।

'তুই তো পাগলদের নিয়ে বেশ পড়াশুনো করেছিস প্রবাল!'

'পড়াশুনো করতে লাগবে কেন? তোর মনে নেই আমাদের চোরবাগানের পাড়ায় কত পাগলের আমদানি ছিল!'

'রত্নার সামনে বেশি পাগলের গল্প করিস না। ওর পাগলে ভীষণ ভয়! রাস্তায় একটা পাগল দেখল তো সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সি ধরে বাড়ি...!'

'আরে শোনোই না রত্না— মজা লাগবে— চোরবাগানের পাড়ায় একটা পাগল আসত যে একটা টাকাকে হাত দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়ে বলত, 'এক টাকা, এক টাকা, এক টাকা!' সে কী রোমহর্ষক গলা ছিল পাগলটার। মা-রা তো খুব ভয় পেত ব্যাটাকে। তার বৈশিষ্ট্য ছিল যে, সে কিছুতেই এক টাকার কমে ভিক্ষে নিত না। একটা গোটা টাকা না দিলে সে পয়সা ছুড়ে ফেলে দিয়ে চলে যেত, আবার এক টাকার বেশি দিলেও ভিক্ষে অ্যাকসেপ্ট করত না— এতেই বোঝা যেত যে, সে একটা ভাল মাপের পাগল!' হাসল প্রবাল!

চোরবাগানের পাড়ার কথায় অতীনের চোখ চকচক করে উঠল। হুইস্কির বোতলটাকে মোড়ক খুলে বের করে কাছের টেবিলে রাখতে রাখতে আগেই একটু হেসে নিয়ে বলল, 'সেই যে একটা পাগল আসত। তোর মনে আছে প্রবাল— মা মুড়ি আর আলুপোস্ত খেতে দিয়েছিল বলে মাকে বলেছিল, 'ছ্যাঃ, এ তো গোরুর খাদ্য!' তখন আমরা জিজ্ঞেস করলাম, 'তা হলে পাগলের খাদ্য কী?'— সে মাথাটাথা চুলকে কী উত্তর দিল জানো রত্না?— 'হালুয়া!'

BanglaBook.org

ঊরু চাপড়ে চাপড়ে হাসতে লাগল প্রবাল আর অতীন। হাসি থামলে তার দিকে তাকিয়ে প্রবাল বলল, 'তোমার চলবে নাকি?' সে মাথা নেড়ে উঠে গিয়ে দুটো গ্লাস আর এক বোতল জল এনে দিল রান্নাঘর থেকে! তারপর আবার উদাস চোখে টিভি দেখতে লাগল।

তখন গ্লাসে হুইস্কি ঢালতে ঢালতে প্রবাল প্রশ্নটা করল রত্নাকে, 'তোমার যখন এত পাগলে এলার্জি তখন তোমার জীবনে একটা বিপজ্জনক পাগলের গল্প অবশ্যই আছে রত্না।'

প্রশ্নটা শুনে রত্নার চোখটা টিভি থেকে পিছলে এসে দাঁড়িয়ে গেল প্রবালের মুখে। বুকে ঝটপটিয়ে উড়তে লাগল অনেকগুলো বিচ্ছিরি কালো পাখি! সে মাথা নেড়ে বলল, 'কোনও গল্প নেই!'

'সে কী?' গ্লাসে ছোট একটা চুমুক দিল প্রবাল— 'কলকাতায় কী হয় জানো? এক-একটা পাগলই হয় এক-একটা পাড়ার বিশেষত্ব! সত্যি বলছি, ঠাট্টা নয়। বাইরের পাগল তো অনেক আসতই, কিন্তু চোরবাগানের নিজস্ব পাগল ছিল বঙ্কু পাগলা। এমনিতে পাগলামি কিছুই করত না বঙ্কু। ঘুরে ঘুরে বেড়াত আর পাড়ার মেয়ে-বউদের নানাভাবে হেল্প করতে চাইত কাজে-কম্মে। এই কাউকে পুজো দিতে নিয়ে যাচ্ছে, কারও কেরোসিন তুলে দিচ্ছে, কারও ছেলেমেয়ে স্কুলে পৌঁছে দিচ্ছে, নিরীহ টাইপের। রাত হলে মেয়ে-বউরা যে-যার ঘরে ঢুকে গেলে তখনই যা একটু বেগড়বাঁই করত বঙ্কু...!'

অতীন প্রবালের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিল— 'সারারাত শিবমন্দিরের চালাতে বসে ভেউ ভেউ করে কেঁদে কেঁদে মহম্মদ রফির গান গাইত...!'

হা-হা করে হেসে উঠল অতীন, তাতে যোগ দিল প্রবাল।

সে চুপ করে আরও কিছুক্ষণ বসে থেকে উঠল। পটাপট টেনে টেনে দিল পরদাগুলো। বাইরে রাত বাড়ছিল।

বেশ মাতাল অবস্থায় চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়ে প্রবাল হাত চেপে ধরল রত্নার। বলল, 'ছেলেরা তো প্রেমে ঘা খেয়ে পাগল হয়, কিন্তু মেয়েরা কেন পাগল হয় বলো তো?'

রত্নার অসহ্য লাগছিল মাতাল প্রবালকে, সে জোর করে হাত ছাড়িয়ে বলল, 'আমি জানি না প্রবালদা!'

BanglaBook.org

'আমি জানি!' বুকে আঙুল ঠুকল প্রবাল।
'মেয়েরা পাগল হয় প্রেম প্রত্যাখ্যান করে— যখন টের পায় একদিন প্রেম আসলে কী!' টলতে টলতে চলে গেল প্রবাল। 'টের তো পায় ঠিকই!'
প্রবাল চলে যাওয়ার পর কোনওমতে একটা রুটি গলাধঃকরণ করে বাথরুমে গেল অতীন, পোশাক বদলাল আর কাত হয়ে পড়ল বিছানায়। এরপর সকালে উঠবে, দাড়ি কেটে, স্নান সেরে, জলখাবার খেয়ে অফিসে চলে যাবে। অফিস থেকে হয় কোনও মদের আসরে যাবে নয়তো সন্ধেবেলা ফিরলে বোতল আর গেলাসের বন্ধু সঙ্গে নিয়েই ফিরবে। আর সে সমস্ত দিন ধরে লুটিয়ে বেড়াবে এই ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রফলের ওপর। একা, একা! ফুরিয়ে যাওয়া মেয়ে!
এই, এ-ই তার জীবন এখন। অথচ কী জীবনের স্বপ্নই না একদিন দেখেছিল রত্না। আর কী মরিয়া হয়ে উঠেছিল সেই জীবনকে হাতের মুঠোয় পেতে!
খাবার টেবিলে বসে বসে রত্না দাঁতে ডলতে লাগল ঠান্ডা রুটি। তখন ও-ঘর থেকে অতীনের নাক ডাকার ঘড়ঘড় শব্দ ভেসে আসতে লাগল! খেয়ে উঠে সে ঘড়ি দেখল। বারোটা বেজে গেছে কখন! আজ আর তার কোনও অঙ্গচর্চা করতে ইচ্ছে হল না। সে শুধু শাড়িটা বদলে একটা ম্যাক্সি পরে নিল। তারপর ঘুমন্ত অতীনের মুখের দিকে দু'-চার মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে পা টিপেটিপে এগিয়ে গেল বাইরের ঘরের জানালার দিকে। পরদাটাকে এক আঙুল সমান ফাঁক করল রত্না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে হেনে তন্নতন্ন করে খুঁজল পাগলটাকে, দেখতে পেল না। কিন্তু তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছিল পাগলটা তার খুব কাছেই আছে। তখন সে ইচ্ছে করেই অনেক, অনেকখানি সরিয়ে দিল পরদাটা আর দেখল— ও-ফুটপাতে নয়, একেবারে এ-ফুটপাতে, ঠিক তার জানলার নীচে, গাছে ঠেস দিয়ে দপদপানো চোখ মেলে তাকেই একদৃষ্টে দেখছে পাগলটা! মাগো!
একটা কর্কশ শব্দ করে হেসে উঠল সেই পাগল আর প্রচণ্ড আঁতকে উঠে রত্না বসে পড়ল অন্ধকারে!
সকালে টেবিলে খাবার সাজিয়ে সে যখন অতীনকে তাড়া দিতে বাথরুমে উঁকি দিল তখন দাড়ি কাটতে কাটতে অতীন তাকে বলল, 'প্রবাল, কাল

BanglaBook.org

মেয়ে-পাগলদের সম্পর্কে তোমাকে কী বলছিল রত্না?'
রত্না চমকে তাকাল অতীনের দিকে, তারপর বলল, 'শুনিনি!'
অতীন বেরিয়ে গেলে সে রোজকার মতো চায়ের জল চাপাল, চা-পাতা ভিজতে দিয়ে রোজকার মতোই আয়নার সামনে দাঁড়াল গিয়ে, আর বেঁধে রাখা চুলগুলোকে খুলে মেলে দিল পিঠে।
তখন ফুলপিসির বড় ননদের ছেলে সুমিত দত্তই তার ধ্যান-জ্ঞান! আমেরিকার গন্ধ তার গায়ে। সুমিত বলেছিল, বড় চুল খুব ব্যাকডেটেড! সে কচকচ করে কেটে ফেলেছিল চুল কাঁচি দিয়ে, তাদের হাফ গ্রাম, হাফ শহুরে এলাকায় কেউ তখন ঠোঁটে লিপস্টিক লাগাত না। ভীষণ নিন্দে হত। সে সুমিত দত্তর জন্য লিপস্টিক লাগানো শুরু করল, তুলে দিল কাজলের টিপ, সপ্তাহে-সপ্তাহে মাথা ঘষতে লাগল শ্যাম্পু দিয়ে। তখন ক্রমশ আরও পাগলাটে হয়ে যাচ্ছিল ভাস্করদা। একদিন জেঠিমার গায়ে পর্যন্ত হাত তুলেছিল। শেষ অব্দি তাকে সবাই মিলে দিয়ে এল অনেক দূরের একটা মানসিক রোগীদের হসপিটালে।
বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেছিল তার সে-সময়। তাই সে আর ভাস্করদার কথা ভাবতে চায়নি। বরং বিয়ের সময় ভাস্করদা এখানে উপস্থিত থাকবে না ভেবে নিশ্চিন্ত বোধ করেছিল। এর মাত্র ক'দিন পরেই সুমিত দত্ত বিয়ে ভেঙে দেওয়ার ঘোষণা করেছিল ফুলপিসির কাছে। মুখ চুন করে ছুটতে ছুটতে এসেছিল ফুলপিসি সেই খবর নিয়ে। অন্য একটা কনভেন্টে পড়া মেয়েকেই সুমিত দত্ত আর ফুলপিসির বড় ননদের বেশি যোগ্য বলে মনে হয়েছিল হঠাৎই— যখন রত্নার সঙ্গে সুমিত দত্তের বিয়ের আর মাত্র একমাসই বাকি!
যে-অহংকারী পা ফেলে সুমিত দত্তর সঙ্গে হেঁটেছিল রত্না তাদের ছোট টাউনের এ-পাড়া ও-পাড়া, সিনেমা হল, রেলস্টেশন, পুজোমণ্ডপ— বিয়েটা ভেঙে যাওয়ার পর সেখানে টিকে থাকা অসম্ভব ছিল তার পক্ষে, তার মা-বোনের পক্ষেও। একেবারে উন্মাদ হয়ে যাওয়া ভাস্করকেও তখন ফিরিয়ে আনা হয়েছিল আবার। ঘরে তালাবদ্ধ করে রাখা হত। ভাস্কর লাফাত, ঝাঁপাত, ভাঙচুর করত, মাথা ঠুকত...। সে মা-বোনসহ চলে গেছিল শিলিগুড়ি পাকাপাকিভাবে, মেজমামার কোয়ার্টারে।

BanglaBook.org

খুঁজে খুঁজে অতীনকে বের করেছিল মেজমামাই। বিজ্ঞাপন এজেন্সির এক মাঝারি এক্‌জিকিউটিভের ঘরনি হয়ে সে এসে পৌঁছেছিল এরপর কলকাতায়। এই ভাড়া করা ফ্ল্যাটে শুরু হয়েছিল তার নতুন জীবন! কিন্তু নতুন জীবন কি আদৌ তাকে বলা যায়! একটা-না-একটা পাগল তো সবসময়ই অত্যাজ্য এক ছায়া ফেলে রেখেছে তার জীবনে। ভয়ের ছায়া, গোপনীয়তার ছায়া, আত্মকরুণা আর আত্মনির্যাতনের ছায়া সেসব। পাগলবিহীন জীবন সে তো পেল না কখনওই!

দরজায় কেউ বেল দিচ্ছে। রত্না সংবিৎ ফিরে পেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেরিয়ে এল শোবার ঘর থেকে। দরজা খুলে সে দেখল মা দাঁড়িয়ে। হাতে মিষ্টির বাক্স!

'মা? কবে এলে তুমি? আশ্চর্য!' সে খুশির আতিশয্যে জড়িয়ে ধরল মাকে।

দিন চারেক এসেছে মা। বোনের কাছে উঠেছে। মা এখনও শিলিগুড়িতেই থাকে মেজমামার কাছে। ফোনে পায়নি রত্নাকে মা যে আসার খবর জানাবে।

রত্না তৎপর হয়ে উঠল এতদিন পরে আসা মাকে যত্ন করতে। সে চটপট চায়ের সঙ্গে ফুলকপির বড়া ভাজল বেসন দিয়ে। বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগল ভাতের সঙ্গে কী বিশেষ রেঁধে খাওয়াতে পারে মাকে।

খেতে বসে অনেক অনেক কথা হল দু'জনের। এ-কথা ও-কথা বলতে বলতে মা হঠাৎ তার হাতটা ধরল আলতো করে, বলল, 'রত্না শোন'— থমকাল মা। গভীর চোখে দেখল তাকে। আবার শুরু করল, 'এসে আমি ওখানে গেছিলাম একদিনের জন্য!' রত্না সঙ্গে সঙ্গে পিঠ সোজা করে বসল।

'জানিস ভাস্কর একেবারে ভাল হয়ে গেছে; সত্যি রে, পুরো আগের মতো! বিয়ে করেছে, ছেলে হয়েছে। বাজারে তার এখন ফ্রিজ, টিভি, ওয়াশিং মেশিনের শোরুম! আমার সামনে দিয়ে মোটরবাইক চালিয়ে বউ নিয়ে গেল কীসব কেনাকাটা করতে, ছেলের জন্মদিন আসছে রোববার— তাই! যাওয়ার সময় আমাকে প্রণাম করে গেল!— দেখে শান্তি পেলাম খুব, মন থেকে একটা বোঝা নেমে গেল! ভাস্কর পাগল হয়ে যাওয়ার জন্য ওরা

BanglaBook.org

তো তোকেই দায়ী করেছিল!'
সে কোনও কথা বলল না, ছলোছলো চোখ মেলে তাকিয়ে রইল মা-র দিকে!

অনেকক্ষণ হল চলে গেছে মা। অতীনও ফেরেনি। সন্ধে ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে রাতে। সে পরদাগুলো টেনে দিয়ে ফ্ল্যাটের সব আলো নিভিয়ে দিল। তারপর পরদা ফাঁক করে অপেক্ষা করতে লাগল পাগলটার। ভাস্করদা ভাল হয়ে গেছে— কিন্তু তাতে কী? সে জানে, একটা-না-একটা পাগল তাকে নজরে নজরে রাখছে ঠিকই। সে জানে, একদিন-না-একদিন চোরবাগানে বা টাউনের বাজারে কিংবা যে-কোনও কোথাও— কোনও নির্জন গলিপথে বা ফাঁকা রেলস্টেশনে, তাকে একা পেয়ে অতর্কিতে তেড়ে আসবেই কোনও-না-কোনও পাগল! তেড়ে এসে পথ আটকাবে! আড়ষ্ট জিভ নেড়ে বলবে, 'র—ত্—না!' বলবে সমস্ত কিছুর জন্য জবাবদিহি করতে! শীর্ণ, লম্বা, নোংরা হাতের পাতা মেলে ধরে বলবে— 'ফিরিয়ে দে!'
সেই দিনটার ভয়ে ভয়েই সে বেঁচে আছে এখন!

কালি ও কলম, ফেব্রুয়ারি ২০০৫

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

সাথিয়া

ট্রেড মিলে তার ২০ মিনিট ছোটার কোটাটা প্রায় শেষ করে এনেছিল পিউ। কিন্তু যেই নিশ্বাসের হলকার মধ্যে দিয়ে তীব্র 'চাওয়াকে', 'ওয়ান্ট'কে একটু একটু করে বের করে দেওয়ার মতো আদনান সামির গলায় 'এই উড়ি উড়ি উড়ি, এই খোয়াবোঁ কি পুরি, এই রং রং গিরি, এই সারি রাত উড়ি' গানটা তার কান বেয়ে ঢুকে ছড়িয়ে পড়ল তার শরীরের আনাচকানাচে, সে থামতে ভুলে গেল এবং 'নাগিড়া নাগিড়া নাগিড়া নাগাড়ে নাগাড়ে নাগিড়া'-র দ্বারা তাড়িত হয়ে নতুন উদ্যমে আবার, আবার, ট্রেড মিলের উপর দিয়ে ছুটতে শুরু করল। এবং তার কপাল থেকে, কানের পিঠ থেকে, চিবুক থেকে টপাটপ ঘাম ঝরে পড়তে লাগল রবারের চলন্ত ম্যাটটার উপর। এই গানটা পিউয়ের বিশেষ প্রিয়! সে 'সাথিয়া' সিনেমাটা দ্যাখেনি। ফলে নিজের একটা স্বপ্নের সঙ্গে ইচ্ছেমতো এই গানটাকে সে ব্যবহার করতে পারে। গানটা শুনলেই তার মনে হয় যে, একদিন এই গানটার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসবে তার প্রেমিক, তার ভালবাসা! কখনও-কখনও মনে হয়, এই গানটা তার চুলের মধ্যে মুখ ডুবিয়েই কেউ গাইছে বোধহয়, এত জীবন্ত!

আয়নার মধ্যে নিজেকে পাগলের মতো ছুটতে দেখে পিউ ফিক করে হেসে ফেলল। অতঃপর চোখ সরাতে গিয়ে চোখাচোখি হয়ে গেল মানব মেহরোত্রার সঙ্গে। ভীষণ রাগ হল পিউয়ের। ছেলেটার কি খেয়েদেয়ে কাজ নেই? এই ভোরে উঠে এত কষ্ট করে জিমে এসেছে মেয়ে দেখতে? কেন, দিল্লিতে কি মেয়ের অভাব পড়েছিল যে, কলকাতা ছুটে আসতে হল? রিডিকিউলাস! দৌড়তে দৌড়তে ভাবল পিউ। ভাবতে গিয়ে সে অন্যমনস্ক হয়ে গেল এবং গানটার অদ্ভুত শেষটাকে এনজয় করতে পারল

না। যে নেশা-নেশা রেশটা গানটা শেষ হওয়ার পরও থাকে, সেটাও উবে গেল। এফ এমে আর-একটা গান শুরু হল। 'ধুস' বলে নেমে এল পিউ। সে দরদরিয়ে ঘামছিল। তোয়ালে দিয়ে ঘাম মুছে বোতল থেকে দু' ঢোক জল খেয়ে সে মানবকে পাশ কাটিয়ে এগোল সাইক্লিং করতে। ঊর্ধ্বশ্বাসে চাকা ঘোরাতে ঘোরাতে পিউ আড়চোখে দেখে নিল মানবকে একবার। ডন দিচ্ছে।

মাস দুয়েক হল তাদের জিমে জয়েন করেছে ছেলেটা। প্রথম দু'-একদিন পিউ যখন বেরোবে বেরোবে তখন এন্ট্রি নিত মানব। তারপরই সময়টা চেঞ্জ করে একেবারে পাক্কা টাইমে টাইম! তার সঙ্গে ঢুকবে, তার সঙ্গে বেরোবে। দু'-একদিন কথাও বলেছিল যেচে। নাম, ধাম, কী করা হয়, পুলে কবে জল ছাড়বে, সিট-আপটা আস্তে আস্তে সময় নিয়ে করলেই বেশি এফেক্টিভ হবে— পিউ একদম পাত্তা দেয়নি। একটা-দুটো কথার ছুতো ধরে শেষে প্রেম নিবেদন। 'কী বোরিং'—নিজেকে বলল পিউ। ছেলেবেলায় সে ভীষণ ন্যাম্বি-প্যাম্বি ছিল। মোটাসোটা, মাইনিজ কাট হেয়ারস্টাইল। স্কুলে টিফিন বক্স খুলে পেত ছানা, ডিম সেদ্ধ আর আঙুর। কিংবা আপেল, রোজ রোজ। কলেজে উঠেই সেটা রিয়ালাইজ করল! নিজেই নিজেকে ভ্যাঙাত তখন মুটকি বলে। জেনে বুঝে আঠাশ সাইজের কাপরি কিনে আনত নিজেকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য। দেন শি কেম টু দ্য জিম, নাউ শি ইজ ফিট অ্যান্ড ট্রিম। যেন বসন্ত এল জীবনে। সব মেদ খসে পড়ল। নিজেই নিজেকে চিনতে পারল না পিউ। অবিশ্বাস্য! যেন একটা নতুন জন্ম! তার পাঁচ-সাত হাইটে কি কম ফ্যাট জমিয়েছিল সে? নামাতে কী কষ্ট! কী কষ্ট! যত কষ্ট, ততই আনন্দ!

কিন্তু তারপর? ওরকম ফিগার, অতখানি গ্রেস দেখে যা শুরু হল চারপাশে! যে দেখে, প্রেমে পড়ে যায়। বিয়েবাড়িতে যাও, পার্টিতে যাও। একটা সুন্দর মেয়ে নিজের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ সেটা সহ্য করতে পারে! ছেলেরা, ছেলেদের বাবা-মা-দিদিরা— শূন্য স্থানে বাতাস ছুটে আসার মতো সব ছুটে আসে। অবশ্য উলটো ঘটনাও ঘটে! যেমন হল তাদের 'সরোবর' বিল্ডিংয়ের প্রমিতদার সঙ্গে! দারুণ চাকরিটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারজন বান্ধবীর মা অল্টারনেট দিনে লাঞ্চ-ডিনার খাওয়াতে

BanglaBook.org

শুরু করে দিলেন। বাড়িয়ে বলা নয় বাবা, এটাই ফ্যাক্ট!
এবং এই হিসেবটাই চালাচ্ছে সবাইকে। কিন্তু পিউয়ের কিছুতেই সেটা মেনে নিতে ইচ্ছে হয় না। সে ভাবে যে, একটা ঘূর্ণিঝড় কোথাও থেকে ছুটে আসবে একদিন! পাগলের মতো ভালবেসে তাকে তছনছ করে দেবে। বোঝাবে তাকে ভালবাসা কী? ভালবাসা কেমন? সেই ভালবাসাকে বুঝতে যদি পিউয়ের এই বাস্তব জীবনটার সর্বনাশও হয়ে যায়, হোক— তবু সে গভীরভাবে আস্বাদ নেবে তেমন প্রেমের! খুব ঘেমেছে মানব, তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে তাকে দেখছে। যেন দেখতে দেখতে অনেক কিছু ভেবে নিচ্ছে। নাহ, শুধুমুধু বিরক্ত হয়ে নিজের পিস অফ মাইন্ড নষ্ট করার মানে হয় না— দেখছে দেখুক। পিউ মুখ ঘুরিয়ে নিল।

ফেরার পথে কী মনে হতে লিফ্‌টে না উঠে সিঁড়ি দিয়ে লাফাতে লাফাতে উঠছিল পিউ! মিষ্টুদিদের ফ্ল্যাটের দরজা খোলা দেখে যারপরনাই বিস্মিত হল। কী আশ্চর্য! মিষ্টুদিরা এসেছে বুঝি? ভীষণ আনন্দে নেচে উঠল তার মনটা।
সে ঢুকে পড়ল ভিতরে। কিন্তু কাউকেই দেখতে পেল না। তবে অনেক আনপ্যাক্‌ড লাগেজ দেখল পড়ে আছে। পিউ গলা চড়িয়ে ডাকল, 'মিষ্টুদি!'
তাকে অবাক করে দিয়ে বেরিয়ে এল এক অচেনা যুবক। বছর ত্রিশ হবে বয়স। কালো জিনসের উপর একটা কালো টি-শার্ট পরা লম্বা, ছিপছিপে, গায়ের রং কালো। যেন একটা বেগুনি অর্কিড! পিউয়ের খুব আকর্ষক লাগল চেহারা। সে দু'পলক বেশি তাকাল। ছেলেটা বলল— 'ক্যান আই হেল্প ইউ?'
'ও ইয়েস!' পিউ স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করল— 'আমি, আই মিন আই থট, মে বি মিষ্টুদি ইজ ব্যাক ফ্রম আমেরিকা!'
'মিষ্টু মানে টিনার কথা বলছেন?' বাংলায় বলে উঠল ছেলেটা।
'হ্যাঁ, হ্যাঁ, টিনাদি, কাকলিমাসি! ইউ নো দেম?'
'অবশ্যই, টিনা আমার বন্ধু, খুব ভাল বন্ধু!'

BanglaBook.org

'ওরা আসেনি বুঝি?'

'না, ওরা আসেনি। মাসখানেকের জন্য কলকাতায় আমার একটা কাজ ছিল। এখানে আমার কোনও আস্তানা নেই বলে টিনা আমাকে ওর ফ্ল্যাট ব্যবহার করার প্রস্তাব দিল। এনি ওয়ে, আমি অঙ্গন। শিকাগোতে থাকি, একটা পাবলিসিটি কর্পোরেশনের জুনিয়র আর্ট ডিরেক্টর!'

'আমি পিউ! এই ফ্ল্যাটবাড়ির আটতলার বাসিন্দা। যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে সোসাল সায়েন্স পড়ি। মিষ্টুদি আমার চেয়ে দশ বছরের বড় হলেও আমরা ভীষণ বন্ধু ছিলাম! আমি ওকে খুব মিস করি, কেমন আছে ও?'

'ভাল আছে খুব, তোমার কাকলিমাসিও ভাল আছেন। তোমাকে তুমি বললাম। বোসো না!' কোথাও কিছু নেই, অথচ পিউ যেন আদনান সামির গলা পেল, 'নাগিড়া নাগিড়া নাগিড়া...', স্পষ্ট! মিষ্টুদির বন্ধুকে তার ভাল লাগছিল খুব। এরকম অদ্ভুত ফিলিং এর আগে কখনও হয়নি। সে বসে পড়ল একটা সোফায়। অঙ্গন বসল তার সামনের সোফায়। ঈষৎ ঝুঁকে, কনুই দুটো হাঁটুতে রেখে, পা ফাঁক করে। পিউ বড় করে শ্বাস নিল। মনে মনে ভাবল 'অঙ্গন কী সুন্দর, তাই না?'

দ্বিতীয় দিন যখন পিউয়ের সঙ্গে দেখা হল অঙ্গনের, তখন অঙ্গন তাকে বলল, 'পিউ, আমাকে একটু গাইড করতে পারো? ধরো, আমার কী উচিত, রান্না করে খাওয়া উচিত নাকি বাইরেই খেয়ে চালিয়ে নেব?'

'বাইরে খাওয়াই বেটার! আপনি নিশ্চয়ই এখানে কিছু করতে এসেছেন। সে ক্ষেত্রে অনর্থক সময় নষ্ট করবেন কেন?'

'ঠিক বলেছ, ইনফ্যাক্ট রোজ সকালে-বিকেলে খাবার পৌঁছে দেবে এরকম একজনের সঙ্গে কথাও বলেছি আমি। তবে সত্যি-সত্যি খুব বেশি কাজ আমার নেই। যা আছে, তা দু'-চারদিনেই শেষ হয়ে যেতে পারে!'

'তবে যে একমাস থাকবেন বলেছিলেন?'

'যদি দু'-চারদিনে না হয়, মানে চান্সেস আর দেয়ার!'

'কী কাজ? মনে হয়, সামথিং ইন্টারেস্টিং?'

'ইন্টারেস্টিং? হ্যাঁ, একরকম!' অঙ্গন থামল, যেন কী কাজ সেটা বলবে কি

BanglaBook.org

বলবে না, ভাবল সামান্য, 'আসলে, আমি এসেছি আমার রাঙামাইমাকে খুঁজে বের করে আমেরিকায় নিয়ে যাব বলে। উদ্দেশ্য সেটাই, জানি না কী হবে!' অঙ্গন কাঁধ ঝাঁকাল।

'কেন, আপনার রাঙামাইমা কি হারিয়ে গেছেন?'

'প্রায় সেরকমই!' মাথা নাড়ল অঙ্গন।

'কী করে হারালেন?' আজ অঙ্গন একটা বিস্কুট রঙের ট্রাউজারের উপর সাদা শার্ট পরেছে।

পিউ চোখ সরাতে পারছে না, এত ভাল লাগছে। অঙ্গনের মুখটা একটু উদাস হয়ে গেল।

হঠাৎ বলে উঠল অঙ্গন, 'তুমি ওই কবিতাটা জানো?' বালক আজও বকুল কুড়ায়, তুমি কপালে কী পরেছ কখন যেন পরে, সবার বয়স হয়, আমার বালক বয়স বাড়ে না কেন...'। অঙ্গন নিজের ডান হাতটা বাঁ বুকে চেপে ধরে চোখ বন্ধ করল।

'আপনি কি ওঁকে ভালবাসেন অঙ্গন?' ফট করে জিজ্ঞেস করে ফেলল পিউ।

'আমি ওঁকে খুব শ্রদ্ধা করি, আর হ্যাঁ, ভীষণ ভালবাসি পিউ।'

অঙ্গনের প্রতিক্রিয়া দেখে পিউয়ের বুকটা মুচড়ে উঠল কেন? কিন্তু উঠল, এটা সত্যি!

'রাঙামাইমাই আমার প্রথম এবং শেষ প্রেম!' আবার বলল অঙ্গন।

'আপনি বিয়ে করেননি?' জিজ্ঞেস করল পিউ।

'না করিনি। আমেরিকায় প্রচণ্ড লড়াই করে পায়ের নীচে মাটি পাওয়ার পর প্রথম যাঁর কথা মনে পড়ল, তিনি রাঙামাইমা।'

'রাঙামাইমা আপনার মাইমাই?'

'মাইমাই তো! অবশ্য যখন আমার এগারো-বারো, তখন রাঙামাইমার কুড়ি হবে। নিজের মাইমা নয়, কিন্তু একই বাড়িতে বসবাস, শরিকি বাড়িতে যেমন হয়। বাবা-মা'কে হারিয়ে আমি এসে উঠলাম মামাবাড়িতে। আমাকে কেউ চাইত না, না মামারা, না মাইমারা, টোটালি আনওয়ান্টেড! নিজের ভাল খাবারটা রাঙা আমাকে খাইয়ে দিত। আমার খুব জ্বর আর রাঙা আমার মাথার কাছে বসে হাপুস নয়নে কাঁদছে। কেননা, আমাকে কেউ

BanglaBook.org

ডাক্তার দেখাচ্ছে না, এটা আমার খুব মনে পড়ে। রাঙাই আমাকে স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছিল। স্বপ্ন দেখতে দেখতে আমি পৌঁছে গেলাম শিকাগোয়। একদিন অফিসের লিফ্‌টে ৪০ তলায় উঠতে উঠতে আমার মনে হল, আই লাভ হার টু মাচ, সো আই মাস্ট ডু সামথিং ফর হার!'

'তারপর?'

'দেশের সঙ্গে প্রায় সাত-আট বছর কোনও যোগাযোগ ছিল না। আমি খোঁজ নিতে শুরু করলাম। তখনই ফিরে আসা সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে।'

'পুরনো জায়গায় ছিলেন না উনি, আপনার মামাবাড়িতে?'

'না, রাঙামামা মারা যাওয়ার পর রাঙামাইমা কলকাতায় কোনও আত্মীয়বাড়ি শেল্টার পায়। শেল্টার মানে আসলে দাসীবৃত্তি! আমি সেখানে অনেক চিঠি লিখলাম, একটারও উত্তর আসেনি!'

'আপনি কি সেই বাড়িতে রাঙামাইমাকে খুঁজতে যাবেন অঙ্গন?'

'যাব তো!'

'যদি না পান ওখানে?'

অঙ্গন চোখ তুলে তার মুখের দিকে তাকাল, 'খুঁজব পিউ, আপ্রাণ খুঁজব! এখানে না পেলে গ্রামে যাব। কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে পারি। কত কিছুই তো করা যায়। খোঁজার জন্য পুরো জীবনটাই তো পড়ে রয়েছে।'

'আশা করি, খুব শিগগিরই ওঁকে খুঁজে পাবেন আপনি!'

'থ্যাঙ্কস! তোমার সঙ্গে হঠাৎ আলাপ হয়ে খুব ভাল হল কিন্তু। কলকাতা আমি মোটেও চিনি না। পরিচিত কেউ নেইও এখানে। কোনও প্রয়োজন হলে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি?'

'হোয়াই নট?' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলেছিল পিউ। তখন কোনও কারণ না থাকা সত্ত্বেও সে ভীষণ অস্থিরতা অনুভব করেছিল ভিতরে!

কোনও কারণ ছাড়াই পিউ বিষণ্ণ হয়ে রইল দুটো দিন। ভোরে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে লেকের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মনে হল, সে যেন স্পষ্ট দেখতে পেল অঙ্গন আর রাঙামাইমাকে! হেঁটে যাচ্ছে হাত ধরে, ত্রিশ বছরের পুরুষালি অঙ্গনের পাশে চল্লিশ ছুঁই ছুঁই এক বিধবা

BanglaBook.org

জীবনের সব দীনতা থেকে ভালবাসার জোরে মুক্তি পেয়ে হাঁটছে! কত দূর থেকে এসেছে অঙ্গন প্রেম ফেরত নিতে! কী অদ্ভুত এই প্রেম, যা মানুষকে এতখানি চালিত করতে পারে? পিউ বুঝতে পারছে না যে, সে নিজে অঙ্গনের প্রেমে পড়েছে, নাকি অঙ্গনের ভিতরের ওই প্রেমিক সত্তাটার প্রেমে পড়েছে। কিন্তু সেটা অস্পষ্ট থাকলেও তবু তার হতাশ লাগছে। কেননা, সে দেখতে পাচ্ছে, অঙ্গনের কালো টি-শার্টের পিছনের দিকে বড় করে 'রাঙা' লেখা! চোখেমুখে জল দিয়ে পিউ রওনা হল জিমে। দু'দিন আসেনি। জাস্ট বিকজ অফ অঙ্গন। অঙ্গনকে দেখার পর থেকে উবে গেছে তার স্পিরিট! পিউ আস্তে আস্তে ট্রেড মিলের উপর দৌড়তে লাগল। কিন্তু মাস্‌লগুলোর কেমন হালছাড়া ভাব। 'এভাবে হয় না, থাক গে, বাড়ি চলে যাই', ভাবল সে। তখনই নীল-সাদা পোশাকে জিমে ঢুকল মানব। কী যে হল পিউয়ের, সে চোখের পাতা ফেলতে ভুলে গিয়ে তাকিয়ে রইল মানবের দিকে। এভাবে কাউকে দেখা ঠিক নয়। মনে রইল অঙ্গনের প্রতি তার নিজের দৃষ্টিপাত।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে পিউ বেরিয়ে এল জিম থেকে। বাড়ির পথ ধরল। সে এখন বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে, এভাবেও হয়। এভাবেও প্রেমে পড়ে মানুষ। সামান্য আলাপে, দু' মুহূর্তের দেখাশোনায়!

পিউয়ের মনটা মানবের প্রতি নরম হয়ে গেল। সত্যি মানব তো তাকে কখনও বিরক্ত করেনি। শুধু দেখেছে। যদি পিউকে দেখতে ওর ভাল লাগে তা হলে সে কী করতে পারে! কাল যেমন তার কী প্রচণ্ড ইচ্ছে হয়েছিল অঙ্গনকে একঝলক দেখবার!

তখন ইচ্ছেটাকে দমন করেছিল পিউ। আজ আর পারল না! টুকটুক করে উঠে এল পাঁচতলায়। আর ছলোছলো চোখে তাকিয়ে রইল বন্ধ দরজাটার দিকে। বহু বছর ধরে যেভাবে দেখে আসছে ঠিক সেভাবেই তালা ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সাদা দরজাটা! এত সকালে অঙ্গন খেতে বেরিয়েছে এটা অসম্ভব, দু'দিনে শিকাগো ফিরে গেছে, সেটাও সম্ভব নয়। অঙ্গন রাঙামাইমাকে খুঁজতে গেছে। অঙ্গন রাঙামাইমাকে ভালবাসে।

দিন সাত-আট কেটে গেছে। অঙ্গন ফেরেনি। প্রতিদিন ভোরে উঠে

BanglaBook.org

আটতলা থেকে পাঁচতলায় নেমে বন্ধ দরজাটার সামনে দাঁড়ায় দু'-চার মুহূর্ত। তারপর বেরিয়ে আসে সরোবর থেকে। ভাবে আজ জিমে যাবে, যাবেই! কিন্তু যায় না শেষ পর্যন্ত। লেকের সামনে একটা ফাঁকা বেঞ্চ দেখে বসে থাকে। নিজেকে বোঝায়, নিশ্চয়ই গ্রামে গিয়ে রাঙাকে খুঁজে পেয়েছে অঙ্গন। অনাথ, অসহায় অঙ্গন নয়, আমেরিকা ফেরত অঙ্গন। এই অঙ্গনের নিশ্চয়ই খুব কদর আছে সবার কাছে। মে বি হি ইজ এনজয়িং ওল্ড কম্প্যানিজ।

রাঙামাইমাকে সঙ্গে করে ফিরে এলে অঙ্গন কি তাকে সেকথা জানাবে ডেকে? কেন জানাবে? পিউ কে? ঘটনাচক্রে আলাপ হওয়া পিউয়ের কি আলাদা কোনও গুরুত্ব থাকতে পারে? তুমি কি পাগল পিউ? এত তোমার এক্সপেক্টেশন? বোকার মতো কোরো না! পিউ অবুঝের মতো কেঁদে ফেলে আর নিজেকে বলে 'বিহেভ ইওরসেল্ফ পিউ!'

তখন শুকনো মুখে হাঁটি হাঁটি পা করে সে সরোবরে ফিরে আসে। কিন্তু তার মন মানে না। সে অঙ্গনের ফেরার অপেক্ষা করে থাকে, একা ফেরার! তখন নিজেকে খুব সস্তা মনে হয় তার। আচ্ছা, অঙ্গন একা ফিরলেই বা পিউয়ের কী? 'খুঁজে না পেলেই তো খোঁজা শেষ হয়ে যায় না', বলেছে অঙ্গন।

দুপুরে খাওয়ার টেবিলে পিউ বুঝল মা তাকে লক্ষ করছে। অস্বস্তি কাটাতে সে কথা বলল, 'রোজ একঘেয়ে রান্না মমতাকে একটু নতুন কিছু করতে বলো না কেন মা?'

'কেন, রসুন ধনেপাতা দিয়ে চিকেন তো তোর ভাল লাগে বলেই জানতাম!' ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছেন মা।

'সেটা হয়েছে নাকি আজ? কোথায়?'

'ওমা, সামনে পড়ে আছে দেখতে পাচ্ছ না!'

পিউ দু'দিকে মাথা ঝাঁকাল, 'সরি, দেখতে পাইনি গো!'

সত্যিই সে নজর করেনি!

'আশ্চর্য ব্যাপার তো? এত অন্যমনস্ক? কী হয়েছে তোর ক'দিন ধরে? একেবারে নেতিয়ে রয়েছিস? পরপর তিন-চারদিন ইউনিভার্সিটি গেলি

BanglaBook.org

না। দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে যে রাতদিন কী করছিস ঈশ্বরই জানেন!'
মায়ের অভিযোগের সামনে মাথা নিচু করে পিউ ভাত নাড়াচাড়া করতে লাগল।
'প্রেমেট্রেমে পড়ে থাকলে বল আমাদের!'
কথাটা বলে মা চমকে দিলেন পিউকে, 'ব্যাপারটা আমাদেরও একটু বুঝতে দাও, একা একা কষ্ট পাওয়ার মানে কী?'
'আমি প্রেমে পড়লেই তো আর হল না মা!'
বলে মাকে হতভম্ব অবস্থায় বসিয়ে রেখে পিউ হাসতে হাসতে উঠে পড়ল।
তারপর সারা দুপুর একটা ছেলেমানুষি খেলায় মেতে নিজেকে কষ্ট দিল সে। অনবরত 'নাগিড়া নাগিড়া...' বাজিয়ে অঙ্গনের প্রতি তার অনুভবের জায়গাটাকে খুঁচিয়ে জাগিয়ে তুলতে লাগল আর তখন 'বালক আজও বকুল কুড়োয়...' অমোঘ শব্দের মতো উচ্চারণ করে সেই জেগে ওঠা অনুভবকে আঘাত দিয়ে দিয়ে তছনছ করে দিতে লাগল পিউ!

দরজায় ধাক্কা দেওয়ার শব্দে ঘুম ভেঙে পিউ উঠে বসল। চারদিকে অন্ধকার নেমে গেছে, কে জানে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দ্যাখে মা!
'বাব্বাঃ! কী ঘুমে ধরল তোকে?' বললেন মা।
'কী হয়েছে?'
'তোর ফোন।'
'কে?' ল্যান্ডলাইনে তো বন্ধুরা কেউ ফোন করে না, মোবাইলে করে।
'মানবই বলল নামটা। ধরে আছে।'
মানব? এক ঝটকায় ঘোর কেটে গেল পিউয়ের। তাড়াতাড়ি এসে ফোন ধরল।
'হ্যালো?'
'হাই পিউ, দিস ইজ মানব হিয়ার!'
একটা সংযত গলার স্বর ভেসে এল ও-প্রান্ত থেকে।
'মানব? জিম?' পিউ ক্লিয়ার হতে চাইল।

BanglaBook.org

'হ্যাঁ!'

'কী ব্যাপার?' পিউ দেখল, মা নিজের ঘরে চলে যাচ্ছেন।

'সেদিন তুমি রাগ করে চলে গেলে, তারপর আর এলে না। আমি জানি তুমি আমাকে পছন্দ করো না, কিন্তু তার জন্য তুমি জিমে আসা ছেড়ে দেবে কেন?' মানব ইংরেজি এবং হিন্দি মিশিয়ে কথা বলছে।

'তুমি ফোন নম্বর কোথায় পেলে?'

'জিমের রেজিস্টার থেকে!'

'ওঃ! কিন্তু তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ। আমি রাগ করিনি। আমার ব্যক্তিগত অসুবিধের কারণে আমি ক'দিন জিমে যেতে পারিনি!'

'সরি!' একটু চুপ করে থেকে বলল মানব, 'আমার বুঝতে ভুল হয়েছে, প্লিজ কিছু মনে কোরো না।'

'না, না, ঠিক আছে! আমি দু'-একদিন বাদেই জিমে যাব, তখন দেখা হবে।'

'আমি কালই দিল্লি ফিরে যাচ্ছি পিউ, তাই...'

'কালই?'

'হুঁ!'

'আবার কবে আসবে?'

'আর হয়তো সেভাবে আসব না!'

'কেন মানব?'

'আমি তো নানির প্রপার্টি বিক্রি করতে এখানে এসেছিলাম পিউ। দু'মাসের জন্য। তাও যাওয়া-আসা করতাম। সেসব মিটে গেছে। এখন তো ফিরে গিয়ে মায়ের জিনিস মাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। মা আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

পিউ দেওয়ালে পিঠ চেপে দাঁড়াল। কোনও কথা বলল না।

'যাওয়ার আগে কি তোমার সঙ্গে একবার দেখা হতে পারে?' আবার বলল মানব।

'কেন মানব?'

'কারণ, আমি তোমাকে ভালবাসি পিউ! আই মিন, এটা আর কিভাবে বলা যায় আমি জানি না!'

BanglaBook.org

কথাটা মানবের মুখ থেকে ছিটকে এসে পিউয়ের বুকে ধাক্কা মারল।
'আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে শুনতে চাই যে, ইফ উই ক্যান কন্টিনিউ!'
'আমি জানি তুমি সত্যি কথা বলছ মানব। এভাবে হয়, হতে পারে ভালবাসা। আচমকা!'
'আচমকা কেন হবে? আমি দু' মাস ধরে দেখছি তোমাকে। একটু একটু করে ভালবেসেছি। অনেক পরে সেটা বুঝেছি।'
'তাই বুঝি? তোমার কী মনে হয় মানব, এটা সত্যিকারের ভালবাসা?'
'আমার তাই মনে হয়। এবং আমি সেটা তোমার কাছে প্রমাণ করতে চাই। কাল প্লিজ জিমে এসো। আমাদের মধ্যে অন্তত কিছু কথা হওয়া দরকার।'
'জিমে কি কোনও কথা হতে পারে?'
'কিন্তু আমার হাতে তো বেশি সময় নেই, আমি কাল সন্ধেবেলায় চলে যাচ্ছি,' মানব অধৈর্য স্বরে বলে উঠল।
'তুমি সকাল ছ'টায় ক্লাবের গেটে দাঁড়াও, আমরা লেকের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কথা বলব,' বলল পিউ।

ভোরে উঠে জিমের পোশাকের বদলে একটা আকাশি-রঙা লং স্কার্ট আর সাদা টপ পরে নিল পিউ। তারপর লিফট ধরে নেমে সরোবর থেকে বেরিয়ে এল।
ওরা লেকের ধারে একটা বেঞ্চে বসল জল ঘেঁষে। পিউ মানবের চোখের দিকে তাকাল। মানব পিউয়ের চোখের দিকে। মানবই বেশি কথা বলছিল। দিল্লির কথা, পড়াশোনা, বেড়ে ওঠা, ব্যবসা, এমনকী মেয়েদের সম্বন্ধে যতটুকু অভিজ্ঞতা, সেটুকুও। পিউও বলছিল কথা। মানবের প্রশ্নের উত্তরে ছোট ছোট বাক্যে নিজেকে যথাসম্ভব মেলে ধরছিল সে। মানবকে ভীষণ খুশি দেখাচ্ছিল সকালের আলোয়। মনে হচ্ছিল, যা চেয়েছিল, পেয়েই গেছে মানব। পিউ মানবের উচ্ছ্বাস দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছিল!
এভাবে কথা বলতে বলতে ন'টা বেজে গেল। আর সময় নেই। অনেক কাজ বাকি, মানবকে যেতে হবে। দু'জনে উঠে হাঁটতে শুরু করল তাই। লেকের মুখটায় এসে মানব আলতো করে পিউয়ের হাত স্পর্শ করল।
'এক মাসের মধ্যেই আসব আমি। এসে তোমার বাবা-মা'র সঙ্গে দেখা

BanglaBook.org

করব। আর রোজ তো ফোনে দু'-তিনবার কথা হবেই। মোবাইলটা সব সময় ক্যারি করবে। রাতেও অন করে রাখবে, ঠিক হ্যায়?'

'রোজ দু'-তিনবার ফোন করবে?'

'একদম!'

'কিন্তু শোনো...' বলল পিউ, তারপর যেন একটু দ্বিধায় পড়ে গেল।

মানব বলল, 'বলো কী বলবে?'

'না শোনো', পিউ খুব কাছে এগিয়ে গেল মানবের, 'যদি ধরো, কোনও কারণে ফোন করে তুমি আমাকে না পাও, ধরো, খোঁজ নিয়ে দেখো যে, আমি হারিয়ে গেছি, কোথায় কেউ জানে না, নো ট্রেস, তা হলে তখন তুমি কী করবে মানব? কিছু কি করবে?' মানব একটু চুপ করে থেকে বলল, 'এরকম যদি কখনও হয়, আমি জানি হবে না, কিন্তু যদি কখনও হয়, আমি তখন তোমাকে খুঁজব পিউ! ভীষণ ভীষণ খুঁজব!'

'কিন্তু অনেক খুঁজেও যদি না পাও?'

ঠিক অঙ্গনের মতো সাবলীল গলায় মানবও বলে উঠল, 'ধ্যাত, না-পাওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই, আমি তো পিউ তোমাকে সারাজীবন ধরে খুঁজব', বলে পিউয়ের গালটা আলতো করে টিপে দিয়ে হাসল মানব।

উনিশ কুড়ি, ৪ মে ২০০৫

BanglaBook.org

কারণ

আগের চাকরিটা তাকে ট্রেনিং পিরিয়ডের মাঝপথেই ছেড়ে দিতে হয়েছিল। সুপারভাইজার লোকটা ছিল ভয়ানক বেয়াদপ আর জলজ্যান্ত কামুক। পনেরো দিন ধরে হেনস্থার চূড়ান্ত হয়ে যাজ্ঞসেনী রণে ভঙ্গ দিয়ে ফিরেছিল কাঁদতে কাঁদতে!

কিছুদিন চেষ্টাচরিত্রর পর এই বহুজাতিক সংস্থায় ঢুকেছিল সে আবার ট্রেনি হিসেবে। তখন থেকেই খুব সচেতন ছিল এখানে কী ধরনের আচারব্যবহার পাচ্ছে— সে ব্যাপারে। কিন্তু তাকে কোনও সমস্যায় পড়তে হয়নি। বরং ডাইরেক্ট বস পরমজিৎকে শুরু থেকেই ইমপ্রেসিভ মনে হয়েছিল তার। জেনডার বায়াস ছিল না কাজের পরিবেশে। তাই মন দিয়ে কাজ শিখে অনিবার্য কর্মী হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছিল যাজ্ঞসেনী নিজেকে।

তার স্বীকৃতি হিসেবে এই মুহূর্তে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা হাতে পেয়ে প্রথমে তার এত আনন্দ হল যে, ইচ্ছে করল বসের চেম্বারেই এক পাক নেচে নেয়। বদলে লাজুক হেসে সে হ্যান্ডশেক করার জন্য হাত বাড়াল বসের দিকে।

তক্ষুনি সামান্য অন্যমনস্ক হয়ে সে ভাবছিল যে, এই আনন্দটা মহুয়ার সঙ্গে ইমিডিয়েটলি ভাগ করা দরকার, তার প্রায় চেঁচিয়ে উঠে বলতে ইচ্ছে করল— 'মহুয়া, আমি পেরেছি! সম্মানজনকভাবে জীবনযাপন করার মতো একটা আর্থিক সংস্থান একার প্রচেষ্টায় এবার করতে পেরেছি আমি!' ট্রেনিং পিরিয়ডের দীর্ঘ দুটো মাস যে সংশয়ের মধ্যে দিয়ে এসেছে সে, তা আজ এক মুহূর্তে কেটে গেল। যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছে, বদলে এরা তাকে গ্রহণ করেছে। যে-অর্থ প্রতি মাসে এখান থেকে যাজ্ঞসেনী

BanglaBook.org

রোজগার করবে, তা দিয়ে পেয়িংগেস্ট থাকার খরচ, খাওয়ার খরচ, যাতায়াতের খরচ মিটিয়েও সামান্য শখ-শৌখিনতা, পোশাক-পরিচ্ছদ, সিনেমা-থিয়েটারের আয়োজন সে করতে পারবে নিজের জন্য। এই সময়ে এর বেশি কী আর কিছু প্রয়োজন আছে তার? যথেষ্ট, যথেষ্ট! ছ' মাসের যন্ত্রণা অপমানের এখানেই পরিসমাপ্তি, সে এবার বাঁচবে! নিশ্চিতরূপেই মাথা উঁচু করে বাঁচবে এখন।

হাত বাড়াতে বাড়াতে এত কথা ভেবেছিল সে। ফলে খেয়াল করতে একটু সময় নিল যে, বসের তর্জনীটা তার ডান হাতে তেলোর ওপর দু'-চারটে অপ্রয়োজনীয় বৃত্তাকার আঁচড় কাটছে। এক লহমায় সমস্ত আনন্দ শুকনো হয়ে ঝরে পড়ল তার বুকের ভেতর। কী মানে এর? মাথাটা দুলে উঠল যাজ্ঞসেনীর। না, না— নিশ্চয়ই তার কোথাও ভুল হচ্ছে! অবিশ্বাসে ছেয়ে গেছে তার নিজেরই অন্তরভূমি আসলে! আসলে করমর্দন একটা আদ্যন্ত পুরুষালি শব্দ!

করমর্দন শেষে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সপ্রতিভভাবে আরও দু'-তিনবার ধন্যবাদ জানিয়ে চেম্বার থেকে বেরিয়ে এল সে। মন থেকে দ্বন্দ্বটা ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে দ্রুত নিজের সিটে ফিরে গিয়ে ডায়াল করল মহুয়াকে। মহুয়ার গলা পাওয়া মাত্র সব ভুলে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল যাজ্ঞসেনী— 'এক্ষুনি পেলাম অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা— পুরো বারো দেবে! দারুণ না?'

'দারুণ, দারুণ!' খুশিতে উথলে ওঠা গলা মহুয়ার।

মহুয়া তার কলেজ জীবনের বন্ধু। পলাশের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক শেষ করে, বেরিয়ে এসে যাজ্ঞসেনী যখন উদ্‌ভ্রান্তের মতো একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজছে, তখন ডিভোর্সি মহুয়াই একমাত্র মানুষ যে তার পাশে ছিল। মহুয়া নিজে যে ওয়ান রুম ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিয়ে থাকে তাতেই আশ্রয় দিয়েছিল যাজ্ঞসেনীকে।

'আশ্রয়'— সত্যি কী মূল্যবান শব্দ এই 'আশ্রয়', কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই যার, সে যখন একটা ঘর পায়, একটা পরিচ্ছন্ন বিছানা পায়, ঝকঝকে বাথরুম পায় আর মহুয়ার মতো বন্ধু যখন তাকে চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে গরম ভাত মেখে খাইয়ে দেয়, আর পাশে নিয়ে শুয়ে মাথায় হাত

BanglaBook.org

বুলিয়ে দিয়ে বলে— 'ঠিক একটা ব্যবস্থা হবে যোগী, এত পড়াশুনো সব বৃথা যাবে নাকি?'— তখন এই আশ্রয় শব্দটা গভীর হতে হতে কীভাবে 'পুরো বেঁচে থাকা' হয়ে ওঠে তা অনুভব করেছে যাজ্ঞসেনী নিজে। বন্ধু নয়, মহুয়া প্রায় মা হয়ে ছ'মাস ধরে আগলেছে তাকে।

জ্বালা করে ওঠা চোখদুটো মুছে নিয়ে, রিভলভিং চেয়ারে সে ঘুরে নিল একটু— কোথায় আছিস, মহুয়া, খুব চেঁচামিচির আওয়াজ আসছে! সুমিতের ছেলে হয়েছে না! অফিস থেকে তাই আমরা বারোজন সুমিতের ঘাড় ভেঙে হইহই করে কফি খেতে এসেছি।

আমিও তোকে খাওয়াব আজ! ডিনার খাওয়াব!

ডিনার? কোথায় খাওয়াবি বল?

উম্, এই ধর ট্যামারিন্ডে? নন-ভেজ সাউথ ইন্ডিয়ান পাওয়া যায়। এক্সক্লুসিভ ইন ক্যালকাটা।

বেশ, বেশ! মহুয়া থ্রিলড্। তা হলে অফিস থেকে বেরিয়ে আমার কাছে চলে যায়। এখান থেকে তো ওয়াকিং ডিসট্যান্স!

টু আর্লি মহুয়া। অফিস থেকে বেরিয়ে আগে বাড়ি যাব। আজ আমি পুরো সেলিব্রেট করতে চাই। প্রথমে দারুণ করে সাজব— তারপর খেতে যাব তোর সঙ্গে। তুইও প্লিজ তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যা!

আবার বাড়ি যাব, আবার আসব!

কেন, এটা তো তোর রোজগারে একঘেয়েমি ভরা মেট্রোরাইড নয়। আমরা তো ফ্যান্সি ড্রেস পার্টিতে যাওয়ার মতো ফুরফুরে মেজাজে, পারফিউম মেখে, কলকাত্তাই ক্যাব ধরে ভাসতে ভাসতে গিয়ে পৌঁছব ট্যামারিন্ডে বাপু!

ওকে, যা বলিস, টুডে ইজ ইয়োর ডে মাই বিলাভেড! সাতটার মধ্যে ঢুকছি তা হলে!

সাতটার মধ্যে পৌঁছতে হবে ভেবে নিজে ছ'টার আগেই অফিস থেকে বেরোবে ভেবেছিল যাজ্ঞসেনী। কিন্তু হাতের কাজ তুলতে তুলতেই ছ'টা বেজে গেল। তাড়াহুড়ো করে কম্পিউটার অফ করতে যাবে এমন সময় বসের ঘরে ডাক পড়ল আবার। সেখান থেকে বেরিয়ে সে বুঝল আরও

BanglaBook.org

এক ঘণ্টা অফিসে তাকে থাকতে হচ্ছেই! ইন্টারনেট থেকে কিছু ডেটা ডাউনলোড করে চটপট তার প্রিন্ট বের করে সে যখন ফাইলটা বসের হাতে তুলে দিতে ছুটল তখন সাতটা বেজে গেছে। ভাগ্যিস মহুয়াকে ফোনটা করে দিয়েছিলাম! মনে মনে বলল যাজ্ঞসেনী। মহুয়া তখন মেট্রোয় ছিল। এতক্ষণে বাড়িতে পৌঁছে গেছে। ভালই— মেয়েটা একটু রেস্ট নিয়ে নিক।

সে হন্তদন্ত হয়ে ঢুকল বসের চেম্বারে। ফাইলটা এগিয়ে ধরল। সে বসতে না চেয়ে দাঁড়িয়ে থেকেই ঝুঁকল সামনে। যেই ঝুঁকল, পরমজিৎ তার সাদা শার্টের মধ্যে দিয়ে চোখ চালিয়ে দিয়ে খুঁজল কিছু। তারপর আঙুলের ইশারায় বসতে বলল তাকে।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা হাতে ধরিয়েই কী অদ্ভুতভাবে বদলে গেল পরমজিতের ব্যবহার। আজ যাজ্ঞসেনী বেশি কিছু তো চায়নি— যে-বন্ধু তার জন্য এত করল, ছ' মাস ধরে, সেই বন্ধুকে একটু কৃতজ্ঞতা জানাতে চেয়েছিল শুধু। চেয়েছিল সাফল্যের আনন্দ তার সঙ্গেই ভাগ করতে। বসতে বসতে সে ভাবল পরমজিৎকে সরাসরি জানিয়ে দেবে ব্যাপারটা। বলবে যে তার দেরি হচ্ছে। কিন্তু সে পারল না, চাকরিটা তার পক্ষে মারাত্মক দরকারি!

ফাইলটা উলটে-পালটে দেখে পরমজিৎ ভুরু তুলে তাকাল তার দিকে— আপনার তো আজ খুব খুশি থাকার কথা, অথচ দেখে মনে হচ্ছে ইউ আর নট সো হ্যাপি, কি, স্যালারির অ্যামাউন্ট পছন্দ হয়নি?

সে হাত নাড়ল— না, না, স্যার! আই অ্যাম ভেরি হ্যাপি! বাট সো নাইস অফ ইউ স্যার! থ্যাঙ্ক ইউ স্যার!

আরে, ডোন্ট বি সো ফরমাল! ডু ওয়ান থিং, আমি বেরোচ্ছি, আপনি আমার সঙ্গে চলুন, অন দা ওয়ে উই ক্যান হ্যাভ আ কাপ অফ কফি। আজ তো এমনিতেই আপনার একটু সেলিব্রেট করা উচিত! বলে পরমজিৎ দাঁত বের করে হাসল।

পরমজিতের কথাগুলো কোনও অনুরোধ নয়। তার বুকটা কাঁপল। আগের চাকরিটা ছেড়ে দেওয়ার পর এসব ব্যাপারে মহুয়ার সঙ্গে অনেক আলোচনা হত যাজ্ঞসেনীর। মহুয়া তাকে বোঝাত যে, মেয়েরা যখন

BanglaBook.org

চাকরি করতে বাইরের জগতে পা দেয়, যতক্ষণ সে তার নিরপেক্ষ কর্মী আইডেনটিটি আদায় না-করে নিয়েও দ্বারস্থ হয় সংস্থার এবং এমপ্লয়ারের কাছে, তার দীর্ঘ কর্মদক্ষতাকে যতক্ষণ না প্রমাণ করে উঠতে পারে ততক্ষণ অন্য এক ধরনের সুবিধাজনক মূল্য তাকে দেয় পুরুষকুল। দেয় শুধু মেয়ের চামড়া গায়ে থাকার জন্যই। মেয়েদের কেরিয়ারের এই সময়টাই চূড়ান্ত আত্মক্ষয় ও অবমাননার সময়, মহুয়া তাকে বলেছে— এই সময়টাকে কাটিয়ে উঠতে হয় যোগী। সে যতই নারীলোলুপ কর্তৃপক্ষের হাতে পড়ুক না কেন আসলে সেই পুরুষ বা পুরুষরাও তো লগ্নি ও লাভের মূল কাঠামো অনুসরণকারী কোনও ব্যবস্থারই অংশীদার, যা তাদেরও ব্যক্তিগত উন্নতির পথ। অতএব, নিজেকে কর্মনিপুণতা দিয়ে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে সচেষ্ট থাকলে একসময় এই শরীরের প্রতি দুর্বল পুরুষদের কাছ থেকেও একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মী হওয়ার সম্মান পেতে বাধ্য সে। ততদিন সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই। 'আমাকে কি কম ঝামেলা নিতে হয়েছে? ধীরে ধীরে শিখেছি ট্যাকেল করা! তোকেও শিখতে হবে— নইলে ক'টা চাকরি বদলাবি তুই যোগী?' বলেছে মহুয়া।
তাই এখন সে জানে, অন্যের এবং নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানে যে, পরমজিতের বলা কথাগুলো কোনও অনুরোধ নয়। হতেও পারে না। বুকের কেঁপে ওঠাকে আমল না দিয়ে যাজ্ঞসেনী আলতো হাসে এবং বলে— আই উড লাইক টু স্যার!

BanglaBook.org

এরপর পরমজিতের পাশে গাড়িতে বসে পরমজিতের মোবাইল ধার নিয়ে সে মহুয়াকে ফোন করল।— 'আজ হচ্ছে না মহুয়া, ফিরতে একটু রাত হবে।'
কেন রে? কী হল? উৎকণ্ঠিত হয় মহুয়া।
পরে বলছি।
পলাশ কোনও ঝামেলা করল?
না, না সেসব কিছু নয়। সে চুপ করে যায়।
তবে?...
পরে বলব। সে পরমজিতের দিকে তাকিয়ে হাসে।

কীরে, এটা কার মোবাইল?
যাজ্ঞসেনী ফোনটা কেটে দেয়।
কফি নয়, পরমজিৎ হুইস্কি নেয়, সে পাইনঅ্যাপেল জুস। সঙ্গে চিকেন রেশমি কাবাব আর ফিস টিক্কার অর্ডার যায়। দু' ঘণ্টা ধরে নানা কথা বলে পরমজিৎ। ব্যবসার ভবিষ্যৎ, বউ-বাচ্চার গুণগান ছাড়াও মোবাইল ফোনের সর্বব্যাপী অগ্রসরতা, চার্লস-ক্যামিলার বিয়ে ইত্যাদি আসে প্রসঙ্গ হিসেবে। পরমজিৎ যাজ্ঞসেনীকে অতীত সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন করে না। শুধু ভবিষ্যতের প্ল্যান জানতে চায়। চাকরিতে টিকে থাকা সম্পর্কে পরামর্শ দেয়। কথাগুলোকে খুবই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় যাজ্ঞসেনীর। যদিও পরমজিতের ক্লিনশেভড গাল ক্রমশ বেশি চকচক হয়ে উঠছে বলে মনে হয় তার। চোখদুটো থেকেও এক ধরনের উত্তেজনার আভা ছড়াতে থাকে। সে বারবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে!

রেস্তোরাঁয় ঢোকার সময় পরমজিৎ একবার তার কাঁধ স্পর্শ করেছিল, টেবিলে বসতে সাহায্য করার সময় স্পর্শ করেছিল কোমর, ফেরার পথে গাড়ির দরজা খোলার সময় নিতম্ব স্পর্শ করেছিল। যাজ্ঞসেনী বাড়ি ফিরে মহুয়াকে পরমজিতের প্রতিটা স্পর্শ সম্পর্কে জানাল। সঙ্গে এও জানাল যে স্পর্শগুলোকে সে কোনও সুযোগসন্ধানীর স্পর্শ বলে চিহ্নিত করতে পারছে না। তার রাগ হচ্ছে না।
সমস্তটা শুনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল মহুয়া। তখন সে মহুয়ার হাত চেপে ধরে প্রশ্ন করল— কেন, কেন, কেন তার কোনও রাগ হচ্ছে না?
মহুয়া বলল, যোগী, তুই ইনসিকিয়োর, তুই এবার আর কাজটা হারাতে চাইছিস না। তুই একটা গিভ অ্যান্ড টেকে বিশ্বাস করছিস। তাই রাগ হচ্ছে না তোর। শোন, মেয়েরা না পোষালে স্বামীর কাছ থেকে ডিভোর্স নিতে পারে, ব্যর্থ সম্পর্কের হাত থেকে এভাবে মুক্তি পাওয়া সম্ভব, কিন্তু এই সমাজের সঙ্গে নারীর যে-চিরকালীন সম্পর্ক তার হাত থেকে মেয়েদের কোনও মুক্তি নেই! তুই এবার সেটা বুঝতে পেরেছিস!
প্রচণ্ড অসহায়ভাবে যাজ্ঞসেনী তখন জানতে চাইল— তা হলে এই সমাজের সঙ্গে পুরুষের সম্পর্কটা কীরকম মহুয়া?

BanglaBook.org

হাসল মহুয়া— দুটোই হতে পারে যোগী। এক, কোনও সম্পর্কই নেই, অথবা দুই, আত্মপক্ষ সমর্থনের সম্পর্ক।

চাকরিটা পেয়ে যাজ্ঞসেনী কি নতুন জীবন পেল? পেল না, কিন্তু পেতে পারত। কেন না, এতদিন সে মহুয়ার এক কামরার ফ্ল্যাটেই শুধু ভাগ বসায়নি, সে মহুয়ার লাঞ্চ, ব্রেকফাস্ট, ডিনারেও ভাগ বসিয়েছে। সে মহুয়ার শ্যাম্পু, সাবানেও ভাগ বসিয়েছে। চাকরির প্রথম স্যালারিটা ড্র করা মাত্র সে এইসব খরচের অর্ধেকটা বহন করতে তৎপর হল। মাসের প্রথমে দুই বন্ধু মিলে বড় একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে গিয়ে ঢুকল এবং একে অপরের পছন্দমতো অজস্র জিনিস কিনে আনল বাড়িতে। তার ভেতরের সংকোচ দূর হচ্ছিল যত, মহুয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা ততই বাড়ছিল। অতীতের যাজ্ঞসেনীর আমূল পরিবর্তন ঘটেছে— সে বলেছিল নিজেকে। মহুয়াকে চা করে খাওয়াতে ভাল লাগল তার, আগে বাড়ি ফিরলে রান্নাটা সেই সেরে ফেলতে লাগল। সে আবিষ্কার করল নিজের মধ্যের এক সহিষ্ণু সত্তাকে, সম্পর্কের প্রতি যত্নবান সত্তাকে। ডিভোর্সি মহুয়া আর তার যৌথজীবন হল সুখের। বিপন্নতা ও অবসাদ কেটে যাচ্ছিল তার। কিন্তু পরমজিৎ তাকে শান্তিতে থাকতে দিল না।

একটা কোনও প্রেমের কথাও অবশ্য বলল না পরমজিৎ। তাকে, কোনও মিথ্যে সম্পর্ক তৈরির ছলনাটুকুও করল না— একদিন কাজের কথা বলতে বলতে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে চুমু খেল। একদিন চুমু খেতে খেতে যাজ্ঞসেনীর স্তনের ভার কত পরিমাপ করল। একদিন স্তনে হাত রেখে পুরুষাঙ্গ চেপে ধরল যাজ্ঞসেনীর উরুতে।

উপোসি শরীর তার এই সফল, সুপুরুষের ছোঁয়া পেয়ে আনন্দও হয়তো পেল কিছু, কিন্তু সে টের পাচ্ছিল প্রেমহীন শরীর-ভোগে তার আত্মগ্লানি হচ্ছে। পরমজিতের চেম্বারে পরমজিতের সঙ্গে ঘষটাঘষটির পুরো সময়টাই সে পরমজিৎকে তার চাকরি থাকা, না-থাকার স্বার্থজনিত দৃষ্টি নিয়ে দেখছে এবং ভয় পাচ্ছে। এবং সে প্রতিবাদ করতে পারছে না যে শুধু তাই নয়, যেদিন পরমজিৎ তাকে বিকেল পর্যন্ত একবারও ডেকে পাঠাচ্ছে না, সেদিন এমনকী কাজে মনও বসাতে পারছে না সে!

BanglaBook.org

মাস দুয়েক গড়াতে না গড়াতেই পরমজিৎ একদিন নিরিবিলি অফিস দেখে যাজ্ঞসেনীর স্কার্টের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিল। হতচকিত যাজ্ঞসেনী এই প্রথমবার খুব আলতো করে বাধা দিল পরমজিৎকে। বলল— প্লিজ স্যার, আজ আমার অন্য অসুবিধে আছে!

পরমজিৎ চোখ টিপে মুচকি হাসল— কবে শেষ হচ্ছে?

ঢোক গিলল যাজ্ঞসেনী— তিন-চারদিন লাগবে!

ফাইন! এর পরের সময়টা তোমাদের পক্ষে খুব প্লিজিং সময়। শোনো, তা হলে এক কাজ করা যাক, শনিবার একটা-আধটা চেঞ্জ নিয়েই তুমি অফিসে এসে যেয়ো। আমরা এখান থেকেই হলদিয়া চলে যাব। আর সানডে ইভনিং-এ ফিরে আসব। কী, ভাল হবে না? দাঁড়াও, আমি হোটেল বুক করছি!

সেদিন পড়ন্তবেলায় কাউকে কিছু না বলে অকারণেই অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ে সে হাঁটতে লাগল। বৃষ্টি হয়েছিল একটু আগে। রাস্তায় জলকাদা ছিল। অন্যমনস্ক যাজ্ঞসেনীর গায়ে পরপর দুটো গাড়ি নোংরা জল ছিটিয়ে দিয়ে চলে গেল। কিন্তু সে টেরও পেল না। সে এমন নির্জীবভাবে হাঁটছিল যে, দেখে মনে হচ্ছিল সে সদ্য ধর্ষিত!

হাঁটতে হাঁটতে সে কখন যেন চৌরঙ্গি পৌঁছে গেল, তখনই কেউ পিছন থেকে খুব জোরে ডাকল তাকে— যাজ্ঞসেনী, দাঁড়াও! সে ঘুরে তাকাল— কিন্তু তার চিন্তাগুলোর সঙ্গে পথ হারিয়েছিল তার দৃষ্টিও। বেশ সময় লাগল চিনতে পলাশের বন্ধু অরিন্দমকে—

অরিন্দম? বলল সে।

হ্যাঁ। কিন্তু যাজ্ঞসেনী কী হয়েছে তোমার? তুমি তো পুরো মাতালদের মতো পথ হাঁটছ!

মাতাল? না, না, আমি মদ খাই না!

আমি তা বলতে চাইনি। আমি বলতে চাইছি, তুমি টলছ আর তোমাকে খুব অসুস্থ দেখাচ্ছে!

অসুস্থ? হ্যাঁ, তাই অরিন্দম। দাঁড়াও, একটু জল খেলে ঠিক হয়ে যাবে!

জল খাবে? শোনো, এসো আমার সঙ্গে। এই কফিশপটায় একটু বসি চলো। তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা বলাও খুব দরকার। তোমাদের

BanglaBook.org

ডিভোর্সটা আমাকে, রণজিৎকে একেবারে নাড়িয়ে দিয়ে গেছে যাজ্ঞসেনী। অথচ পলাশ কিছু বলছে না! কিন্তু উই মাস্ট নো উই আর সো মাচ কনসার্নড!

দু' গ্লাস জল খাওয়ার পরও সে চোঁ-চোঁ করে টেনে নিচ্ছিল লস্যিটা। অরিন্দম একভাবে লক্ষ করছিল তাকে।

নাউ টেল মি! বলল অরিন্দম।

কী বলব?

কী বলব, মানে? তুমি এমন একটা মিষ্টি মেয়ে, এত গুণ তোমার, অন্যদিকে পলাশ আমাদের মধ্যে ব্রাইট মোস্ট। তোমাদের তো পারফেক্ট ম্যাচ বলতাম আমরা, কোথা থেকে এসব হয়ে গেল যাজ্ঞসেনী? অরিন্দম, তুমি আমাকে দেখে বুঝতে পারছ না যে আমি আজ ভীষণ টায়ার্ড?

প্লিজ ডোন্ট অ্যাভয়েড, শুনেছি তুমি অ্যালিমনি অ্যাকসেপ্ট করোনি? তা হলে, কী করে চলছে তোমার? আছই বা কোথায়? তোমার বাবা-মা তো ডিব্রুগড়ে থাকতেন, তাই না?

'কী করে চলছে' প্রশ্নটা শুনে, যাজ্ঞসেনী, যে নিজেকে একজন দক্ষ কর্মী বলে প্রমাণ করতে বদ্ধপরিকর, সে কেমন যেন ঘাবড়ে গেল। বমি বমিও পাচ্ছে, টের পেল। তখন এদিক ওদিক তাকাল আর একটু জলের প্রত্যাশায়। জল এল, সিগারেটে ঘনঘন টান দিল অরিন্দম কয়েকবার। তারপর আবার ঝুঁকে পড়ল প্রশ্ন নিয়ে— কী কারণে ভাঙল এমন বিয়ে?

চমকে উঠে যাজ্ঞসেনী বলল— অ্যাঁ?

কী কারণে এরকম একটা বিয়ে ভেঙে গেল জানতে চাই আমি যাজ্ঞসেনী?

কী কারণ?

কী কারণে ভাঙল, কী কারণে ভাঙল...। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল যাজ্ঞসেনী যেন ভাঙার কারণগুলো এই রেস্টুরেন্টেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তারপর সে হাতব্যাগটা খুলে ফেলে ঘাঁটল কীসব!

অরিন্দম ভাবল 'কারণটা' যাজ্ঞসেনী ব্যাগেই পুরে রেখেছে। কিছুই বেরোল না যখন ব্যাগ থেকে তখন আবার অস্থির হয়ে উঠল অরিন্দম—

BanglaBook.org

বলো, যাজ্ঞসেনী, কারণটা বলো। এতবার জিজ্ঞেস করছি। হোয়াই ডোন্ট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? আমরা পলাশের বন্ধু। আমাদের জানার অধিকার আছে।

সে ফ্যালফ্যাল করে তাকাল অরিন্দমের দিকে।—আমার কারণটা মনে পড়ছে না অরিন্দম!

ডু ইউ মিন ইট? আর ইউ ম্যাড অর হোয়াট? যে কারণে বিয়ে, যাজ্ঞসেনী, বিয়ে ভেঙে যায় সেই কারণটা তোমার মনে পড়ছে না? মন থেকে উবে গেছে? হতে পারে? ঠাট্টা করছ তুমি!

আমি সত্যি বলছি অরিন্দম, আমার মনে পড়ছে না, কোনও কারণ মনে পড়ছে না!

লুক!

অরিন্দম বিলিভ মি, আমার মনে পড়ছে না। তুমি বরং পলাশকে...

বলতে বলতে বমি করার জন্য রেস্টুরেন্টের বাথরুমের দিকে ছুটল যাজ্ঞসেনী।

BanglaBook.org

আটটা নাগাদ বাড়ি ফিরে মহুয়া দেখল যাজ্ঞসেনী বিছানায় কুঁকড়েমুকড়ে শুয়ে ছটফট করছে। সে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল বন্ধুকে।

কী হয়েছে যোগী?

যাজ্ঞসেনী মহুয়ার বুকে মুখ গুঁজে পাগলের মতো মাথা নাড়তে লাগল। মহুয়া অনুভব করল যাজ্ঞসেনীর গায়ে প্রবল জ্বর— জ্বর বাধালি কী করে, কী কষ্ট হচ্ছে তোর বল! বলল মহুয়া।

মহুয়াকে হাতড়ে হাতড়ে উঠে বসল যাজ্ঞসেনী— মহুয়া, পলাশের বন্ধু অরিন্দম আজ আমার কাছে জানতে চাইল যে কী কারণে বিয়েটা ভেঙে গেল আমাদের। আর আমি সেই বিকেল থেকে চুল ছিঁড়ছি, মাথা ঠুকছি, হাত কামড়াচ্ছি কিন্তু কিছুতেই কোনও কারণ মনে করতে পারছি না! মহুয়া তুই আমাকে হেল্প কর, তুই তো জানিস আমার বিয়ে ভাঙার কারণটা? তোকে তো বলেছি!

না, বলিসনি কখনও, আমিও জিজ্ঞেস করিনি!

হে ভগবান, এবার কী হবে মহুয়া— কে বলে দেবে কারণ?

শান্ত হ যোগী! বলে উঠে গেল মহুয়া। থার্মোমিটার হাতে ফিরে এল,— বহু যুগ ধরে আমরা লড়তে চেয়েছিলাম, আমরা লড়েছি! কারণে কী যায় আসে? মহুয়ার গলাটা নিষ্ঠুর শোনায়— ইভেন, আমার নিজেরও কোনও কারণ মনে পড়ে না এখন!

কারণটা না বুঝে লড়েছি বলেই কি আমাদের লড়াই কখনও শেষ হয় না, মহুয়া? বলল যাজ্ঞসেনী।

দেশ, ২ জুলাই ২০০৫

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

স্পর্শ

নভেম্বর মাসের শেষ। এ বছর এখনও খুব একটা শীত পড়েনি। তবে তাপমাত্রা এমনও নয় যে, হল্টার নেক টপ পরে এত রাতের ডান্স পার্টিতে যাবে, অথচ তার উন্মুক্ত পিঠ বা কাঁধ একটুও ঠান্ডার ছ্যাঁকা খাবে না! তার উপর পার্টি হচ্ছে টলি ক্লাবের মূল ক্লাবহাউজের পিছনের খোলা মাঠে। মাথার উপর হিম পড়া আকাশ। যূনী রুপোলি রংয়ের টপটা পরে আহ্লাদি-আহ্লাদি মুখ করে আয়নার দিকে তাকাল। অন্তত রাত দুটো অবধি চলবে বাকার্ডি-ব্লাস্ট ইভ। দুই হাজারের বেশি মানুষ আজ নামবে ডান্স ফ্লোরে। মুম্বই থেকে আসছে ডি জে আকাশ আর সাক্ষী। তুমুল নাচাবে ওরা সবাইকে, নাচিয়ে নাচিয়ে পাগল করে দেবে!

'ঠান্ডাটা কোনও ব্যাপারই নয়। আজ নেচেই ঠান্ডা তাড়াব,' বলে উঠল যূনী। হাতে বেশি সময় নেই। অনির্বাণ, রাহুল আর ঋষিকে তুলে নিয়েছে। এবার নেহা আর পদ্মাকে নেবে পদ্মার বাড়ি থেকে। শেষে সদলবলে তাকে পিক আপ করবে। অনির্বাণ এইমাত্র ফোন করে বলল, 'নেহাকে তুলছি, তুই রেডি তো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, রেডি,' বলে দিল সে, অথচ এখনও অন্তত মিনিটকুড়ি লাগবে তার সম্পূর্ণ তৈরি হতে। যূনী দ্রুত হাতে ব্লাশারের ব্রাশ ছোঁয়াল গালে। একটু পিঙ্ক, তার উপর গ্লিটার। ঠোঁটেও তাই, শুধু পিঙ্ক গ্লস। কানে জন্মদিনে পাওয়া হিরের দুলটাই পরল। বাবা দিয়েছিল। ভীষণ সুন্দর দেখতে! ও হ্যাঁ, ব্যাগ! সে আবার ওয়ার্ডরোব খুলে মাথা চুলকোতে লাগল, শেষে কালো প্যান্টের সঙ্গে ম্যাচ করে কালো চুমকি বসানো বটুয়াটা তুলে নিল। পায়ে রুপোলি পেনসিল হিল গলিয়ে ঢালাও পারফিউম ছড়াল গায়ে। তারপর গলা চড়িয়ে ডাকল নমিতাদিকে।

BanglaBook.org

নমিতাদি জন্ম থেকে তাকে দেখাশোনা করার দায়িত্বে আছে। সে আসতে যূনী বলল, 'বল, কেমন দেখাচ্ছে?'

'শীত করবে, দেখো!' বলল নমিতাদি।

'ধুস! কলকাতায় আবার শীত! শোনো, ঘরটা একটু গুছিয়ে দিয়ো আর গোছাবার সময় একটু খুঁজে দেখো তো, একজোড়া সবুজ দুল কোথায় যে খুলে রাখলাম!'

'আবার হারিয়েছ?'

'উফ! জ্ঞান দিয়ো না। পারলে খুঁজো, না হলে আমিই খুঁজে নেব।'

'হ্যাঁ, তুমি যে কত খুঁজে নেবে, তা আমার জানা আছে,' মুখটা হাঁড়ির মতো করে বলল নমিতাদি। নীচে গাড়ির হর্ন, তারপরই দীনদয়ালের সেই পেটেন্ট গেট খোলার আওয়াজ। ক্যাঁ-অ্যাঁ-চ! যাক বাবা, সে রেডি! যূনী তরতরিয়ে নামতে লাগল তিনতলা থেকে। দোতলার বসার ঘরে সবগুলো আলো জ্বলছে। তার মানে লোকজন আসতে শুরু করে দিয়েছে। যূনী ব্রেক কষল, উঁকি দিল বাবার ঘরে, 'হাই ড্যাড! অ্যাজ ইউজুয়াল? নাকি নতুন কিছু?'

'অ্যাজ ইউজুয়াল! মা'র মৃত্যুদিন পালন করার মধ্যে খুব বেশি ভ্যারাইটি না-থাকলেও চলে রে,' বলল বাবা।

'আমি জানি বাবা,' বলল সে।

আসলে আজ বাবার মা'র মানে যূনীর ঠাকুরমার মৃত্যুদিন। প্রতি বছরই এই দিনটা যত্নসহকারে পালন করা হয়। বাবার বন্ধুরা আসে, যূনীর কাকারা, পিসিরাও আসে। অবশ্য এই কাকা-পিসিরা বাবার জ্যাঠতুতো-খুড়তুতো-মামাতো-মাসতুতো ভাইবোন। বাবা নিজে একমাত্র সন্তান। বাবার মা তার ঠাকুরমা ঠিকই, কিন্তু প্রচলিত 'ঠাকুরমা' কনসেপ্টটার সঙ্গে যূনীর ঠাকুরমার কোনও মিল নেই। তার কারণ, বাবার জন্ম দিয়েই যে কুড়ি বছরের মেয়েটা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল, তার আর বয়স বাড়েনি। বাড়তে পারেনি। ভাবতে অবাক লাগে, আর বছর দুয়েক পরে তার নিজেরও কুড়ি বছর বয়স হয়ে যাবে। বাবার মা'র নাম প্রমিতা। প্রমিতার যে ছবিটা যূনী আজন্ম দেখে আসছে, সেটায় প্রমিতার কুড়িরও কম বয়স। প্রমিতা ওই বয়সেই আটকে আছে চিরদিনের মতো।

BanglaBook.org

কিন্তু এরকম একটা মারাত্মক স্মার্ট আর সুন্দরী যুবতীকে 'ঠাকুরমা-ঠাকুরমা' করে কখনও ডাকা যায়? না ডাকা উচিত? তবে নিজের মাকে যে কখনও দেখতে পায়নি বাবা, আদর পায়নি, কোল পায়নি, এই দুঃখ বাবার এই পঞ্চাশ বছর বয়সেও যায়নি। মাকে হারানোর জন্য বাবা আজও আফসোস করে।

তার মায়ের মতো যূনীও বাবার সঙ্গে চিরকাল এই দুঃখটাকে ভাগ করে নেওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু এবারই এই দিনটার কথা সে ভুলে গেল। বন্ধুদের কথা দিয়ে দিল যে সকলে মিলে বার্কার্ডি ব্লাস্টে যাবে। মনে পড়ার পর সে ক্যানসেল করতে চেয়েছিল যাওয়াটা, বাবা বাধা দিল। বলল, 'যূনী এটা আমার জীবন, ওটা তোমার জীবন। প্লিজ ডোন্ট ফিল ব্যাড! যাও, এনজয় করো! তোমার যা বয়স, তাতে তোমাকে এটাই মানায়। তুমি আনন্দ করছ দেখলেই আমরা বেশি আনন্দ পাব।'

সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ। নিশ্চয়ই অনির্বাণ অধৈর্য হয়ে উঠে আসছে। যূনী বাবাকে জড়িয়ে গালে গাল ঘষল, 'আমি তা হলে যাই বাবা?'

'হ্যাঁ, আয়!' বলে বাবাও নমিতাদির মতো বলল, 'তোর কিন্তু শীত করবে যূনী, গাড়িতে একটা জ্যাকেট-ট্যাকেট রাখলে ভাল হত!'

সে না-সূচক হাত নাড়ল। এতক্ষণে মূর্তিমান এসে দাঁড়িয়েছেন পাশে। কালো লেদার জ্যাকেটে দারুণ দেখাচ্ছে ওকে।

'হাই আঙ্কল!' বলল অনির্বাণ।

'হাই অনির্বাণ! ছোট্ট মেয়েটাকে একটু দেখো।'

'ছোট না আরও কিছু, আঙ্কল,' বলল অনির্বাণ।

'আমার বাবার কাছে আমি সবসময়েই ছোট।'

বাবা এটা করবেই! ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে তার বন্ধুদের এই অনুরোধ করবে। যখনই বেরোয় যূনী, বন্ধুদের সঙ্গে হইহই করতে তখনই।

'মাকে বোলো, আমি বেরোলাম।'

যূনীর মা তখন স্নান সেরে তৈরি হচ্ছে আজকের শ্রদ্ধাবাসরের জন্য।

তাকে দেখেই রাহুলরা হইহই করে উঠল। সকলে এত চেঁচাচ্ছে যে, কী

BanglaBook.org

বলছে বোঝাই যাচ্ছে না! অনির্বাণের পাশে নেহা। যূনী পিছনে উঠে বসতেই অনির্বাণ গাড়ি ছোটাল টলি ক্লাবের দিকে। টলির নিজস্ব কয়েক হাজার সদস্য, তার সঙ্গে আমন্ত্রিত অতিথিরা। সব মিলিয়ে আটটা নাগাদ যূনীরা যখন পৌঁছল, তখনই যথেষ্ট ভিড়। গোল মতো ডান্স ফ্লোরের পাশের জায়গাটা প্রায় দখল হয়েই গিয়েছে। অনির্বাণ ঢুকেই পানীয়ের কাউন্টারের দিকে ঢুঁ মারতে গেল। যূনীর বাবা যেমন এই ক্লাবের সদস্য, অনির্বাণের বাবাও তেমনই এই ক্লাবের সদস্য। ফলে রাহুলরা আজ যূনীদের অতিথি। তবে খাদ্য-পানীয়ের জন্য যে-যার পকেট থেকে টাকা বের করে কুপন কাটবে, এমনটাই ঠিক করা আছে। অতীতেও এরকম করা হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মঞ্চে হাজির হল ডি জে আকাশ। 'ধুম মচা দে' গানটা বাজতেই সকলে উত্তাল হয়ে ছুটল ফ্লোরের দখল নিতে। যূনীরাও ঢুকে পড়ল হুড়মুড় করে। সে নাচতে লাগল নেহার সঙ্গে। দারুণ নাচে নেহা, কত্থক শেখে কিনা শাশ্বতীদির কাছে। ঘুরে-ফিরে সকলের সঙ্গেই নাচছে যূনী। নাচতে নাচতে দম নেওয়ার ফুরসত পাচ্ছে না। এখন সে নাচছে অনির্বাণের সঙ্গে। সাইকোডেলিক আলোয় ভেসে যাচ্ছে তারা দু'জন। যূনীদের কারওরই পাবলিক নাইট ক্লাবে যেতে ভাল লাগে না। ওখানকার ভিড়টা পাঁচমিশালি। বেশিরভাগই আসে অল্প পোশাক পরা মেয়েদের দেখতে আর মদ খেতে। ক্লাবের ব্যাপারটা ঠিক সেরকম নয়। এটা হল পরিবার নিয়ে আনন্দ করার জায়গা। আনন্দ, ফুর্তি নয়! এই যেমন এখন এক কোণে রণবীর আঙ্কল আর তাঁর ছেলে যশ একসঙ্গে নাচছে!

কিছু একটা বলছে অনির্বাণ। কী বলছে বোঝা যাচ্ছে না।

'কী বললি?' নাচতে নাচতেই জিজ্ঞেস করল যূনী।

অনির্বাণ বলল, কিন্তু যূনী শুনতে পেল না। সে তখন অনির্বাণের কাঁধে দু' হাত রেখে নিজের কানটা চেপে ধরল অনির্বাণের মুখে, 'আবার বল।'

'যূনী, লেট আস মেক লাভ টু ইচ আদার', বলল অনির্বাণ, 'তোকে আজ দারুণ হট দেখাচ্ছে, আউট অফ কন্ট্রোল হয়ে যাচ্ছি!'

যূনী গাল টিপে দিল অনির্বাণের, 'রিয়্যালি?'

'সত্যি বলছি।'

BanglaBook.org

'তোর কোনও এক্সপেরিয়েন্স আছে?'
'একটা আছে। তোর? সত্যি বলবি!'
'না, নেই।'
'চল তোকে শেখাই, হাউ টু মেক লাভ।'
'কখন? কীভাবে?'
'ওরা নাচুক, আমরা গাড়িতে চলে যাই!'
'গাড়িতে? ধ্যাৎ!' হেসে উঠল যূনী।
'কেন গাড়িটা খারাপ কী?'
যূনী একটু ভাবল, তারপর বলল, 'আজ নয়, অন্য দিন!'
'কেন?'
'আজ তো নাচতে এসেছি, তা-ও একা নয়, এতজন মিলে এসেছি। আজ অন্য কিছু কেন করব? আজ খালি নাচব!'
নাচতে নাচতে দু'জনে ফ্লোরের মাঝখানে চলে এসেছে। যূনী খুবই উৎসাহী হয়ে কথা বলছে অনির্বাণের সঙ্গে। অনির্বাণ তার শরীরকে ভালবাসতে চেয়েছে। তারও এ-ব্যাপারে আগ্রহ আছে। নিজের শরীরকে, পুরুষের শরীরকে সে আবিষ্কার করতে চায়।
ফেরার সময় তাকে নামাতে এসে রাহুল-নেহারা গাড়িতেই বসে রইল। একা অনির্বাণ এল তাকে সিঁড়ি অবধি এগিয়ে দিতে এবং ল্যান্ডিংয়ে দাঁড়িয়ে তাকে চেপে ধরে চুমু খেল। যূনী তৈরিই ছিল। চলে যেতে যেতে অনির্বাণ বলল, 'উই উইল অ্যারেঞ্জ সামথিং দিস উইক, যূনী। কিছু একটা ভেবে তোকে জানাচ্ছি। ভুলিস না! পিছিয়ে যাস না।'
দোতলা অন্ধকার। বাবা-মা ঘুমোচ্ছে। সে লাফাতে লাফাতে তিনতলায় উঠল। অনির্বাণ তার দশ বছরেরও পুরনো বন্ধু। সেই স্কুল থেকে দু'জনে দু'জনকে চেনে।

BanglaBook.org

॥ ২ ॥

সকালবেলা ব্রেকফাস্ট টেবিলে যূনী দেখল, মা গম্ভীর। সে জিজ্ঞেস করল কী হয়েছে? মা বলল, কিছু না। তার মনে হল মা রেগে গিয়েছে খুব। কিন্তু রাগটা যুক্তিসঙ্গত হচ্ছে কি না তা যেন নিজেই বুঝতে পারছে না। সকালে তার অনেক কাজ ছিল। সে মাস কমিউনিকেশনের ছাত্রী। কলেজ থেকে ফিরতে ফিরতে যূনীর প্রায় চারটে বেজে গেল। দুপুরের খাওয়ার সময় তখন পার হয়ে গিয়েছে। তবু নমিতাদির অনুরোধে সবজি, ডাল, মাছ সবকিছুর উপর চারটে পাঁচটা করে ভাত ছড়িয়ে-ছড়িয়ে খেতে লাগল সে। খাওয়ার পর ফ্রিজ থেকে একটা চকোলেট বের করে খেতে খেতে ফিরল নিজের ঘরে। কম্পিউটার চালু করে চেয়ার টেনে বসবে, ঘরে ঢুকল মা। মুখ দেখে মনে হল না সকালের মতো এখন আর রেগে আছে মা।

'স্নান করলি না?' মা জিজ্ঞেস করল।

'সন্ধেবেলা বেরোব। তার আগে স্নান করে নেব।'

'কোথায় বেরোবি?'

'ফোরামে যাব, একটা সিনেমা দেখব।'

'কে কে?'

'সবাই! নেহা, অনির্বাণ, সকলে মিলে।'

'অনির্বাণের সঙ্গে তোর বোধহয় একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, তাই না যূনী?'

যা ধরেছিল, ঠিক তাই। মা কাল কিছু দেখে থাকবে!

'হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন করলে মা?' অস্বস্তি নিয়েই মা'র দিকে তাকাল যূনী।

'কাল আমি তোমাদের একটা বিশেষ অবস্থায় দেখেছি। ইউ ওয়ার কিসিং ইচ আদার।'

শুকনো গলা মায়ের। তার নার্ভাস লাগল। মা আবার বলল, 'সেইজন্যই আমি জানতে চাইছি, তুমি কি ওকে ভালবাস?'

'অনির্বাণকে? না তো।'

'আর অনির্বাণ? ও তোমাকে ভালবাসে?' মা যেন হতভম্ব।

BanglaBook.org

'না ওর তরফে কখনও কোনও হিন্ট তো পাইনি! ভালবাসার কথা তোলেনি তো!'

'তা হলে তোমরা শারীরিক সম্পর্কের দিকে কীভাবে এগোচ্ছ?' মা বসে পড়ল সোফায়।

'ভাল না বাসলে কি শারীরিক সম্পর্ক হতে পারে না?'

'হতে পারে? হতে পারে বলে তুই মনে করিস যূনী?'

'আমি তোমার সঙ্গে কতটা খোলাখুলি কথা বলতে পারি মা?'

'তুমি বলো যূনী, সব কথা মন খুলে বলো আমাকে। আমি জানতে চাই তোমার বিশ্বাসটা কী? তোমার দৃষ্টিভঙ্গিটা কী?'

'আমি কি ভুল করছি? শুধু জীবনটাকে চেনার বা জানার জন্য একটা ছেলের কাছাকাছি যেতে পারি না আমি? সেটা ভুল?'

'যদি তুমি ভাল না বেসেও কারও সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক পর্যন্ত যেতে পারো, তা হলে সেটাকে ভুল বললে কিছুই বলা হবে না প্রায়। কেন না, কোথায় ভুল তা তোমাকে বোঝানো অসম্ভব। শুধু যদি তুমি কখনও কারও প্রেমে পড়ো, তখনই বুঝবে, বিনা প্রেমে শারীরিক সম্পর্ক কতখানি ভুল ও অসম্ভব।'

'তুমি কী চাও মা? আমার শরীর পবিত্র থাকুক? তুমি কি চাও আমার শরীর আমি সযত্নে একটা উঁচু তাকে তুলে রাখব যাতে কবে অজানা, অচেনা একটা ছেলে আমাকে বিয়ে করে ধন্য করে? এটা কি খুব খারাপ একটা ধারণা নয়? কারও জন্য নিজের শরীর রক্ষা করে রাখার মধ্যেই কি বেশি শরীর-শরীর গন্ধ লুকিয়ে থাকে না?'

'আমি শুধু চাই, তোমার জীবনে প্রেম আসুক, যূনী। তুমি ভালবাস কাউকে, তুমি ভালবাসার দরজা দিয়ে শরীরের পূর্ণত্ব আবিষ্কার করো! বিয়েও তো অনেকটা তারই প্রতিচ্ছবি।'

'শরীর শরীর, মন মন! আমি জানি না এই দুটোকে মিশিয়ে ফেলার আদৌ কোনও প্রয়োজন আছে কিনা', বলে উঠল যূনী।

এর কিছুদিন পরে, যখন মা'র কথাগুলো ভুলতেই বসেছে, তখন কলেজে একদিন যূনীর সঙ্গে আলাপ হল উদিতার দাদা অভ্যুদয়ের। আলাপটা হল, আর স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তারা এগিয়ে গেল পরস্পরের দিকে। যেন

BanglaBook.org

এমনটা ঘটতই বলে মনে হল যূনীর, যেন এটাই ছিল তাদের অবধারিত নিয়তি। এই দেখা হওয়া, পরিচিত হওয়া, বন্ধু হওয়া আর তারপর একটা ভোরে আচমকা আবিষ্কার করা যে সারারাত যূনী মোটেই ঘুমোয়নি, কেবলই অভ্যুদয়ের কথা ভেবেছে সারারাত ধরে। তখন সমস্ত সূক্ষ্মতম প্রেমের কারুকার্য ফুটে উঠল তার মনে। সে বুঝল, সে প্রেমে পড়েছে, ভালবেসেছে কাউকে। অথবা 'কাউকে' নয়, নির্দিষ্ট একজনকেই, বিশেষ একজনকেই, অভ্যুদয়কে। আর যূনীর আঠারো বছরের জীবনে সেই প্রথম হাতধরার প্রশ্নে, চুম্বনের প্রশ্নে, আলিঙ্গনের প্রশ্নে কল্পনায় যুক্ত হয়ে যাচ্ছে একটা মুখ। সেটা অভ্যুদয়েরই!

॥ ৩ ॥

স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে রাইট টার্ন নিতে নিতে অনির্বাণ বলল, 'অভ্যুদয় কবে ফিরবে ভুবনেশ্বর থেকে?'

'পরশু! আমি ওকে যা মিস করব না! অভ্যুদয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হওয়ার পর এই প্রথম টলিতে একটা গেট-টুগেদার হচ্ছে আর ঠিক এখনই ও শহরে নেই। খুব মনখারাপ লাগছে আমার।'

পদ্মা বলল, 'ব্যস। হয়ে গেল! শুরু করে দিলি! আমি ভেবেছিলাম, তুই একটু অন্যরকম হবি! কেন রে, বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে না থাকলে কি আনন্দ হয় না? আগে তো আমরা কত ঘুরেছি, হইহই করেছি। সেসব দিনগুলোয় কি তুই এনজয় করতিস না?'

'তা কেন? আনন্দ করব বলেই তো আসা। কিন্তু ওর সঙ্গে নাচতে পারলে কত ভাল হত বল!'

'ছাড় ছাড়, সব জানি। আমরা এখন তোর কেউ না!' মুখ বেঁকিয়ে বলল পদ্মা।

তখন হঠাৎ অদ্ভুত চোখে তাকাল অনির্বাণ যূনীর দিকে, 'অভ্যুদয় আমাদের যূনীকে কেড়ে নিয়েছে পদ্মা!'

BanglaBook.org

প্রচণ্ড ভিড় টলি ক্লাবে। অনির্বাণকে গাড়ি রাখতে অনেক বেশি কসরত করতে হল। ওদিকে যূনীরা শুনতে পেল, 'কাঁটা লগা!' আর আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে হল্লা উঠল অমনই। যূনীরা পড়িমরি করে ছুটল ফ্লোরের দিকে, নাচবে বলে।

নাচতে নাচতে একসময় অনির্বাণ তার কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'আমি কিন্তু আজ তোর সঙ্গে ভীষণ মিসবিহেভ করব। আজ আমি একদম পাগল হয়ে যাচ্ছি।'

সে হাসল জোরে, 'বদমাইশি করলে এক থাপ্পড় খাবি। যা না, একটু কাবাব-টাবাব কী পাওয়া যাচ্ছে নিয়ে আয় না! আমার খিদে পেয়েছে।'

'ওসব পরে হবে, তুই সরে আয় আমার কাছে।' অনির্বাণ হাত ধরল তার। ঠিক তখনই যেন ঝাঁকুনি লাগল যূনীর শরীরে। অনির্বাণের স্পর্শ তার ভাল লাগল না, অসহ্য লাগল! চকিতে মনে পড়ল তার, সেদিন বলা মায়ের কিছু কথা! হ্যাঁ, অভ্যুদয়ের স্পর্শের চেয়ে অনির্বাণের স্পর্শ কত আলাদা! অভ্যুদয় ছুঁলে সে মুহূর্তে কাতর হয়ে পড়ে, কারণ সেই স্পর্শ যূনী নিজের প্রেম দিয়ে রচনা করেছে। অনির্বাণ সেখানে কিছুই না!

যূনী রেগে গেল, 'প্লিজ হাত ছাড়, অনির্বাণ।'

'তোর সঙ্গে আমার কী কথা ছিল ভুলে গিয়েছিস, যূনী?'

'গো টু হেল অ্যান্ড ডোন্ট টাচ মি,' বলে এক ঝটকায় নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ডান্স ফ্লোর ছেড়ে হনহন করে ঘাসে নেমে এল যূনী। আর তারই শেষতম বাক্যের প্রতিধ্বনির মতো তখন বেজে উঠল সেই গানটা, যাতে একটা মেয়ে বারবার বলে ওঠে, 'ডোন্ট টাচ মি, ডোন্ট টাচ মি, ডোন্ট টাচ মি!'

যূনী এগোতে লাগল পানীয়ের কাউন্টারের দিকে। গলাটা একদম শুকিয়ে গিয়েছে, মাথাটা ঝাঁ-ঝাঁ করছে।

ঢকঢক করে জল খেল সে। তারপর একটা মকটেল নিয়ে ঘাড় ঘোরাতে দেখল, অনির্বাণ।

সে তর্জনী তুলল, 'ডোন্ট ডেয়ার টাচ মি, অনির্বাণ!' পিছিয়ে গেল যূনী দু'পা।

'ওরকম ঝটকা দিলি কেন? আই ফেল্ট ইনসালটেড,' চেঁচাল অনির্বাণ।

BanglaBook.org

কিছুক্ষণ কোনও কথাই বলতে পারল না যূনী। 'আমি তোকে মলেস্ট করছিলাম না অন্তত। আমি ভেবেছিলাম, তোর ভাল লাগছে,' আবার বলল ছেলেটা।

যূনী তাকাল অনির্বাণের দিকে। তার দু' চোখে জল, 'সত্যিই তোর কোনও দোষ নেই রে! শোন অনির্বাণ, একটা সময় আমি কাউকে ভালবাসতাম না। অনেকটা মুক্ত পাখির মতো ছিলাম। কিন্তু এখন আমি অভ্যুদয়কে ভীষণ ভালবাসি। এখন আমি পুরোপুরি ওর হয়ে গিয়েছি। কেউ জোর করেনি আমাকে, আমি নিজেই এটা করেছি। আর তাই এখন আমি নিজেকে প্রোটেক্ট করতে চাই ওর জন্য— আমার শরীর, মন, সবকিছুই ওর হয়ে গিয়েছে', যূনী হাত রাখল পুরনো বন্ধুর হাতে, 'এটা একটা চয়েস বলতে পারিস! আর কারও স্পর্শ আমার আর ভাল লাগবে না। আমি শিয়োর, তুই কাউকে সত্যি সত্যি ভালবাসলে তোরও এটা হবে। তখন আমি বললেও তুই আমার কাছে ঘেঁষবি না!'

অনির্বাণ শান্ত হয়ে গিয়েছে, যেন সব বুঝে গিয়েছে, যা যূনী বলতে চায়। 'তুই খুব ভাল মেয়ে যূনী, সত্যিই খুব ভাল মেয়ে। কিন্তু হতে পারে আমি তোকে বোঝাতে পারিনি যে, এতগুলো বছর ধরে আমিও তোকেই ভালবেসেছি।'

BanglaBook.org

উনিশ কুড়ি, শরৎ ২০০৫

সাহানা বা শামিম

৯/১১-র সময়ও সাহানা নিয়মিত মাছ কিনেছে। যখন গোধরা কাণ্ড ঘটেছে এ-দেশে তখনও কিনেছে। পরমেশের অনুপস্থিতির সুযোগে সে প্রতি সময়ই কিনব না, কিনব না করেও কিনে ফেলেছে মাছ। কাশ্মীরে রোজই কত লোক মরছে, ইরাককে তছনছ করে দিচ্ছে আমেরিকা। বাংলাদেশে আশ্রয় পাচ্ছে আই এস আই মদতপুষ্ট জঙ্গিরা, এমনকী কলকাতাও আর নিরাপদ নয়। হাওয়ায় কত জায়গায় গুজব, পথে বেরোলে ভয়, ভিড়ে ঠাসা জায়গায় দাঁড়াতে অস্বস্তি, সিনেমাহলে ঢুকে দমবন্ধ লাগা— এ সব সত্যকে এড়িয়েও সাহানা মাছ কিনেছে!

বাজারে ঢুকে সাহানা এদিক-ওদিক তাকায়, তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় সেখানে, যেখানে মাছ বিক্রি হচ্ছে। মাছ কেনে, ব্যাগে ভরে, বাড়ি আসে। সবটাই ঠোঁট টিপে করে। সতর্কভাবে করে। মাছের টুকরোগুলো ধুতে ধুতেও তার হাত কাঁপতে থাকে।

প্রতি বারই তাই হয়। মাছ কেনা থেকে শুরু করে, বিগ শপার-এ ভরে বাড়িতে আনা তারপর সন্তর্পণে সেগুলোকে ধুয়ে আঁশ সমেত নানা বর্জ্যগুলো নিখুঁত হাতে তুলে নেওয়া ও তার বহুতল থেকে পাশের ভাঙাচোরা ব্রিটিশ আমলের বাংলোটার ডুমুর-জঙ্গলে ছুড়ে ফেলা অবধি তার হাত কাঁপতে থাকে, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়, মাথা ঘোরে!

আর যখন মাছ ভাজে সে— কী নিদারুণ আত্মপীড়ন। প্রতি মুহূর্তে তার মনে হয়, পরমেশ তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে, চেঁচাচ্ছে 'ফ্লেশ, ফ্লেশ'। আঁতকে আঁতকে ওঠে সে। মনে হয়, ভয়ে ভয়ে একটা কাণ্ড ঘটাবে। অসাবধানে পুড়ে মরবে নিজেই। তখন মাছ ভাজার গন্ধের সঙ্গে মিশে যাবে তার পোড়া মাংসের গন্ধ।

BanglaBook.org

কিন্তু মরেও মুক্তি হবে না। ফরেনসিক রিপোর্ট ঠিকই বলে দেবে যে সে মাছ ভাজতে ভাজতে পুড়ে গেছে। তখন মৃতের প্রতি যে নির্লিপ্ত শ্রদ্ধা, প্রেম মানুষের থাকে তাও লুপ্ত হবে পরমেশের মন থেকে। তার ছবি-টবি কোথাও থাকলে বিশ্বাসঘাতক বলে সেসব ছুড়ে ফেলে দেবে পরমেশ। তারপর যত দিন বেঁচে থাকবে ঘৃণা করবে সাহানাকে।

এসব ভাবতে ভাবতে সাহানা মাছ রাঁধে। রাঁধা হয়ে গেলে কেমন যেন বিহ্বল দশা হয় তার। সামলাতে পারে না নিজেকে— ভাত দিয়ে মেখে মেখে ভয়ংকর তৃপ্তি সহকারে খায়। কিন্তু খেয়ে উঠেই হাঁপায় আবার। আসলে ভয় ভীষণ ভারী পাথরের চাঁইয়ের মতো চেপে বসে থাকে তার বুকে। যতক্ষণ না খাওয়া শেষ করে লিকুইড ডিশ ওয়াশার দিয়ে বাসন-কোসন, কড়াই, খুন্তি, টেবিল, আভন মায় সমস্ত কিচেন পর্যন্ত ঝকঝক করে ধুয়ে ফেলছে সে, ততক্ষণ চোখের পলক পর্যন্ত ফ্যালে না। রুম ফ্রেশনার ছড়ায় ঘরে ঘরে, সিঙ্কে ফিনাইল ঢালে। প্রতিটি কাঁটাকুটো নখ দিয়ে দিয়ে খুঁটে তুলে পলিপ্যাকে ভরে আবার পাশের জমিতে ছুড়ে দেয়। আর হাতে সাবান দেয়, মাউথ ফ্রেশনার দিয়ে মুখ ধোয়, চুলে শ্যাম্পু মাখে— স্নান করে! স্নান করে!

তারপর চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে বাইরের বাতাসে জোরে জোরে নিশ্বাস নেয় সাহানা। নিয়ে আবার ঘরে গিয়ে বড় বড় করে শ্বাস টানে— গন্ধ আছে এখনও? ফ্রেশ স্মেল? আছে?

BanglaBook.org

গন্ধ কিছুমাত্র থাকে না। তবু আর একবার সে রুম ফ্রেশনার ছড়ায় ঘরে ঘরে, হাতের পাতা উলটে-পালটে শোঁকে। মাঝে মাঝে এত উৎকণ্ঠা সহ্য করতে না পেরে সাহানা রসুন থেঁতো করে তেলে ভেজে ফেলে। সমস্ত গন্ধ তাতে নিশ্চিত রূপেই চাপা পড়ে যায়।

কিন্তু পরিস্থিতি এরকম আদৌ ছিল না, যখন তাদের আলাপ হয়েছিল, কথা দেওয়া-নেওয়া হয়েছিল। প্রেমের সেসব দিনগুলোয় মাছটা তার কাছে তেমন কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে হয়নি। এমনকী পরমেশের জীবনের অংশ হতে গিয়ে সে কোনও ত্যাগের পথে হাঁটছে এমনটাও মনে হয়নি তার। সে খুব স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেছিল ব্যাপারটা। যদিও আজ

সে বুঝতে পারে যে ব্যাপারটা সে স্বাভাবিকভাবে নিতে চেয়েছিল— আসলে পারেনি।

পরমেশ তাকে বলেছিল, 'আমি নিরামিষাশী। বাড়িতে তুমি কিন্তু কোনও আমিষ খাদ্য খেতে পারবে না।'

সে জিজ্ঞেস করেছিল, 'বাইরে খেতে পারব?'

পরমেশ দু'মুহূর্ত চুপ করে থেকে কাঁধ ঝাঁকিয়েছিল, 'চিকেন খেলে আই ওন্ট মাইন্ড। বাট ইন কেস অফ ফিশ— মাছটা তোমাকে ঘরে-বাইরে সর্বত্রই খাওয়া ছাড়তে হবে। মাছের গন্ধ আমি একেবারেই সহ্য করতে পারি না সাহানা। দেন অ্যান্ড দেয়ার বমি হয়ে যায়। এত শরীর খারাপ হয় যে অতীতে আমাকে এ কারণে হসপিটালে পর্যন্ত যেতে হয়েছে। আই হেট ফিশ। মোর ওভার সাহানা, যে মেয়ে মাছ খায় আমি তাকে চুমু খাওয়ার কথা বা তার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করার কথা ভাবতেও পারি না। আই কান্ট এন্টার ইন আ বডি হুইচ ইজ সাম ওয়ে অর দি আদার ফিশি!' বলে বাঁ হাতের মধ্যমা আর তর্জনী দুটো তুলে ধরে নাড়িয়ে ফিশি শব্দটাকে দু'রকম ভাবেই তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল পরমেশ।— 'সো ইউ হ্যাভ টু গিভ ইট আপ!'

সাহানা পরমেশকে ভালবেসে ফেলেছিল তত দিনে। শুধু ভালবাসা এক জিনিস, কিন্তু সাহানা মানসিকভাবেও পরমেশের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল আসলে তখন। বুঝেছিল পরমেশকে পেতে হলে মাছ তাকে ছাড়তে হবে। সে অনিবার্য সহজতার সঙ্গে নিজের মন থেকে মাছের আকাঙ্ক্ষাই নির্মূল করেছিল। পৃথিবীর বাকি তাবৎ খাদ্যের প্রতি তাকিয়েছিল চোখ তুলে। দু'বছর সে মাছ খায়নি। তারপর আবার তাকে পেয়ে বসল মাছের আস্বাদ।

এবং সে মাছ খেতে শুরু করল লুকিয়ে লুকিয়ে, আর পরমেশকে ভয় পেতে শুরু করল। কেননা, সে পরিষ্কার করে জানত তার মাছ খাওয়ার কথা জানতে পারলে তার আর পরমেশের সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে। অথবা সে-রকম দাঙ্গাই লাগবে কোনও যে-রকম দাঙ্গার কথা আমরা জানি। যত সাহানা পরমেশকে ভয় পেতে লাগল ততই সে ঘৃণাও করতে লাগল

BanglaBook.org

পরমেশকে। ঘৃণা! কিংবা বলা যায় যত সে মাছ এবং মাছ যারা খায় তাদের প্রতি পরমেশের ঘৃণা টের পেল, তত মাছ যারা খায় না তাদের প্রতি নিজের ঘৃণাকে সমপরিমাণে ফিরিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠল। যেন একটা দায় টের পেল সে। একটা আমিত্বের রসদ টের পেল যা পরমেশের প্রতি বিরুদ্ধ, বিতৃষ্ণ। সে বলল নিজেকে— 'যারা মাছ খায় আর যারা মাছ খায় না, তারা ভয়ংকর রকম আলাদা, তারা অসম্মানজনকরূপে পৃথক।' যখন মাছের প্রতি তার ভাবালুতা ক্রমশ বেড়ে উঠছে তখন সে পরমেশের সঙ্গে ভয়ে ভয়ে তর্ক করত, 'পরমেশ', বলত সে, 'তুমি মাছ খেতে পছন্দ কর না বলে, তোমার মাছের গন্ধ অসহ্য লাগে বলে আমি কেন মাছ খাওয়া থেকে বঞ্চিত হব? তোমার আচরণটা আমার ওপর চাপিয়ে দেবে কেন তুমি? আমি তো তুমি নই, আমি তো আলাদা একজন মানুষ, আমি তো আলাদা একজনই থাকব! এটা কি তোমার ভুল হচ্ছে না, পরম?' পরমেশ রেগে যেত। চূড়ান্ত সমর্পণের কথা বলত তাকে। বলত, 'আমি ভুল হলেও এ ক্ষেত্রে তোমার কাছ থেকে কোয়েশ্চেনলেস সাবমিশন আশা করব আমি। মনে রেখো, এই সম্পর্ককে সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ অবস্থায় রাখতে হলে এ ছাড়া আর কোনও পথ নেই। না হলে, তুমি জানো, খারাপ যা কিছুই হতে পারে, তখন তুমি আমাকে দোষী কোরো না।'

মনীশ, সাহানার প্রাক্তন প্রেমিক, ঠিক এই সময়ই ফিরে এল সাহানার কাছে। যেহেতু ঘৃণা জিনিসটা চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ে এবং ঘৃণার কারণগুলো আবছা হয়ে যেতে থাকে, অথচ ঘৃণিতই হয়ে ওঠে প্রধান, সেহেতু পরমেশকে ঘৃণা করে গোপন এক সম্পর্ক প্রায় অপ্রয়োজনেই তৈরি করল সাহানা মনীশের সঙ্গে।

একদিন বন্ধুদের দেওয়া ঘরোয়া পার্টিতে পরমেশ মাছ, মাংস খাওয়ার তীব্র বিরোধিতা করল। বলল, 'এই মাছ মাংস খেতে ভাল লাগার চরম অবস্থাটাই তো ক্যানিবালিজম! মানুষের মাংসই তো সবচেয়ে সুস্বাদু!' সেদিন বন্ধুর বাড়ির টয়লেটে বসে হু হু করে কাঁদল সাহানা বহুক্ষণ। তারপর রাগে দাঁতে দাঁত পিষল— 'ঘৃণা? এত ঘৃণা?' বাড়ি ফেরার পথে গাড়িতে পরমেশের মুখটা সবুজ গলা গলা একটা পদার্থ দিয়েই তৈরি বলে মনে হল তার। পরের দিন সে মাছও রাঁধল, মনীশের কোলে বসে সেই মাছ খেলও।

BanglaBook.org

তারপর সেই প্রথম বার পরম ঘৃণায় ভর দিয়ে মনীশকে দেহদান করল। কিন্তু সে বুঝতে পারছিল এই ঘৃণা সবটাই তার একার ওপর কার্যকর হচ্ছে। ঘৃণার কিছুই যেহেতু পরমেশ টের পাচ্ছিল না, দুঃস্বপ্নের এই ঘৃণার সম্পর্কে কোনও ধারণা যেহেতু পরমেশের ছিল না, সেহেতু এই ঘৃণা যে বহন করছিল সে অন্য কেউ নয়, একা সাহানা। বেচারি সাহানা! সে-ই ঘৃণা করল, আবার সে-ই ঘৃণার প্রকোপে ভুগতে লাগল। ঠিক যেমন ঠকানো ব্যাপারটা, যে ঠকে সে যতক্ষণ অবহিত না থাকে নিজের ঠকা সম্পর্কে ততক্ষণ ঠকার ভার তাকে কিছুই বহন করতে হয় না, যে ঠকায় সবটাই সে-ই বহন করে। আবার যে ঠকে সে যে মুহূর্তে সকল ঠকে যাওয়ার তথ্য জেনে যায় অমনি সে আর ঠকে না। অথচ তখনও যে ঠকিয়েছে সে ঠকানোর সমস্ত ভার পূর্ববৎ বহন করেই চলতে বাধ্য হয়! অর্থাৎ মানুষ ঠকায়, কিন্তু মানুষ কখনও ঠকে না— বিষয়টা একতরফাই ঘটে।

ঠিক তেমনই সাহানা পরমেশকে ঠকাল, কিন্তু পরমেশ ঠকল না। সাহানা ঘৃণা করল, কিন্তু পরমেশ ঘৃণিত বোধ করল না। সাহানা নিজের ঘৃণায় নিজেই অষ্টপ্রহর জবজবে হয়ে রইল। অথচ পরমেশ দিনে-রাতে যখনই সাহানার ঘনিষ্ঠ হতে চাইল সাহানার মুখে কখনও স্ট্রবেরির গন্ধ, কখনও গুলাবজামের গন্ধ, কখনও মিন্টের গন্ধ পেয়ে শরীর সম্পূর্ণ শিথিল করে দিয়ে নিবিড় চুম্বনে প্রবিষ্ট হতে পারল এবং বলতে পারল, 'সানা, তুমি কি আমাকে এখন আর ভালবাস না? নইলে তোমার মুখের ভেতরটা এত ঠান্ডা কেন?'

অন্য দিকে সাহানা কিনে আনা মাছ প্রায় দিনই রাঁধতে গিয়ে টের পেতে লাগল— পচা! ভীষণ পচা! মনীশের সঙ্গে মিলিত হতে গিয়ে টের পেল মনীশকে সে চায় না, পরমেশের সঙ্গে সঙ্গমকালে ভুগল অপরাধবোধ ও অশান্তিতে, ভয়ে— বাকি সময়টাকে সে পূরণ করল ঘৃণা দিয়ে। অব্যক্ত, অনুচ্চারিত ঘৃণা যা ক্রমশই নিষিদ্ধ আনন্দের সীমা অতিক্রম করে বাসি মাছের মতোই পচে উঠছিল। অথচ সাহানা যার থেকে কোনও কাঁটা আঁশ পর্যন্ত বেছে তুলে ছুড়ে ফেলতে পারছিল না। পরমেশ আর সে যে কুৎসিত রকমের আলাদা এই সত্য বিস্মৃত হতে পারছিল না!

৭/৭-এর দিন পরমেশ লন্ডনে ছিল। দুপুরে পুবালি ফোন করে

BanglaBook.org

বিস্ফোরণের কথা প্রকাণ্ড উদ্বেগের সঙ্গে জানানোর আগে অবধি সাহানা কিছুই জানত না, কারণ সে টিভি খোলেনি।
সে পাগলের মতো পরমেশকে মোবাইলে ধরতে চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু একটা রেকর্ডেড ভয়েস তাকে বার বার শোনাল যে 'দা সাবস্ক্রাইবার ইজ আউট অব রিচ অ্যাট দিস মোমেন্ট...।'
তার বন্ধুরা একে একে জড়ো হতে লাগল। মনীশ, পুবালি, তুষার, বসুন্ধরা। যে যেভাবে পারল চেষ্টা করতে লাগল পরমেশের একটা খবর পাওয়ার। কিন্তু সন্ধে গড়িয়ে রাত হয়ে এল, না পরমেশের কোনও খবর পাওয়া গেল, না পরমেশের দিক থেকে এল কোনও খবর!
সমস্ত বন্ধুরা মিলেও কিছুতেই সামলাতে পারছিল না সাহানাকে। সে উন্মাদের মতো আচরণ করছিল। ঠিক কী যে বলছিল সাহানা তা বুঝতে পারলেও তার অর্থ বোধগম্য হচ্ছিল না কারও।
সাহানা বলছিল, 'পরমেশকে মেরে ফেলল আমার ঘৃণা, আমার প্রাণপণ ঘৃণা!' ক্রন্দনরত সে আরও বলছিল, 'আচ্ছা, এতখানি ঘৃণার কি কোনও প্রয়োজন ছিল?'
দিন কাটল ঝড়ের বেগে। পরমেশ ফিরল না। সাত-আট দিনের মাথায় সাহানা, পরমেশের দিদি-জামাইবাবুর সঙ্গে লন্ডনের ফ্লাইটে চড়ে বসল। এবং ফিরে এল খালি হাতে।
কোথাও পরমেশের কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। কোনও চিহ্ন নেই পরমেশের। এমনকী পরমেশ মৃত কি না, তা-ও বলা যাচ্ছে না!

মাস দুয়েক পরে মনীশ একদিন এল সাহানার কাছে। সাহানা মনীশকে পেয়ে জড়িয়ে ধরল তার হাত। বলল, 'মনীশ আমি ধর্মান্তরিত হচ্ছি, আমি মুসলমান হয়ে যাচ্ছি।'
মনীশ এত বেশি অবাক হল যে কিছু বলতেই পারল না। ভেবেই পেল না পরমেশের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার শোকের সঙ্গে এর কী যোগ আছে, বা আদৌ আছে কি না! সাহানা বলে চলল, 'মনীশ, পরমেশ চূড়ান্ত সমর্পণের কথা বলত। বলত, যতক্ষণ না তুমি আমি হতে পারছ ততক্ষণ কিছুতেই এই সহাবস্থান চলতে পারে না। আমি তখন রাগে-বিস্ময়ে বলতাম, পরম,

BanglaBook.org

সেটা তো আমিও তোমাকে বলতে পারি।'

ও মাথা নাড়ত। বলত, 'আলটিমেট সাবমিশন মানে, প্রশ্নাতীত সমর্পণ। যেখানে কোনও প্রশ্ন ওঠারও জায়গা থাকে না! প্রশ্নমাত্র থাকে না!'

'মনীশ, এখন যখন পরমেশ আর ফিরবে কি না আমি জানি না, তখন পরমেশের ফেরার অপেক্ষায় আমি সেই চূড়ান্ত সাবমিশনের একটাই পথ বের করেছি। একটা মাত্র খোলা পথ। দু'দিন বাদেই এক প্রবীণ মুসলমান ধর্মগুরু আমাকে মুসলমান বলে চিহ্নিত করে দেবেন। আমার নাম হবে শামিম।'

মনীশ সম্ভবত এবার কিছুটা বুঝতে পেরে সাহানার চুলগুলো সরিয়ে দিল মুখ থেকে। বলল, 'সাহানা, আর কি কোনও পথ নেই?'

'না, নেই। নেই মনীশ! কোনও শর্টকাট নেই। কোনও বার্গেন করার জায়গা নেই। এর কমে 'আমি', 'তুমি' হতে পারব না। সব প্রচেষ্টা বৃথা যাবে। কমপ্লিট সাবমিশন মানে তো এই-ই, মনীশ। পরমেশ ফিরে এলে বুঝবে যে দেরি করে হলেও এত দিন পরে আমি ওকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে পেরেছি।'

পাঠক, এ গল্প নিয়ে আপনি কোনও প্রশ্ন তুলবেন না। আপনি কোনও প্রশ্ন তোলার আগেই আমি মনে করিয়ে দিতে চাই যে, এটা একটা প্রশ্নাতীত সমর্পণের গল্প।

BanglaBook.org

আনন্দবাজার পত্রিকা, রবিবাসরীয় ২ অক্টোবর ২০০৫

মল্লার আর মল্লিকা শেরাওয়াত

মল্লারের কথা

আমার ঘর থেকে টুলটুলদির ঘরটা অনেকটাই দেখা যায়। কখনও যদি মোটা ভারী পরদাগুলো টেনে দিতে ভুলে গিয়েই পোশাক বদলায় টুলটুলদি কিংবা সিগারেট ধরায় অথবা গৌরীশদাকে চুমু খায় জড়িয়ে ধরে, আমি দিব্যি সেসব দৃশ্য আমার বিছানায় শুয়ে বসে দেখতে পাই! পোশাক বদলানো বা মনোজকাকা, সহেলি কাকিমাকে লুকিয়ে একটু সিগারেট টানা বা আরও ছোট ছোট কিন্তু অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যবহার, যা একজন যুবতী নারী নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘটিয়ে থাকে— দেখতে দিব্যি ভালই লাগে আমার। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় যখন গৌরীশদা আদর করে টুলটুলদিকে কিংবা টুলটুলদি নানাবিধ দুষ্টুমি করে গৌরীশদার সঙ্গে, তখন। আমার যেন সেগুলো দেখতে একটু অস্বস্তি-অস্বস্তি হয়। সামান্য জ্বালা-জ্বালা করে বুকের ভিতরটা!

এমনিতে গৌরীশদা আমার হট ফেভারিট। আমার কেন, আমার বয়সি এ পাড়ায় যত ছেলেমেয়ে আছে, তাদের সকলেরই দারুণ পছন্দ গৌরীশদাকে। পড়াশোনায় ব্রিলিয়ান্ট, টল, হ্যান্ডসাম, খেলাধুলোয় চৌকস, সেই সঙ্গে গুড অর্গানাইজার। পিকনিক বলো, স্পোর্টস বলো, ২৩ জানুয়ারি বা সরস্বতী পুজো বলো— রাতুলদা, পকাইদারা সব গৌরীশদার চেনা। আমার, আমাদের বাবা-মা'রা সব গৌরীশদার বশ। এই রাজা বসন্ত রায় রোড, লেক রোড, লেক টেরাস, রাজা নন্দকুমার রোড মিলিয়ে-মিশিয়ে যে ছড়ানো ছিটোনো পাড়াটা, তাতে গৌরীশদার তুলনা মেলা ভার। টুপিতে সর্বশেষ পালক হিসেবে যুক্ত হয়েছে স্কলারশিপের

BanglaBook.org

টাকায় যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে যাওয়ার প্রবল হাতছানি প্রত্যাখ্যান করে মুর্শিদাবাদের এক প্রত্যন্ত গ্রামে সরকারি চাকরি নিয়ে চলে যাওয়া এবং এক সমাজসেবী ডাক্তার হিসেবে নিজের পরিচয় প্রতিষ্ঠা করতে চাওয়া। যদিও এই পর্যন্ত এসে কেউই আর ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না গৌরীশদাকে। আমার মা সেদিনই বাবাকে বলল, 'গৌরীশকে তো এতদিন খুব ম্যাচিওর্‌ড ভাবতাম। এখন মনে হচ্ছে, একদম ছেলেমানুষ!'
বাবা বলল, 'মুর্শিদাবাদের ডাক্তারের সঙ্গে সহেলি বউদি নিজের মেয়ের বিয়ে দেবে না! গৌরীশকে আমেরিকা যেতেই হবে!'
রবিবারের সকালের আড্ডায় এই না-বুঝতে পারাটাই যখন একটু খোলসা করে বলে বসল সুপর্ণ, কী খিস্তিই না করল গৌরীশদা ছেলেটাকে! এমনকী বলল, 'আমাকে, রামঅবতার ভাবিস না। আমিও তোদেরই মতো কেরিয়ারিস্ট। এটা আমার কেরিয়ার!' এরপরই প্রতি রবিবারের মতো টুলটুলদি হাত নেড়ে সেই বিখ্যাত ভঙ্গিমায় ডাক দিল গৌরীশদাকে আর গৌরীশদা মুহূর্তে হাওয়া। টুলটুলদিকে যে আমি কবে থেকে এত ভালবেসে ফেললাম, জানি না। সম্ভবত কয়েকবছর আগে যখন এই তিনতলার ঘরটায় বদলি করে দেওয়া হল আমায় আর আমি আবিষ্কার করলাম যে টুলটুলদির একান্ত নিজস্ব বলতে যা, তা অনায়াসে আমার দৃষ্টিপথে এসে পড়ছে, তখনই দেখতে দেখতে আর বড় হতে হতে এক ধরনের বুঝে ওঠা একটা মেয়েকে, একেবারে তার অগোচরে, তার বিনা সান্নিধ্যে বুঝে ওঠা, যাকে বুঝে পাওয়াও বলা যেতে পারে, বোধহয় আমাকে প্রেমের দিকে ঠেলে দিল। হয়তো এই প্রেম তৈরি হওয়া ছাড়া হিউম্যান ইনস্টিংক্ট আর অন্য কোনও নিষ্পত্তির কথা জানে না বলেই আমি প্রেমে পড়লাম টুলটুলদির।

রাত দশটার পর খেয়েদেয়ে পড়তে বসা টুলটুলদির হ্যাবিট। যাদবপুর। ফিজিক্স ফাইনাল ইয়ার, এম এসসি। বেশ একটা গেরামভারী ব্যাপার। ঘরে ঢুকল। দরজা বন্ধ করল। চুল আঁচড়াল পদ্মাসনে বসে। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে ফোনে সামান্য বাতচিত। এরপর কোনওদিন বিঠোভেন, মোৎসার্ট, কোনওদিন বেগম আখতার, ভীমসেন জোশী পেঁজা

BanglaBook.org

তুলোর মতো বাতাসে ছেড়ে দিয়ে টেবিলল্যাম্প জ্বেলে দুটো-একটা বইয়ের পাতা উলটানো। উলটাতে উলটাতে নিজেও ঘুমে উলটে পড়া। কিন্তু সে ঘুম বড় জোর এক ঘণ্টার। টেবিলে মাথা দিয়েই এপাশ-ওপাশ। দেখবার মতো। ঘুম ভেঙে ধড়মড়িয়ে উঠে সিগারেট ধরানোটাও দেখার মতো। কিন্তু এরপর টুলটুলদিকে আর চেনা যায় না। বা টুলটুলদিও কাউকে দেখে চিনতে পারবে বলে মনে হয় না। রাত দুটো-তিনটে তো কোনও ব্যাপার নয়। প্রায় দিনই ভোর অবধি টেনে দেয় টুলটুলদি। পড়ছে তো পড়ছেই! বসে বসে এসব দেখতে দেখতে একদিন আমি নিজেই ঠিক করলাম, রথ দেখা আর কলা বেচা দুটোই একসঙ্গে সেরে ফেলা যায়, যদি আমি বিছানায় যাওয়ার সময় ক'টা বই বগলে নিয়ে যাই! ব্যস, যেমন ভাবা, তেমন কাজ। হেডবোর্ডের সঙ্গে ছোট্ট একটা ল্যাম্প লাগিয়ে নিয়েছিলাম। সে বছর থেকে আমার রেজাল্ট রাতারাতি ভাল হতে শুরু করল। আমার দিকে পিছন ফিরে বসে পড়ছে টুলটুলদি, আমিও পড়ছি। একা লাগছে না একটুও। যা হয় আমাদের সাধারণত। সবসময় বন্ধুবান্ধব, কিন্তু বইয়ের পাতার ভিতরের খুদে খুদে অক্ষরগুলোর মুখোমুখি কী ভীষণ একা লাগে যেন! অথচ টুলটুলদি যেন আমার সেই কঠিন পরিশ্রমের ভাগ নিয়ে নিচ্ছিল!

ভীষণ গরমে জামাকাপড় খুলে ফেলল টুলটুলদি, আমিও খুলে ফেললাম। শীতে কম্বলমুড়ি দিয়ে পড়তে বসল, আমিও তাই। শুনতে লাগলাম খাঁ সাহেবকে রাত-বিরেতে।

আজকাল আমি যেন আর নিজেকে টুলটুলদির কাছে লুকোতে পারি না। কেমন ভয়-ভয় করে। কখন কী করে বসব। গোর্কি সদনে ডকু ফিচারের যে ফেস্টিভ্যালটা হচ্ছিল, তাতে একদিন আমাকে পাকড়াও করে নিয়ে গেল টুলটুলদি। বলল, 'মল্লার, তুই তো চাইকভস্কি এত ভালবাসিস, আজ বিঠোভেন আর চাইকভস্কির ওপর দুটো ছোট ছোট ফিল্ম দেখাবে ফেস্টিভ্যালে। দেখবি চল! ভাল লাগবে।'

গেলাম। চাইকভস্কি ছিল পরে। আগে বিঠোভেন। শুনতে শুনতে মনটা চলে গেল যেন সুরের ভিতর। পাশে টুলটুলদি। অলীক লাগছিল সব। টুলটুলদি এক-একসময় চেপে ধরছিল আমার হাত। (কাঁটা দিচ্ছিল আমার

BanglaBook.org

গায়ে।) আর যখন ফিল্মটার শেষে চাইকভস্কির দেহটা পড়ে আছে যে দৃশ্যে, আত্মহত্যা না অসুখে মৃত্যু কেউ জানে না, কলঙ্ক আর সুর যেন তখন মিলেমিশে যাচ্ছে আর আমার মাথার ভিতর যেন বনবন করছে কম্পোজিশনগুলো। ওই যে ফোর্থ সিম্ফনিটা, ইনস্যানিটির উপর একটা মুভমেন্ট, ডিপ্রেশনের উপর একটা মুভমেন্ট, ওই পিসগুলো পাগল করে দিয়েছে আমাকে! গলার নলি বেয়ে বুঝতে পারছি উঠে আসছে একটা কম্পন, 'টুলটুলদি আমি তোমাকে ভালবাসি', শব্দগুলো যেন মুখ ফেটে বেরিয়ে যাবে যে-কোনও মুহূর্তে।

বলিনি, সম্বরণ করেছি। সেই থেকে খুব অস্বস্তিতে আছি! ভালও লাগে না কিছু। 'ভালবাসি' এরকম একটা অসামান্য সত্যি কথা কোনওদিনও বলাই হবে না টুলটুলদিকে?

শ্রীপর্ণার কথা

আমার ঘর থেকে মল্লারের ঘরটা অনেকটাই দেখা যায়। ঘরটা অধিকাংশ সময় ফাঁকাই পড়ে থাকে। রাত ন'টা-দশটা না-বাজলে বাবু বাড়ি ফেরেন না সচরাচর। আমিও অবশ্য সারাদিন বাড়ি থাকি যে, তা নয়। কলেজ, টিউশন। ব্যস্তই বলা যায়। মা বলে, 'তোদের জীবনটা যে কী হয়ে গেল। দম নেওয়ার ফুরসত নেই!' সেই ছেলেবেলা থেকেই মল্লারের তুলনায় আমি খারাপ স্টুডেন্ট। মা আর শ্রীরূপা আন্টির মধ্যে নাকি আমাদের রেজাল্ট নিয়ে বেশ একটা রেষারেষিও ছিল এককালে। তবে স্কুল ফাইনালের পর সব ঠান্ডা। বোঝা গিয়েছে, মল্লার লম্বা দৌড়ের ঘোড়া। আর আমি এই ফিলজফি অনার্স, এম এ স্কুল সার্ভিসের টাট্টু। তারপর বিয়ে-থা ইত্যাদিতে যদি কিছু বেশি নম্বর তোলা যায়। যেমন তুলল আমাদের মোনালিসা। নামটা ছাড়া জন্মকর্ম সবই সি গ্রেডের। কিন্তু বিয়ে হল পয়সাওয়ালা ঘরে। ভারত জুড়ে বিড়ির ব্যবসা। মোনালিসা বলল, 'বিড়ির ব্যবসা তো কী হয়েছে রে? আমার হবু বর জানিস ফাইভ ফিফটি ফাইভ ছাড়া কিছু খায় না!'

BanglaBook.org

এখন মোনালিসা হন্ডা সিটি চড়ে আসছে। চুলটায় সোনালি রং করেছে। গৌরীশদার উদ্যোগে যে খিচুড়ি উৎসবটা হল সেদিন রাতুলদাদের ছাদে তাতে মোনালিসার প্রসঙ্গে আমি একটু নাক সিঁটকোতে মল্লার খুব মাপল আমায়।

'বিড়ি বানায় তো কী হয়েছে? খালি নাকে খত দিয়ে অন্যের চাকরি করলেই তোদের খুব ভাল লাগে, না? শোন, বিড়ি বিক্রি করে কারও যদি এত টাকা হয়ে থাকে, তা হলে মুখ টিপে হাসার আগে ভাব যে, বিড়িটা প্রচুর বিক্রি না হলে টাকাটা হত না! বিক্রি হওয়া সম্ভব করতে কিন্তু বুদ্ধির দরকার। ব্যবসার বুদ্ধি। বিজনেস ম্যানেজমেন্ট যাকে বলে আর কী! প্রোডাক্টটা বিড়ি না পারফিউম, তাতে কী আসে যায়! আ প্রোডাক্ট ইজ আ প্রোজাক্ট! বানানো হল, মার্কেটে গেল, লাভ তুলে আনল, বুঝলি!'

আমি রেগে গিয়েছিলাম, 'তুই নিজেকে খুব বিজ্ঞ বলে মনে করিস না মল্লার?'

'তুই উলটো-পালটা কমেন্ট করা বন্ধ কর শ্রীপর্ণা। বয়েস তো অনেক হল।'

মল্লার কি আমাকে হিংসুটে ভাবল? মোনালিসাকে আমি হিংসে করছি ভাবল? না রে মল্লার, আমি মোনালিসাকে হিংসে করছি না। মোনালিসাকে হিংসে করে আমি কী করব? আমি কি পয়সাওলা বর খুঁজছি বল? আমি, আমি সেই কবে থেকে তোকে ভালবাসি রে মল্লার! সেই এক বছর সরস্বতী পুজোয় তোর সঙ্গে আমার খুব ঝগড়া হল, তুই কথা বন্ধ করে দিলি। তারপর বুঝলাম তোর সঙ্গে কথা না বলে থাকা কী কষ্টের! আমি যেচে গিয়ে ভাব জমালাম তোর সঙ্গে!

আমি খুব সাধারণ একটা মেয়ে রে মল্লার। আমার কোনও স্পেশ্যালিটি নেই! লুক্স, অ্যাটিটিউড, কেরিয়ার, ব্যাকগ্রাউন্ড সবই না বলার মতো। জীবন-দর্শনটাও ম্যাড়মেড়ে। এখনও দুঃখের সিনেমা দেখলে কেঁদে ফেলি। প্যান্টস, টাইট গেঞ্জি পরলে আমাকে নেহাত ক্যাবলা দেখায়। কোঁকড়ানো চুলে কোনও হেয়ার স্টাইল মানায় না। বাসের মধ্যে অচেনা লোকজনের সামনে হেসে হেসে মোবাইলে কথা বলতে পর্যন্ত কী লজ্জা লাগে। অথচ দ্যাখ, সাউথ পয়েন্ট স্কুলে তো আমিও পড়েছি। তুইও পড়েছিস।

BanglaBook.org

কখন থেকে আমি একা একা মল্লারের সঙ্গে বকবক করে যাচ্ছি! লক্ষই করিনি, যার জন্য তীর্থের কাকের মতো প্রতিদিন অপেক্ষা করি, সে ইতিমধ্যেই নিজের ঘরে এসে গিয়েছে। এবার একটা সিগারেট ধরাবে। তারপর বইপত্তর খুলবে। সারারাত পড়ে মল্লার। মাঝে মাঝে এমন উলটো মুখো হয়ে বসে মল্লার যে, আমি শুধু ওর পিঠটাই দেখতে পাই। আলো-ছায়ার কারসাজিতে পিঠটা চূড়ান্ত আকর্ষক দেখায় যেন! ইচ্ছে করে, উপর থেকে নীচ অবধি কঠিন মেরুদণ্ডে চুমু খাই, নাক ঘষি! মল্লার পড়ে, আমি ঘুমিয়ে পড়ি। হঠাৎ ঘুম ভাঙলে উঠে তাড়াতাড়ি জানলার আড়ালে দাঁড়াই। দেখি মল্লার চুপ করে কাকে যেন দেখছে। দেখবে আর কাকে! ভাবছে কিছু নিশ্চয়ই। কিন্তু ওরকম মগ্ন মূর্তি দেখলে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। ইচ্ছে করে, রাস্তার ওপার থেকেই চিৎকার করে ডাকি। ডেকে বলি, 'মল্লার শোন, আমি তোকে ভালবাসি। শোন মল্লার, শুনে রাখ!'

না হয় নাই মূল্য পেল আমার ভালবাসা! না হয় প্রত্যাখ্যাত-ই হলাম। কিন্তু তা বলে ভালবাসি যে, এই কথাটা একবার বলব না পর্যন্ত? এই এত সত্যি কথাটা, অহংশূন্য, ঋজু কথাটা হারিয়ে যাবে এভাবে? পৃথিবীতে কোথাও একটু জায়গা পাবে না?

মল্লারের কথা ভাবলে যে কী কষ্ট হয় আজকাল আমার। ধ্রুবতারার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কাঁদি। কেঁদে যে কী সুখ পাই! বোকা বোকা, তাই না?

BanglaBook.org

মল্লারের কথা

শেষ পর্যন্ত টুলটুলদির মা'র হস্তক্ষেপেই গৌরীশদা গ্রামের ডাক্তারির রোমান্টিকতা ত্যাগ করে স্টেটসে যেতে রাজি হল! রাজি হল মানে, রাজি হতে বাধ্য হল। নইলে আমার বাবার কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়ে দিয়ে টুলটুলদির মা, মানে সহেলি কাকিমা একেবারে বেঁকে বসেছিল গৌরীশদার সঙ্গে টুলটুলদির বিয়ের কথায়। গৌরীশদা অবশ্য কালও রসনায় কফি খেতে এসে চোখ মেরে বলল 'ঝামেলা না বাড়িয়ে বিয়েটা

তো করে নিই। তারপর কোথায় থাকব না-থাকব, সেটা আমার আর টুলটুলের ব্যাপার! সহেলিমাসি কি চিরদিন মেয়েকে কন্ট্রোল করবে?'

দেখতে দেখতে গৌরীশদার যাওয়ার দিনটা এসে গেল। পরশু সকালের ফ্লাইটে সিঙ্গাপুর। সেখান থেকে আমেরিকা। আজ সন্ধেবেলা টুলটুলদির ঘরে আমাদের তাই একটা গেট-টুগেদার মতো ছিল। টুলটুলদির দেখলাম, মন মেজাজ ভাল নেই। দু'-তিনদিন ধরেই তাই অবশ্য। আমি জানি। শুধু তো প্রেমিক নয়, গৌরীশদার মতো বন্ধুর সঙ্গে এতদিনের বিচ্ছেদ! কাল টুলটুলদি সারা রাত সিগারেট খেল। চোখের জল মুছল আর ফোনে কথা বলল। আমার সামনে পরীক্ষা, কী করব, আমিও পড়তে পারলাম না। একটার পর একটা সিগারেট খেলাম। খুব ইচ্ছে হল, টুলটুলদির চোখের জল গড়িয়ে পড়া গালে চুমু খাই একটার পর একটা। বুকে টেনে নিয়ে একটু সান্ত্বনা দিই। এত কাঁদছ তুমি টুলটুলদি, আমি কি তোমাকে একটু আদরও করতে পারি না? তুমি কি সনাতন নারীর মতো, একজনকে ভালবাস বলে, অন্যের পবিত্রতম স্পর্শও তোমাকে অপবিত্র করে দেবে বলে ভাবো?

এতদিন আমার কোনও রাগ ছিল না, অভিমান ছিল না। কাল নিজের ঘর থেকে সমস্ত রাত টুলটুলদিকে কাঁদতে দেখে আমার মধ্যে যেন জন্ম নিল রাগ। গাঢ় অভিমান দপদপ করতে লাগল ভিতরে। জীবনে প্রথমবার মনে হল 'দূর কী করলাম, কেন এত ভালবেসে ফেললাম মেয়েটাকে! ফালতু ফালতু কষ্ট পাওয়ার কোনও মানে হয়!'

সন্ধেবেলার গেট-টুগেদারে সেই অভিমানই বেরিয়ে এল যেন। আমি নিজেও ভাবিনি, এমন কাণ্ড করব। টুলটুলদির দুঃখিত মনের উপর আরও আঘাত দিয়ে প্রতিশোধ নেব নিজের ব্যর্থতার!

কী কথা থেকে যেন কথাটা উঠল, গৌরীশদা চেপে ধরল শ্রীপর্ণাকে, 'অ্যাই বল, প্রেম করতে হলে ঠিক কেমন ছেলে পছন্দ তোর? কেমন ছেলে হলে একেবারে দেখামাত্র প্রেমে পড়ে যাবি!'

শ্রীপর্ণা লাফিয়ে উঠল, 'জাকির হোসেন! জাকির হোসেনকে আমি সেই কোন ছেলেবেলা থেকে ভালবাসি!'

BanglaBook.org

'যাক, তাও ভাল,' বলল টুলটুলদি! 'আমি তো ভেবেছিলাম সলমন খান বলবি!'
শ্রীপর্ণাটা চিরদিনের ধুস। বলল, 'খারাপ কী, আমার তো দারুণ লাগে!'
নাক কুঁচকে উঠল টুলটুলদির 'সত্যি, তোর কোনও স্ট্যান্ডার্ড নেই শ্রীপর্ণা!'

আমার যেন মেজাজটা বিগড়ে গেল অমনি। গৌরীশদা যেই বলল, 'এই যে ছুপা রুস্তম, তোমার পছন্দটা শুনি? নিশ্চয়ই তোর ইউনিভার্সিটির সেই মোটা পাওয়ারের চশমা চোখে পাগলি-ছাগলি ম্যামটাকেই মন দিয়ে বসে আছিস তুই!'
আমার কী হল জানি না, বললাম, 'না না, ওসব বোগাস মাল নয়। মেয়ে মানে এখন একজনকেই বুঝি, মল্লিকা শেরাওয়াত! ওরকম কাউকে পেলে হয়!'

ভেঙেচুরে গেল টুলটুলদি যেন! বলল, 'কী বলছিস তুই মল্লার। শেষে এই দাঁড়াল তোর টেস্ট? গৌরীশ তুমি চলে গেলে আমি সত্যি একদম একা হয়ে যাব। এদের সঙ্গে কি কোনও কমিউনিকেশন হয় বলো?'
আমি হাসলাম, বললাম, 'কী বলছি তা তুমি কী বুঝবে টুলটুলদি!'

শ্রীপর্ণার কথা

মল্লিকা শেরাওয়াতকে কি কেউ প্রেমিকা হিসেবে, বন্ধু হিসেবে, পরিবারের একজন হিসেবে ভাবতে পারে? চাইতে পারে? মল্লার কেন তবে এরকম অদ্ভুত দাবি করল? আমার তো প্রথমে নিজের কানকে বিশ্বাস হয়নি! তারপর বাড়ি আসতে আসতে হঠাৎ মনে হল, আমি কি জানি না কখন এরকম অদ্ভুত কথা বলে মানুষ? কখন বলে?

ও ধ্রুবতারা, আজ রাতে যদি কাঁদি আমি, ভেবো কাঁদছি মল্লারেরও হয়ে, শুধু নিজের জন্য নয়!

উনিশ কুড়ি, ১৯ মার্চ ২০০৬

BanglaBook.org

রাইবিলাস

দেখিতে যে সুখ উঠে কী বলিব তা
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা ॥

ইউনিভার্সিটিতে পা রাখতে না-রাখতেই টুপ্পুস করে কৃষ্ণেন্দুর প্রেমে পড়ে গেল রাই। কৃষ্ণেন্দু ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস দাপিয়ে বেড়ানো ছাত্র সংগঠনের নেতা। ইকনমিক্স, এম এসসি ফাইনাল ইয়ার। এদিকে রাই সবে ফার্স্ট ইয়ার, তা-ও বাংলা অনার্স। এবং রাজনীতির ধারকাছ মাড়ানোর পার্টি নয়। কেউ রাজনীতি নিয়ে বেশি ক্যাচরম্যাচর করলে, রাই তার পাশে বসে-বসেই ঘুমিয়ে পড়ে। অন্য দিকে কৃষ্ণেন্দু প্রতিটা সিগারেট ধরায় রাজনীতির আগুন দিয়ে। রাজনীতিই খায়, রাজনীতিই মাখে। কৃষ্ণেন্দু বেশ দৃষ্টিকটু রকমের আদর্শতাড়িত। ফলে সকলেই কৃষ্ণেন্দুর কাছে একটু ঝুলে যায়। সবচেয়ে মুশকিলের কথা, কৃষ্ণেন্দু মেয়েদের ব্যাপারে একেবারে সেকেলে বা অনাগ্রহীও বলা চলে। মেয়েদের সে দ্যাখে মূলত দু'ভাবে। এক, দলের মেয়ে অথবা বিদলীয়। মেয়ে হিসেবে কোনও নম্বরই দিতে চায় না।

প্রথম দেখার পর যতবার কৃষ্ণেন্দুকে দেখেছে রাই, ততবারই কাঁপন ধরেছে তার মনে। ততই প্রস্ফুটিত হয়েছে তার প্রেমের কুসুম। প্রত্যেকবার তার মনে হয়েছে, কৃষ্ণেন্দুকে ছাড়া তার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে। সে বাঁচবে না, কৃষ্ণেন্দুকে না পেলে বাঁচবে না। এক দিকে প্রেমে নিষিক্ত হতে-হতে তার হৃদয় আনন্দে ভরে ওঠে যখন, তখন অন্য দিকে মনের কোণে জমাট বাঁধে মেঘ এই ভেবে যে, কী করে নিজের হৃদয়ের অবস্থার কথা উজাড় করে নিবেদন করবে কৃষ্ণেন্দুকে। বোঝাবে কী করে যে, সে ভালবেসে

BanglaBook.org

ফেলেছে, কৃষ্ণেন্দুকে ভীষণ ভালবেসে ফেলেছে। যদি প্রত্যাখ্যান করে কৃষ্ণেন্দু রাইকে, রাই এই কলেজই ছেড়ে দেবে! চলে যাবে এখান থেকে! এতখানি প্রিয় তার প্রেম তার কাছে। যদিও রাইয়ের বিশ্বাস, কৃষ্ণেন্দু মেয়েদের ব্যাপারে যতই নিরুৎসাহী হোক না কেন, রাইয়ের আত্মসমর্পণকে সে যোগ্য মর্যাদা না দিয়ে পারবে না। কারণ, কৃষ্ণেন্দু একাই কৃষ্ণতুল্য নয়, রাইও রাধিকামাধুর্যের শাশ্বত মোক্ষমরূপ ললিতা। কৃষ্ণেন্দু বিদ্যুচ্ছটার মতো দ্যুতিময়, তার দেহাবরণ কাজলের মতো কালো ও উজ্জ্বল, গুচ্ছ চুল যেমন বিনোদচূড়া না হলেও মাথার পিছনে ঝুটি করে বাঁধা থাকে। যখন কথা বলে কৃষ্ণেন্দু, আহ্বান করে সঙ্গীদের, তখন যেমন সকলে মুগ্ধ হয়ে শোনে তার কথা, মুগ্ধতার সঙ্গেই অনুগমন করে। রাইয়েরও ঠিক তেমনই কাঁচা সোনার মতো রং, চাঁদের মতো মুখশ্রী, অঙ্গের সুষমা, চোখের কটাক্ষ, কৃষ্ণেন্দুর প্রেমে অনুরাগ-জর্জরিত ভাব, সমস্তই শ্রীরাধিকার লক্ষণযুক্ত। রাধিকার মতোই সে এক দুর্লভ প্রেমিকারত্ন।

এই তুলনা বারবার আকাশের দিকে মুখ তুলে মনে মনে করে চলে রাই আর ভাবে, মিলন তা হলে হবে না কেন? সংশয় লেগে থাকে রাইয়ের মনে। কারণ, এক জায়গায় কৃষ্ণের সঙ্গে কৃষ্ণেন্দুর ঘোর অমিল। কৃষ্ণ নানারকম লীলাখেলা সেরে রাজনীতিতে মন দিয়েছিলেন, আর কৃষ্ণেন্দু বহুজনবল্লভ হওয়া তো দূরের কথা, রাজনীতি-রাজনীতি করে একজন নায়িকাকেও জীবনে পদার্পণ করার সুযোগ দেয়নি। রাইয়ের মতো অনেকেই তার চৌকাঠের বাইরে অপেক্ষারত।

ধরি ধরি মনে করি
ধরিবারে নাহি পারি
অনুরাগে জলে ডুবেছিনু ॥

দেখতে দেখতে ছ'-সাতমাস কেটে গেল, আর তো ধৈর্য রাখতে পারে না রাই! চোখের সামনে দিয়ে তার প্রেমিক যায়-আসে, অথচ তার মনের বাসনা কিছুই মেটে না। কৃষ্ণেন্দু, কৃষ্ণেন্দু, সকলের মুখে কৃষ্ণেন্দু! যেখানে

BanglaBook.org

কৃষ্ণেন্দু, সেখানেই জটলা, ভিড়, তর্কবিতর্ক, বাগবিতণ্ডা। কৃষ্ণেন্দুর মুখেও সব সময় আন্দোলনের কথা, প্রস্তুতি। এর মধ্যে সে ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করে, দারুণ টেনিস খেলে ও মহীনের ঘোড়াগুলি থেকে একটার পর একটা গান বেশ নিখুঁতভাবেই গেয়ে ওঠে। আর কৃষ্ণেন্দুকে যত দ্যাখে রাই, তত অন্তরদহন বাড়ে তার। কৃষ্ণেন্দুকে হারানোর চিন্তায় শরীর অবশ হয়ে যায়।

এখনও এগিয়ে গিয়ে একটা কথা বলার সাহস হল না রাইয়ের, অথচ দেরি হয়ে যাচ্ছে। কৃষ্ণেন্দুর ইউনিভার্সিটি ছাড়ার সময় এগিয়ে আসছে। কেন যে তার রাধার মতো সাহস নেই মনে! আসলে রাধার সঙ্গে তারও যে এক জায়গায় বিরাট পার্থক্য। কৃষ্ণ রাধার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। জলঝড় মাথায় করে, কন্টকময় বনের পথে কৃষ্ণের অভিসারে যাওয়ার শক্তি রাধা অর্জন করতেন সেই অনুরাগ থেকে। তাঁর পা জড়িয়ে ধরত সাপ, তিনি গ্রাহ্য করতেন না। ভাবতেন, তাঁর নূপুরের শব্দ যাতে না শোনা যায়, তাই স্বয়ং ভগবানই সাপ পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু রাই এমন মনের জোর কোথা থেকে পাবে? ভালবাসা তো দূরের কথা, কৃষ্ণেন্দু রাইকে বোধ হয় চেনেই না! এই অবস্থায় কোন ভরসায় রাই গিয়ে বলবে, "আমি আর পারছি না। আমার প্রেমকে তুমি গ্রহণ করো। আমাকে জড়িয়ে নাও বুকে, তারপর আমার প্রেমের সীমা অতিক্রম করে পরাজিত করো আমাকেই...!" এসব বলবে সে? এসব বলা যায়? কৃষ্ণেন্দু তো তাকে দেখেও দ্যাখে না। ইশারা, ইঙ্গিত, চোখের ব্যাকুলতা—কিছুই পৌঁছয় না কৃষ্ণেন্দু অবধি। নানা কারণে রাইয়ের সঙ্গে বন্ধুদের তেমন সখ্য নেই যে, রাই কাউকে মাধ্যম করবে হৃদয়ের বার্তা পৌঁছনোর। উলটে যে-ই জানবে খবরটা, মুহূর্তে রাষ্ট্র করে দেবে ক্যাম্পাসে। তখন কী দুর্দশাই না হবে রাইয়ের! অন্তত যদি মোবাইল নম্বরটাও পাওয়া যেত! কিন্তু সেটা পাওয়াও এত সহজ কাজ নয়। কী করবে, ভেবে পায় না রাই। অথচ এই অবস্থার প্রশমন দরকার। না হলে সমূহ ক্ষতি। রাধা যেমন রাঁধতে ভুলে যেতেন, খেতে ভুলে যেতেন, সখীদের সঙ্গে গল্প করতে ভুলে যেতেন, ভুলে যেতেন চুল বাঁধা, বসনভূষণ— রাইয়েরও যেন ঠিক তাই হয়েছে। ডকে উঠেছে পড়াশোনা। বাড়িতে সে প্রায় কারও সঙ্গে বাক্যালাপই করে না, উদাস মুখ করে থাকে।

BanglaBook.org

কেউ কিছু বললেই চোখের দু'কূল ছাপিয়ে জল ঝরে তার। চুলে রং করিয়েছিল কয়েক মাস আগে। পরিচর্যার অভাবে চুলগুলোর বিচ্ছিরি রুক্ষ হাল। আগে সে স্নান করে চোখে কাজল না পরে বাইরে পা রাখত না। এখন তার চোখে কাজলের রেখা, দশদিনের বাসি। আগে কলেজে যেতেও ঠোঁটে লিপগ্লস লাগাত রাই, এখন ঠোঁট দুটো কী এক গোপনকে চেপে রাখতে-রাখতে ক্লান্ত, করুণ! কৃষ্ণেন্দু কোনওদিন তার হবে না, কোনওদিন কৃষ্ণেন্দুকে স্পর্শ করার অধিকার পাবে না সে—ক্রমাগত এসব চিন্তায় প্রগাঢ় দুঃখের সম্ভাবনায় মর্মাহত রাই একাকী পড়ন্ত বিকেলে কলেজের সিঁড়িতে বসেই থাকে এবং তাকে এ সময় ঘিরে থাকে না চপল, চঞ্চল সখিরা স্বাভাবিকভাবেই। যে যার পড়াশোনা, বয়ফ্রেন্ড, সান্ধ্য কফিশপ, আড্ডার খাঁজে-খাঁজে হারিয়ে যায়। এক-আধদিন রাইও একা-একাই আলো-ঝলমলে মিউজিক বাজতে থাকা কাচের ঘরের কাচের দরজা ঠেলে ঢুকে পড়েছে। চেয়ার টেনে বসেছে। দেখেছে, তার চারপাশে সকলে জোড়ায়-জোড়ায়, হাতে হাত ধরা। তারা পরস্পর মশগুল হয়ে কথা বলে। ফিসফিস করে কী দুর্বোধ শব্দ উচ্চারণ করে, আর পরমুহূর্তে রক্তিম হাসিতে ফেটে পড়ে একে অন্যের কাঁধে। উঠে যাওয়ার সময় মেয়েটার কোমর জড়িয়ে ধরে ছেলেটা। তখন তাই দেখে কী ব্যর্থ শিহরণ জেগেছে রাইয়ের বুকে! টনটন করছে বুক, দুমড়েমুচড়ে গিয়েছে হৃদয়। কবে, কবে এমন করে সে-ও পাবে কৃষ্ণেন্দুকে? আদৌ কি পাবে? রাধা যেমন বাঁশির শব্দে শরীরে একই সঙ্গে তীব্র সুখ ও যন্ত্রণা পেতেন, কৃষ্ণেন্দুর চিন্তায় অষ্টপ্রহর রাইয়ের এমনই দুটো বিপরীত অনুভূতি একই সঙ্গে বয়ে চলে দেহে-মনে।

কুসুমে মধুপ কহি সেহো নহে ভুল।
না যাইলে ভ্রমর আপনি না দেয় ফুল ॥

অবশেষে সুদিন আসে রাইয়ের জীবনে। বসন্তের শেষাশেষি অনেক লজ্জায় পুড়েও চেয়েচিন্তে সে জোগাড় করতে পারল কৃষ্ণেন্দুর মোবাইল নম্বরটা। এইটুকু করতেই তার আট-দশ মাস লেগে গেল। তারপর সেদিন

BanglaBook.org

সকলে শুয়ে পড়ার পর, ব্যালকনিতে গুটিসুটি মেরে বসে ডায়াল করল কৃষ্ণেন্দুকে। "কৃষ্ণেন্দু বলছি..." ফোন ধরেই বলল কৃষ্ণেন্দু। বেশ কিছুক্ষণ রাই কোনও কথাই বলতে পারল না। দিশেহারা শব্দরা কে কোথায় পালাল যেন! অনেক কষ্টে বলল, "আমি রাই।"

"কে রাই?" বলল কৃষ্ণেন্দু।

'হায় আমি অভাগিনী, না পাইলাম শ্যাম গুণমণি, সে দুঃখে হৃদয় বিদরে!' অনিবার্য উত্তর তো এই। এই কথাটা এখনই বলতে পারলে রাইয়ের পক্ষে বড়ই ভাল হত। কিন্তু মানুষের সমাজে কোনও সহজই এত সহজে হয় না বলে পাঁচ হাজার বছরের এপারে-ওপারে দাঁড়িয়ে এক রাধা, আর এক রাইয়ের সম্বল যে প্রেম, তার মধ্যে তৈরি হয়েছে সংকটের চড়াই-উতরাই। রাধার প্রেম কোনও পরিণতি পায়নি। তার কৃষ্ণ লাভের হাহাকারকে ভক্তের ভগবান লাভের ভক্তি বলে বাঁধ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

"হ্যালো, রাই কে?" কৃষ্ণেন্দু আবার প্রশ্ন করল।

কথা তাকে বলতেই হবে। কথা বলবে বলেই এত কষ্ট করে ফোন নম্বর জোগাড় করা। এখনও চুপ করে থাকা অত্যন্ত মুর্খামি। রাধা কখনও এমনটা করেননি। যখন যা বলার দরকার, তা বলতে কুণ্ঠা ছিল না তাঁর। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে রাই নড়েচড়ে বসল। বলল, "তুমি আমাকে চেন কৃষ্ণেন্দু!"

"চিনি? রাই? দাঁড়াও, রাই? কোথায় আলাপ হয়েছিল বলো তো? কোনও সেমিনারে?"

"অনেক জন্মে, অনেক অনেকবার তোমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে আমার। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে সময় কোনও সেমিনার চলছিল না!" ফস করে মুখে যা এল, তাই বলে দিল রাই।

"মানে?"

"মানে যা, তাই।"

কৃষ্ণেন্দু এবার বুঝতে পেরেছে যে, এই রাই নামে মেয়েটা কোনও রাজনৈতিক কারণে, দলীয় প্রয়োজনে বা কলেজ-সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের অনুরোধ নিয়ে কথা বলতে ফোন করেনি। মেয়েটা এখনই যে হেঁয়ালিটা করল, তার সাদা বাংলায় মানে দাঁড়াচ্ছে, মেয়েটা তার প্রতি

BanglaBook.org

বিশেষভাবে মুগ্ধ এবং আপাতত সেই মুগ্ধতার কথাই ব্যক্ত করতে ফোন করেছে। কৃষ্ণেন্দু আসলে মেয়েদের ব্যাপারে একটু সেকেলে। তার ধারণা, রাজনীতি আর মেয়ে, এই দুটো জিনিসকে একসঙ্গে যে নৌকোয় তোলা হবে, তার ডোবা অনিবার্য। এদিকে যেহেতু সে জীবনের বেশ কটা বছর রাজনীতির পিছনে খরচ করে ফেলেছে, তাই নিজের রাজনৈতিক কেরিয়ার নিয়ে সে খুবই স্পর্শকাতর। কিন্তু সেদিন এত রাতে রাই নামের একটা অজ্ঞাত কোণ থেকে ভেসে আসা রেশমি গলার স্বর তাকে নারী-রহস্যের প্রতি আগ্রহী করে তুলল। সে বিচলিত বোধ করল ও বলল, "প্লিজ, তুমি কে এবং কী দরকারে ফোন করেছ, তা চটপট বলে ফ্যালো। আমার সময় নষ্ট হচ্ছে!"

"ঘুম পেয়েছে বুঝি?" ততক্ষণে রাইয়ের মনে একটু সাহস এসেছে।

"না, আমি এখন একটু বইপত্তর খুলব," কৃষ্ণেন্দুর কথার মধ্যে বেশ একটু দ্বিধা। কথা বলবে, না বলবে না, বুঝতে পারছে না।

"তা তো খুলতেই হবে! সারাদিন অত ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়ালে, সময় নিয়ে তো টানাটানি থাকবেই!"

"বাপ রে, কী ঠাকুরমামার্কা কথা! তা, পরিচয়টা দিচ্ছ না কেন বলো তো?"

"বললাম তো, আমি রাই আর তুমি আমার বংশীবদন।"

"ইস-স! সে এক নামকরা কুমোর, হাঁড়ি-কলসি বানায়!"

"মোটেই নয়, তুমি কিছু জান না।"

"বেশ, তুমি যা জান আর যা আমাকে জানাতে চাও, তা একটু খোলসা করে বলো দেখি!"

রাই হেসে উঠল, "সত্যি বলছি, তুমিই আমার শ্রীকৃষ্ণ। বিশ্বাস করো কৃষ্ণেন্দু!"

"বিশ্বাস করলাম।" রাইয়ের হাসি কৃষ্ণেন্দুর কান বেয়ে মর্মে পৌঁছে নূপুরের নিক্কন তুলল যেন! এমনটা হওয়া অনুচিত। কৃষ্ণেন্দু মনে-মনে বলতে লাগল, 'ব্রেক, ব্রেক।'

কিন্তু তা সত্ত্বেও দু'জনের মধ্যে সে রাতে কথাবার্তা ঘণ্টাখানেক গড়াল। রাই নিজের দীর্ঘতাপিত মনের যাবতীয় দুরবস্থার কথা বলতে সমর্থ হল

BanglaBook.org

এবং কৃষ্ণেন্দু শুনতে-শুনতে উত্তরোত্তর অবাক হতে লাগল। ঠিক হল, পরের দিনই বিকেলে দু'জনে ইন্ডিয়ান হবি সেন্টারে মিট করবে ও কফি পান করতে করতে এই প্রেমের সম্ভব-অসম্ভব নানা দিক খতিয়ে দেখবে। এমনকী, কৃষ্ণেন্দু এ-ও বলল যে, "হতে পারে আমার তোমাকে ভালই লাগবে না!"

খুব সপ্রতিভ উত্তর এল রাইয়ের, "তা তো না-ই লাগতে পারে। সে ভয়ে অপ্রকাশিত থাকার কোনও মানে হয় না।" এত কথার মধ্যে বলি বলি করেও রাই এই কথাটা গোপন করে গেল যে, সে কৃষ্ণেন্দুর ইউনিভার্সিটির মেয়ে।

রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পিরীতি ॥

চার চোখের মিলনের মুহূর্তটা কল্পনায় সারাদিন ধরে যেভাবে আঁকল রাই, বাস্তবের ছবিটা হুবহু মিলে গেল তার সঙ্গে। কৃষ্ণেন্দু তাকে দেখেই ভুরু কুঁচকে বলে উঠল, "ইয়ার্কি হচ্ছে? তুমি রাই?"

রাই হেসে ফেলল, "আবার না কেন? রাইই তো!"

"তুমি যাদবপুরের না?"

"হ্যাঁ, যাদবপুরের! বাংলা!"

"অ্যাই, এসবের মানে কী? সিনিয়র, জুনিয়র জ্ঞান নেই? মস্করা হচ্ছে?"

কৃষ্ণেন্দু ভাবল, এটা নিশ্চয়ই বিপক্ষ ছাত্র সংগঠনের কোনও ষড়যন্ত্র! তার ইমেজের চেন খুলে দেওয়ার চক্রান্ত! সে আর কালবিলম্ব না করে উলটোমুখো হাঁটতে লাগল।

আর এতদূর এগিয়ে এসেও কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে মন দেওয়া-নেওয়া হাতছাড়া হয়ে যায় দেখে, রাই মরিয়া হয়ে পিছু নিল কৃষ্ণেন্দুর।

"আশ্চর্য, কলেজের মেয়ে হলাম তো কী সাতখুনের দায়ে ধরা পড়লাম নাকি? যাদবপুরে এরকম কোনও নিয়ম আছে বলে জানি না বাবা!" রাই ঠোঁট ফোলাতে চেষ্টা করল।

এদিকে কৃষ্ণেন্দু তখন পালাতে পারলে বাঁচে। কে জানে, বিপক্ষের

BanglaBook.org

লোকজন আশপাশেই ঘুরছে কি না! অগত্যা রাই কৃষ্ণেন্দুর পাশে-পাশে ছুটে এসে একেবারে মুখের সামনে গতিরোধ করে দাঁড়াল। "উফ, কী অসভ্য রে বাবা! কোথাকার কে পলিটব্যুরোর সদস্য এসেছেন, একটু দাঁড়িয়ে কথা বললে কি কার্ল মার্কস ক্ষয়ে যাবেন?" প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা রাইয়ের।

"আচ্ছা মুশকিল তো!" কৃষ্ণেন্দু বাধ্য হল দাঁড়াতে।

"দ্যাখো, তুমি রাই-টাই যে-ই হও না কেন, মেয়েদের ব্যাপারে কতগুলো নিয়ম আমি রিলিজিয়াসলি মেনে চলি এবং এখনও খুব পরিষ্কারভাবে জানি যে, তুমি আমার সঙ্গে যেভাবে মিশতে চাইছ, আমার পক্ষে তোমার সঙ্গে সেভাবে মেশা সম্ভব নয়।"

"কেন সম্ভব নয়? যেহেতু আমি এক ক্যাম্পাসের মেয়ে? বেশ আমি যাদবপুর ছেড়ে দিচ্ছি, চলবে?"

"প্লিজ়, বোঝার চেষ্টা করো, আমাকে যারা এতদিন একভাবে দেখেছে, তারা আমার হঠাৎ পরিবর্তনে আহত হতে পারে!"

"যুক্তিটা অদ্ভুত! তুমি বলতে চাও, রাজনীতি করো বলে তোমার কোনও ব্যক্তিগত জীবন থাকবে না? তুমি কাউকে ভালবাসতে পারবে না? কৃষ্ণেন্দু, আমি তোমার চেয়ে সব ব্যাপারেই অনেক ছোট। আমি রাজনীতিও বুঝি না। কিন্তু তবু না বলে পারছি না যে, রাজনীতিতেও ভালবাসাই মূল কথা হওয়া উচিত। অন্তত যদি তুমি রাজনীতি মানে 'মানুষ নিয়ে দাবা খেলা' না বোঝো।"

"লুক...!" কৃষ্ণেন্দু আঙুল তুলল।

"প্লিজ়...!" রাইও আঙুল তুলল সঙ্গে-সঙ্গে এবং জেদি, একগুঁয়ে, অহঙ্কারী একটা মেয়ের মতো বলে উঠল, "তোমার বুঝি আমাকে খুব-একটা পছন্দ হয়নি, হুঁ?" কৃষ্ণেন্দু থমকাল ও তাকাল ভাল করে রাইয়ের মুখের দিকে। রাইয়ের লাল স্লিভলেস টপ, জিনসের স্কার্ট, চোখের বাদামি কাজল, স্ট্রবেরি সস লেগে থাকার মতো দুটো ঠোঁট, গালের রক্তিম আভা, উত্তেজনায় স্তনদ্বয়ের ওঠানামা, সব যেন নিমেষে অধিকার করে নিল কৃষ্ণেন্দুকে। সে মিউজ়িক ওয়ার্ল্ডের মতো জনাকীর্ণ রাস্তায় ভরভরন্ত বিকেলে রাইয়ের রূপ-যৌবন ও আবেদনের সম্মিলিত জোয়ারে ভেসে

BanglaBook.org

গেল এবং অনেকক্ষণ পরে রাগ-রাগ মুখ করে বলতে পারল, "ধ্যাৎ, এটা একটা কথা হল নাকি? যাদবপুরে তোমার কত ভক্ত আছে জান?"
রাই চোখ কপালে তুলে বলল, "তুমি সে খবর রাখ নাকি?"

আলো মুঞি জানো না
জানিলে যাইতাম না কদম্বের তলে ॥

দেখতে-দেখতে তিন-চারমাস কেটে গেল। কৃষ্ণেন্দুর পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে। তবে নিত্য ইউনিভার্সিটিতে পা রাখায় বিরাম নেই। ক্যাম্পাসে দেখা হলে রাই আর কৃষ্ণেন্দু উভয়েই পরস্পরকে না চেনার ভান করে। দেখাসাক্ষাৎ হয় দু'জনের, তবে সবই একটু আঁটঘাট বেঁধে। মানে ওই প্রেমও হচ্ছে, আবার ছেলেবেলার প্রিয় লুকোচুরি খেলাটাও নতুন করে একটু প্র্যাকটিস করে নেওয়া হচ্ছে। এই তো সেদিন কৃষ্ণেন্দুর ডান হাত অর্ক প্রায় 'ধাপ্পা' দিয়ে দিচ্ছিল। একটুর জন্য বেঁচে গিয়েছে। রাইকে দোকানের ট্রায়াল রুমে ঢুকিয়ে দিয়ে কোনওমতে সামলেছে কৃষ্ণেন্দু। তবু রাইয়ের জন্য এই ঘিঞ্জি কলকাতাই বৃন্দাবন। যদিও কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে তার সম্পর্কটা একটা মাত্রা অবধি এগিয়েছে, তারপর যেন থমকে গিয়েছে কেমন। কারণ, কৃষ্ণেন্দুর মধ্যে সেই কিন্তু-কিন্তু ভাবটা এখনও যায়নি। 'কে না কে দেখে ফেললে, কী না কী হবে', সেই দুশ্চিন্তা যায়নি। রাইয়ের মাঝে মাঝে হতাশ লাগে, যখন কৃষ্ণেন্দু বলে, "দ্যাখ রাই, যেদিন সত্যি-সত্যিই কোনও পরিচিত লোকের চোখে পড়ে যাব, সেদিন মনমেজাজ ব্যাপক খারাপ হয়ে যাবে। সেদিন থেকে দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ, যা কথা ফোনে।"
ফোঁস করে ওঠে রাই এই কথা শুনে, "কথাটা এমন করে বলছ, যেন দেখা না হলে তোমার কিছুই আসে-যায় না?"
কৃষ্ণেন্দুর হাসিটা এই সময় ঠিক জমে না। রাই কৃষ্ণেন্দুর এই ইমেজ-কনশাসনেস দেখে মুখ বেঁকিয়ে বলে ওঠে, "হুঁ, পলিটিশিয়ান!"
"হ্যাটা দিচ্ছিস? পলিটিশিয়ান হতে গেলে অনেক ত্যাগ করতে হয়। আর তুই তো খালি আমাকে ভোগের পথে টানছিস," বলে রাইয়ের চুলের ঝুঁটি

BanglaBook.org

টেনে ধরে দমবন্ধ করার মতো দীর্ঘ সময় চুমু খায়।

সেদিন কৃষ্ণেন্দুকে খুব মুডে পেল রাই। তার তাচ্ছিল্য, অবজ্ঞা গায়ে না মেখে কৃষ্ণেন্দু বলল, "এই যে রাইকিশোরী, সুখবরটা পেয়েছ? খবরটা শোনার পর আর এত নাক সিঁটকোতে পারবে না।"

"কী খবর কৃষ্ণেন্দু?" চোখ বড় বড় করে জানতে চাইল রাই।

"আমাকে আমাদের সংগঠনের রাজ্য-সম্পাদক করা হচ্ছে!" প্রচণ্ড খুশিতে ফেটে পড়ে বলল কৃষ্ণেন্দু।

"ও, তাই?" খবরটায় আনন্দিত হওয়া উচিত কি না, ভেবে পেল না রাই।

"আমি ঠিক এটাই চেয়েছিলাম। রাই, আমার টার্গেট ফুলফিল হওয়ার ক্ষেত্রে এটা একটা প্রয়োজনীয় স্টেপ।"

"কী তোমার টার্গেট কৃষ্ণেন্দু?"

"তুই জানিস না নাকি? শোন, আজ আমি ছাত্র সম্প্রদায়ের নেতা হচ্ছি ঠিকই, কিন্তু চিরকালই তাই থাকব না। তখন দল আমার নেতৃত্ব মেনস্ট্রিম রাজনীতিতে ব্যবহার করবে। আমি নির্বাচনে লড়ব, বিধানসভায় যাব, লোকসভায় যাব। আমি আমাদের জেনারেশনটাকে শুধু হৃদয় দিয়ে নয়, যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করব। আমার রক্ত টাটকা, তাতে কোনও দূষিত পদার্থ মেশেনি এখনও। সেই রক্ত আমি অঞ্জলি দেব দেশকে। তুই জানিস, দেশকে আমি কত ভালবাসি। আমার দাদু ফ্রিডম ফাইটার ছিল। আমার ঠাকুরমা কত ত্যাগ করেছে দাদুকে স্বাধীনতার কাজে এগিয়ে দেওয়ার জন্য। দাদু, ঠাকুরমা আমায় দেশকে ভালবাসতে শিখিয়েছে। বাবার দেওয়া এ সি রুম, মা'র হাতের চিংড়িমাছের মালাইকারি এককথায় ছেড়ে দিয়ে পার্টি ডাকলে আমি গ্রামেগঞ্জে চলে যেতেও রাজি। তুই হয়তো মনে মনে হাসছিস, কিন্তু এই প্রজন্ম মানেই কর্পোরেট জীবন চায়, এটা ঠিক নয়। লোনের ফ্ল্যাট, গাড়ি, গ্যাজেটস, ছিপছিপে বউ আর ইনস্টলমেন্টে সিঙ্গাপুর— এটাই সকলের লক্ষ্য নয়। এই গণ্ডিটা ছোট, আর এই গণ্ডিটা মুছে দেওয়ার দল এখনও বেশ ভারী। ত্যাগ, কৃচ্ছ্রসাধন, এ সব শব্দ কি শুধু ডিকশনারিতেই পাওয়া যাবে ভাবিস? তাই তো তোর সঙ্গে টাইম পাস করতে এত গিল্ট ফিলিং হয় আমার! আনইজি লাগে!"

BanglaBook.org

টাইম পাস শব্দটা কাঁটার মতো বিঁধল রাইকে। কিন্তু সে সহ্য করে নিল। কারণ, সত্যিই কৃষ্ণেন্দু অনেক চেষ্টা করেছে রাইকে এড়াতে। অতএব তার বলার কিছু নেই। এবং এটাও ভেবে দেখার যে, রাই কৃষ্ণেন্দুর কাছে কী চায়। শুরুতে সে হয়তো এটুকুই চেয়েছিল যে, এই পৃথিবীতে রাই নামে একটা মেয়ে কৃষ্ণেন্দুকে পাগলের মতো ভালবাসে, এই সত্য কৃষ্ণেন্দু জানুক। ওই যারা হাত ধরাধরি করে কফিশপ থেকে শপিংমল, নলবন থেকে নিশিনিলয় দিনের পর-দিন চক্কর কাটে, সে তাদেরই অনুপাতে মিলনপিয়াসী ছিল, বা আছে কি না কে জানে! তবে রাধার কাছে মিলন মানে অন্য। রাধার কাছে একটুখানি বাঁশির সুরও অনেকখানি পাওয়া! এর বেশ কিছুদিন পর অবশেষে প্রচারের কাজে সত্যিই মাসের পর মাস জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে ঘোরার দায়িত্ব নিয়ে রাইয়ের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে সদর্পে চলে গেল কৃষ্ণেন্দু। রাই জানতও, হয় এ-কারণে, নয় অন্য কোনও কারণে কৃষ্ণেন্দুকে যেতেই হবে তার পাশছাড়া হয়ে। সে প্রস্তুতই ছিল। যতটা সম্ভব হাসিমুখে বিদায় দিল কৃষ্ণেন্দুকে। তবে যেহেতু যুগটা মোবাইলের, চোখের দূরত্ব হলেও কৃষ্ণেন্দুর শত ব্যস্ততার মধ্যেও দু'জনের শব্দের, অনুভবের যোগাযোগ থেকেই গেল। দিন পনেরো পরে একবার কলকাতায় ঘুরেও গেল কৃষ্ণেন্দু। বলল, "নির্বাচন তো নয় রাই, ব্যাটেল, ব্যাটেল!" বলল, "দিন দশেক পরে আবার আসব।" তখন রাইয়ের চোখে আবার দশদিনের বাসি কাজল। এবং কামিজের সঙ্গে ওর ওড়না, পেলব ত্বকে অনাদরের আভাস, নখের কোণে ধুলো। বইখাতা অভ্যেসবশত নাড়েচাড়ে, কিন্তু একটি শব্দও অনুধাবন করতে পারে না। কৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে চলে যাওয়ার পর, রাধা পাগল হয়ে অভিশাপ দিতেন কৃষ্ণকে। স্খলিতবসনা ঘুরে বেড়াতেন সেসব জায়গায়, যেখানে মিলিত হতেন তিনি কৃষ্ণের সঙ্গে। কখনও প্রস্তরবৎ বসে থাকতেন একা। রাই তুলনায় অনেক শান্ত থাকল, কিন্তু তারও তো শয়নে, স্বপনে, জাগরণে শুধুই কৃষ্ণেন্দু। সে জানে কৃষ্ণেন্দু আসবে, আবার তাদের দেখা হবে, কিন্তু খুব গোপনে। সে যা বলবে, কৃষ্ণেন্দু বুঝবে না। কৃষ্ণেন্দু যা বলবে, সে বুঝবে না। নির্বাচন অচিরেই মিটে যাবে, কিন্তু রাইয়ের বুকভরা পিপাসা মিটবে না। কারণ, কৃষ্ণের জন্য যে এর পর কুরুক্ষেত্র অপেক্ষায় আছে! সত্যি, কেন যে সে

BanglaBook.org

রাধা হতে চাইল, কেন যে চাইল কৃষ্ণের প্রেম, কেন সে সাধাসিধে গোপিনী হল না একজন, কেন পড়ল না সরল এক রাখালের প্রেমে মাত্র! রাই যখন এসবই ভেবে ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলছিল, তখন তার সব হিসেব উলটেপালটে দিয়ে একটা এস এম এস এল কৃষ্ণেন্দুর, 'রাই, রাজনীতি ছাড়া আমাকে তুমি ভাবতে পার? আমিও পারি না। কিন্তু এটা স্বীকার করার পক্ষে হাই টাইম যে, রাজনীতি আমার জায়গা নয়। আর ভারতবর্ষের পক্ষে সততা, সেবা, সংকল্প—এ সব একেবারে অচল, বস্তাপচা শব্দ। কয়েকদিন ধরে নিজেকেও জিজ্ঞেস করেছি সমানে, তা হলে এখন নতুন করে কী চাইব আমি জীবনের কাছে? উত্তরে বারবার তোমার নিষ্পাপ চোখ দুটো ভেসে উঠেছে। ক'দিন পরেই ফিরছি। আপাতত বড্ড টায়ার্ড। তোমার কোলে মুখ গুঁজে একটু ঘুমোতে দেবে? এবার যেদিন দেখা হবে, জিনস-টিনস নয়, একটা শাড়ি পরে এসো প্লিজ। নীলাম্বরী বা ময়ূরকণ্ঠী! তারপর প্রকাশ্যে বলব...'

ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম ॥

উনিশ কুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৬

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

মাধুরী আবার নাচছে

মাধুরী আবার নাচছে! মাধুরী আবার!

আমার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না! আমি ঘোর বিভ্রান্তিতে টিভির পর্দার উপর হাত বুলোচ্ছি! নাচছে? মাধুরী আবার নাচছে? আবার ঘুঙ্গরু, ঘাগরা? চোখের মণিতে বিদ্যুৎ। আর গান ও বাদ্যযন্ত্রের সম্মিলিত আওয়াজ ছাপিয়ে মাধুরীর শরীর থেকে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ উঠে আসছে। একেবারে বর্ষার নদীর মতো ভরাট আলোড়নের শব্দ। আমি হতচকিত, চেয়ে আছি সব ভুলে!

আর আমার অদ্ভুত সব কথা মনে পড়ে যাওয়ার মতো শিরশির শিরশির করছে শরীর। মাধুরীর চপলতাই মনে করিয়ে দিচ্ছে সব। মাধুরীর শরীর স্বয়ং অতীত লখনউ, পুরনো বেনারস, হারানো বৃন্দাবন তা আমি অনেক আগে থেকে জানতাম। জানতাম মাধুরী ছাড়া ওই ঝরে যাওয়া সময়ের পৃষ্ঠা উলটে দেওয়ার ক্ষমতা আর কারও নেই। কিন্তু মাধুরী যে নিজের সময়েরও সমস্ত মুদ্রা আর বিভঙ্গ নিয়ে ফিরে আসতে পারে তা জানা ছিল না। মাধুরী যে আমার সময়কেও ফের জাগাতে পারে, জানা ছিল না তাও! মাধুরী নাচছে, চতুর্দিকে ঘুরছে মাধুরীর ঘাগরা। নাচতে নাচতে মেক-আপ ভেদ করে মাধুরীর মুখে যত ঘামতেল ফুটে উঠছে তত মনে জোর পাচ্ছি আমি। মনের জোর আমাকে পেছন দিকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পেছন দিকে। শেষ অবধি আমি পেছন দিকে ছুটছি।

আমি পেছন দিকে ছুটছি। আমি ফিরে যাওয়ার দিকে ছুটছি। মাধুরী পারলে আমি পারব না কেন?

মাধুরীর ওপরের কাঁচুলির রং লাল, নীচের ঘাগরার রং নীলচে বেগুনি। লাল রংটা যেন নাচতে পারার আনন্দে উন্মাদ হয়ে যাচ্ছে। অথচ

BanglaBook.org

ঘাগরাটার মধ্যে রয়েছে বিপরীত এক বিষাদ। যেন মাধুরীর শরীরের কালশিটের উজ্জীবিত বিষণ্ণতা তাতে, ভয়ও এবং ব্যথাও। কীসের ভয় এত? কীসের ভয় এত মাধুরীর? কীসের ভয় এত আমারই বা কী হবে, কী হবে, যদি আমি আজ গিয়ে দাঁড়াই পীতাম্বর মিত্র রো-এর মুখটায়। ঠিক এইরকম সন্ধে হব হব সময়ে? ট্রামরাস্তা থেকে অনেক ভেতরে, ডাঁয়ে-বাঁয়ে ঘুরে, পড়ো পড়ো সব চুনসুরকির আবছায়া দেওয়ালগুলোকে পাশ কাটাতে কাটাতে গলির মুখের ওই ল্যাম্পপোস্টের তলায় পড়ে থাকা এ-বাড়ি ও-বাড়ির ভাঙাচোরা জিনিসের মতো অতীত দিনগুলোয় যদি পা ফেলি—কে আটকাবে আমাকে? কে? মৈনাক?

পাগল! মৈনাক আমাকে আটকাতে সাহস পাবে? মৈনাক আমাকে সাহস পাবে বলতে 'মালবী চলে যাও? কেন তুমি আবার এসেছ এখানে? তুমি অপরাধী, তুমি বিশ্বাসঘাতক, এখানে তোমার কোনও জায়গা হবে না।' হা, হা, হা—মৈনাক এসব বলবে আমাকে? মৈনাকের তো আমাকে দেখলে, সেই কোন ছোটবেলা থেকে, আমাকে দেখলেই ওর হাত-পা কাঁপত!

মৈনাক হল আসলে 'ভোর হল দোর খোল' ছেলে। সকালে ঘুম থেকে উঠে যারা মশারি ভাঁজ করে মৈনাক তাদের দলের। চিঠি লিখতে গেলে যাদের অক্ষর বেঁকে যায়, বাঁকতে বাঁকতে বেঁকেচুরে শব্দে, আবেগে মিলেমিশে হয়ে যায় নদী, অল্পই স্রোত, হাঁটু ডুবু ডুবু জল—মৈনাক তাদের দলের। কোনও গোঁয়ারতুমি নেই। বেয়াদবি নেই। ভগ্নচিত্ত, ব্যাকুলিত, বিরক্তিকর চেয়ে থাকা ছাড়া কোনও দোষ নেই।

মৈনাক সবসময় আমার মন পেতে চেষ্টা করত। যা-যা করলে আমি ওকে ভালবেসে ফেলব, ও ওর ক্ষুদ্র সামর্থ্য, সাহস আর কল্পনা দিয়ে সে সবই করতে চাইত। মরিয়া নয়, সেসব প্রচেষ্টা ওকে করুণ করে তুলত বলা যায়। যেমন সাতসকালে, আমি পড়তে যাচ্ছি হয়তো, শীতকাল, পীতাম্বর মিত্র রো-এর বাড়িতে বাড়িতে আঁচ পড়েছে উনুনে। ধোঁয়া, কুয়াশা মিলেমিশে একটু অস্পষ্ট চারপাশ, এমন সময় ঘুমভাঙা চোখ মুখ নিয়ে হয়তো আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল মৈনাক।

কী ব্যাপার, না—'তোমার সঙ্গে একটা দরকারি কথা আছে, মালবী!'

BanglaBook.org

'এখন এই ভোরে কী কথা মৈনাক?'
'আমি জলপাইগুড়ি চলে যাচ্ছি! আজই দশটার ট্রেনে!'
'জলপাইগুড়ি? হঠাৎ? কতদিনের জন্য?'
'চিরদিনের জন্য!'
জলপাইগুড়িটা এমন কিছু দূরের নয় যে সেখানে চিরদিনের জন্য যেতে হবে! আমার হাসি পেত।
'তা কী করতে হবে আমাকে?'
'তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে!'
'সে কি? কেন?' প্রস্তাবে আমি হতবাক।
'কোনও কারণ নেই, মালবী। আমি যাচ্ছি, তুমি যদি আমাকে ভালবাস তুমিও আমার সঙ্গে যাবে, ব্যস!'
আমি হো-হো করে হেসে ফেলতাম—'এ বাবা, এরকম আবার হয় নাকি? পথ ছাড়ো আমার দেরি হচ্ছে মৈনাক!'
'তা হলে এটা জেনে রাখো, আমি চলে যাব এবং আর কখনও ফেরত আসব না তোমাদের সামনে!'
'ছিঃ, ছিঃ, মৈনাক, বাবা, মা, ভাই, বোন সব ফেলে হঠাৎ জলপাইগুড়ি যাওয়ার জেদ কেন করছ তুমি?'
'চলে যাব' কথাটা এত সুন্দর, এত হৃদয়স্পর্শী, এত তার ভার যে মৈনাকের বারবার 'চলে যাব' শুনতে আমার ভালই লাগত।
মৈনাক গোস্বামীদের হিমে ভিজে যাওয়া রকে বসে পড়ত 'তোমাকে পাওয়ার জন্য আমি সবাইকে ছাড়তে পারি, মালবী! আমার কাছে সেটা কোনও ব্যাপার নয়!'
'কিন্তু তেমন প্রয়োজন কিছু পড়েছে বলে তো মনে হয় না!'
'এখন বুঝবে না, আমি চলে গেলে তখন বুঝবে!'
'কী বুঝব?'
'কী হবে এখানে থেকে, তোমার চোখের আড়ালে চলে যাওয়াই ভাল!'
'কী বলছ, নিজেই জান না তুমি! তবে তুমি যদি সত্যি যাও, আমি তোমাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসতে পারি!' আমি শাল দিয়ে হাসি ঢাকতাম, 'হাওড়া তো?'

BanglaBook.org

'না শিয়ালদা।' মন দিয়ে নখ খুঁটতে খুঁটতে বলত মৈনাক।
'দশটার ট্রেন বললে না?'
'হ্যাঁ।'
এরপর ন'টার সময় বাসস্ট্যান্ডে মৈনাকের সঙ্গে দেখা হলে খুব অবাক হওয়ার ভান করে আমি জিজ্ঞেস করতাম, 'এ কী, চিরদিনের মতো চলে যাচ্ছ আর সঙ্গে কোনও মালপত্তর নেই? তোমার জামাকাপড়, বইপত্তর? রামলখন-এর ক্যাসেট এসব নেবে না?'
তখনই মৈনাক কোনও উত্তর দিত না, মুখ গোমড়া করে থাকত। ওড়না, চুল সামলাতে সামলাতে আমি মনে মনে হাসতাম, 'কী রগড়!'
'কাল যাব, কিংবা পরশুও যেতে পারি, দোলটা কাটিয়ে গেলেও হয়, পার্থ বলছিল অন্তত সরস্বতী পুজো অবধি থেকে যা।'
হেসে কুটোপুটি হতাম, 'মৈনাক দোলের এখনও অনেক দেরি!'
ক'টা দিন যেতে না-যেতেই আবার পথ আটকাত মৈনাক, 'গ্যাংটকে একটা চাকরি পেয়েছি, পরশু ভোরের ট্রেনে চলে যাচ্ছি মালবী। শেষবারের মতো জানতে চাইছি, যাবে কিনা বলো। রাত তিনটে নাগাদ তোমার জানলায় টোকা দেব, এক কাপড়ে চলে আসবে...!'
আমি হাসতাম। মৈনাক বলত, 'কী যাবে তো আমার সঙ্গে? যাবে না?'
না মৈনাক আটকাতে পারবে না। সতেরো বছর বাদে পীতাম্বর মিত্র রো-এ ঢুকতে গেলে অন্তত মৈনাককে নিয়ে কোনও ভয় নেই!

বরং আটকালে, আটকাতে পারে মেজবউমা। মেজবউমার নাম নাকি সর্বমঙ্গলা! কিন্তু এই নামে তাকে কেউ কখনও ডাকে না। সবাই, আবালবৃদ্ধবনিতার কাছেই তিনি মেজবউমা। এই পীতাম্বর মিত্র রো, মদন ঘোষাল স্ট্রিট, মুখুজ্জেপাড়া ছাড়িয়ে নারায়ণী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার অবধি তিনি মেজবউমা নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। কী করে তিনি সর্বমঙ্গলা থেকে জগতের মেজবউমা হয়ে উঠলেন তা নিয়ে কোনও প্রশ্ন আমার মাথায় কখনও চাড়া দিয়ে ওঠেনি। কারওই উঠেছে বলে মনে হয় না। কারণ জবাব খুঁজবে কার কাছে? মেজবউমা? পাগল? মেজবউমাকে ভয় পায় না কে? কাকটা, চিলটা পর্যন্ত তাকে তোয়াজ করে চলে। তার 'লম্পট'—এই

BanglaBook.org

ধমক খেয়ে মিনি পায়রাকে ছেড়ে আবার মোতিবিবির কাছে ভাল ছেলের মতো ফিরে গেছিল কালুয়া। এবং জীবনে আর কখনও মুখুজ্জেবাড়ির কড়িবরগার দিকে তাকায়নি।

আমার কপালেই বা কি কম গালাগালিটা জুটেছিল মেজবউমার কাছ থেকে। সেদিনের সেই ঘটনার পর থেকে মেজবউমাকে দেখলেই আমি লুকিয়ে পড়তাম। কিছুতেই মুখোমুখি হতে চাইতাম না। যা-তা বলত মেজবউমা আমাকে।

ত্রাস! ত্রাস হয়ে গেছিল মেজবউমা আমার কাছে। আমার রাগ হত কিন্তু নালিশ করতাম কাকে?

সেদিন, এরকমই এক সন্ধেবেলায়, আমি মেজবউমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে আসছি কোচিং ফেরত আর হঠাৎ লোডশেডিং হয়ে গেল! লোডশেডিং মানে ঘণ্টাখানেকের মামলা। ভীষণ আনন্দ হল। বাড়ি ফিরে আর পড়তে বসতে হবে না, বিবিধ ভারতী খুলে হিন্দি গান শুনব! তখন সবে বেরিয়েছে তেজাব, চিত্রহারে অসাধারণ দেখাচ্ছে মাধুরীকে— 'তেরা করো গিন গিন কে, ইন্তেজার'— বলে আরক্তিম ঠোঁট থেকে ডাক দিয়েছে মাধুরী সবাইকে, আর সকলেই সেই জাদু স্বীকার করে নিয়ে ছুটে যাচ্ছে দিগ্বিদিক।

আশির শেষাশেষি সমস্ত শহরের দেওয়ালে দেওয়ালে ছড়িয়ে পড়া মাধুরীর অসামান্য শরীর, মোহময়ী হাসি, 'আজা পিয়া, আয়ি বাহার'—এই আহ্বান আমি আজও বিস্মৃত হইনি! অথচ সতেরো-আঠারো বছর পর ক্লোজ শটে ফুটে উঠবে এই মাধুরীরই ত্বকের দুটো-চারটে কেঁপে যাওয়া রেখা, সতেরো-আঠারো বছর পরে সেই তেজাব দেখতে বসেই পাঁচ মিনিটের বেশি ধৈর্য ধরা যাবে না, সতেরো বছর পর মাধুরী নিজেই বলবে যে 'সারা জীবনে এমন একটা কাজের সুযোগও পাইনি আমি যা আমার পাওয়া উচিত ছিল!' বলবে যে 'আই ফিল ভেরি আপসেট!' এমনটা তখন দুঃস্বপ্নেও ভাবা যেত না!

ভাবা যেত না! তবু আজ যা সত্যি, মাধুরী স্বয়ং জানে না যে কালকের মাধুর্য সেই সত্যির তুলনায় অনেক কৌশলী! সেই কাল মনের মধ্যে লেপটে থাকে। মাধুরী জানে না 'মাধুরী' মানে আসলে একটা সময়। একটা

BanglaBook.org

এলো কপাট। হু হু বাতাসে লাট খাওয়া একটা ফাঁকা বদ্রিপাখির খাঁচা, আর মেয়েদের দুপুরের ঘুমের ক্রমশ শেষ হয়ে যেতে থাকার যুগ। মাধুরী মানে ঘোষাল স্ট্রিট ডাঁয়ে রেখে বড়বাবার মন্দির পাশ কাটিয়ে নোনা ধরা পাঁচিল ঘেরা বাড়ি, নীল টিনের ওপর সাদা দিয়ে লেখা ঠিকানা, টিমটিম করে জ্বলছে রোয়াকের আলো, কেউ একটা গাইছে 'সাঁঝের তারকা আমি, পথ হারায়ে, এসেছি ভুলে', কেউ বাজাচ্ছে 'শো, গ্যয়া ইয়ে জাঁহা, শো গ্যয়া আসমা' আর দুটোর কোনওটাই আমার কানে সুরহীন ঠেকছে না, আমার যৌবন যা শুনতে চাইছে তার দুটোই মিলেমিশে আছে তার মধ্যে।

রত্না কাকিমার চুল বাঁধা হয়ে গেল, একটু পরেই বাবা ফিরবে, ফিরে বেশ কিছুক্ষণ নিঝুম বসে থেকে গায়ের ঘাম শুকোবে, আসলে বাবা দম নেবে। কাঠের গুদামে খাতা লেখার কাজ করে বাবা, বাড়ি ফিরে স্নান সেরে সেই যে বেরিয়ে যাবে তাসের আড্ডায়, ফিরতে রাত বারোটা।

বাবা যখন ফেরে আমরা কেউ জেগে থাকি না। চার বছর হল মা মারা গেছে আমাদের। মা মারা যাওয়ায় বাবার আর মন বসে না বাড়িতে। বাবা তাই বাইরে-বাইরেই বেশি থাকে। পুতু আর আমার দিকে ভাল করে তাকাতে পারে না বাবা। তাকালে বাবার কষ্ট হয়।

অর্ধেক দিন বাজার-দোকান করতে ভুলে যায় বাবা। পাড়ার দোকান থেকে দেশি হাঁসের ডিম কিনে এনে ঝোলভাত রেঁধে ফেলি আমি। পুতু আমার ছোট বোন। ওর-ও সব দায়িত্ব বর্তায় আমার কাঁধে। ওর স্কুলড্রেস কেচে দেওয়া, চুলে বিনুনি বেঁধে দেওয়া, স্কুল থেকে ফিরতে দেরি হলে ঘর-বার করা! সতেরো বছর আগে আমি জানতাম না আমাদের জীবনে পীতাম্বর মিত্র রো-এর এই একঘেঁয়েমি, ক্লান্তি সর্বত্র বিরাজ করে, যেখানেই যাই না কেন চোখে লেগে থাকে তার অবসন্নতা। আমি তখন মাধুরীকে দেখতাম, আর বেরিয়ে পড়তে চাইতাম পীতাম্বর মিত্র থেকে। মাধুরী আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকত!

লোডশেডিং হয়ে গেল আর মেজবউমার সদর দরজার সামনে আমাকে পাকড়াও করল পিন্টো। পিন্টোর সঙ্গে তখন অনেক দূর এগিয়ে গেছি

BanglaBook.org

আমি। একমানুষ চওড়া নকশাল গলির অন্ধকারে দাঁড়িয়ে পিন্টো আর আমার কথা দেওয়া-নেওয়া হয়ে গেছে। আমার জন্য দক্ষিণেশ্বর থেকে পিন্টো নিয়ে এসেছে সিঁদুর। আমি পরার সাহস পাইনি যদিও। পিন্টোর মা মারা গেলে আমি গোপনে অশৌচ পালন করেছি। তখন প্রায়ই, বাবা এবং পুতু না থাকলে ঘরের দরজা বন্ধ করে আমি মাথায় ঘোমটা দিয়ে আয়নায় নিজেকে দেখি। পিন্টোর ব্রণ ভরা গাল, রুক্ষ চাউনি, অমার্জিত উচ্চারণে প্রেমালাপ, আমি পাশবালিশ আঁকড়ে ধরে রোমন্থন করি সময় পেলেই। তখনও পিন্টো আমাকে চুমু খায়নি কিন্তু আমার বুকে হাত ঠেকিয়েছে। পিন্টো বলেছিল, ও ওই দুটোকে একদিন ডলে, চটকে...! কথাটা কেমন কেমন লেগেছিল আমার কিন্তু তখন অন্য এক উত্তেজনার পারদ চড়ছিল আমার মধ্যে। ওর বলার ধরনে তুমুল এক পুরুষকেই খুঁজে পেয়েছিলাম আমি, যে আমাকে সর্বঅঙ্গ ব্যথা করে দেওয়ার মতো আদর করবে।

সেদিন আমার হাতে একটা খাতা ছিল। লম্বা খাতা, পিন্টো সেই খাতাটা ধরে টেনে আমাকে জড়িয়ে ধরতে গেল। আমিও চোখ বন্ধ করে সমর্পণ করতে গিয়ে টের পেলাম ওর হাত অশান্ত, ওর ঠোঁট গরম।

হঠাৎ সদর খুলে কুপি হাতে বেরিয়ে এল মেজবউমা! পরনে সাদা থান, ছোট করে ছাঁটা চুল, ময়দার মতো গায়ের রং। বেরিয়েই কুপিটা তুলে ধরে চিল চিৎকার দিয়ে উঠল মেজবউমা—'ছ্যাঃ, ছ্যাঃ, ছ্যাঃ, ছ্যাঃ, লজ্জা ঘেন্না সব মায়ের সঙ্গে চিতায় তুলে দিয়ে এসেছিস নাকি রে? ছেনাল মাগি, পথেঘাটেই জাপটাজাপটি করছিস একটা বস্তির ছেলের সঙ্গে, কুকুর-বেড়ালেরও ঘেন্না হবে যে লো, ওরে কে আছিস দ্যাখ, দ্যাখ, মা-টা মরে গিয়ে মেয়েদের কী উপকারই না করে গেছে!'

পিন্টো যে কখন সটকে পড়েছে দেখতেই পেলাম না। খাতা বুকে জড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলাম। পা দুটো যেন কে পেরেক দিয়ে পুঁতে দিয়েছে মাটিতে, পালাতে পারছিলাম না। মেজবউমার মুখ আর বন্ধই হতে চায় না, 'সুরেন, মেয়ে সরা এখান থেকে! নইলে এ মেয়ে সারা পাড়ার ছেলে বুড়োর চরিত্তির খেয়ে বসে থাকবে!'

সারা পাড়া শুনছে, 'কী হয়েছে মেজবউমা, কী হয়েছে' বলতে বলতে ধুতির গিঁট বাঁধতে বাঁধতে বেরিয়ে এল নাগজ্যাঠা, আরও একটা-দুটো স্বর

BanglaBook.org

মেজবউমার কুপির আগুনকে লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে।—'আর বলিস কেন, লোডশেডিং যেই হয়েছে অমনি সুরেনের বড় মেয়েটাকে...' শুনতে শুনতে ছুট লাগালাম আমি। বাড়ি পৌঁছে ঠিক করলাম বাবার কানে কথা ওঠার আগেই আত্মহত্যা করব। আত্মহত্যার কথা ভাবতে ভাবতেই রুটি করলাম, ছোলার ডাল আর কুমড়োর তরকারি গরম করলাম স্টোভে। সেদিন তাসের আড্ডা থেকে অনেক তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরল বাবা। আমাকে বলল, 'খেতে দে!' খেতে খেতে পুতুকে ডাকল, পাশে বসতে বলল। পুতু বসলে বাবা হাত রাখল পুতুর পিঠে, ভেজা স্বরে বলল, 'দিদির বিয়ে দিয়ে দিলে তুই মা-বাপকে দুটো রেঁধে খাওয়াতে পারবি তো?' রেঁধে খাওয়ানো—এই মাত্র বাবার সমস্যা? ভয়ে কুঁচকে থাকা শরীর আমার কেমন অনুকম্পায় জল হয়ে গেল। বাবাকে আমি আর কখনও গ্রাহ্য করিনি। বাবাও ধীরে ধীরে পুতুকেই নির্ভর করতে শুরু করেছিল।

আমার বিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ কিন্তু নিতে দেখা গেল না বাবাকে। এবং পিন্টো কী এক অপকর্মের জন্য পুলিশের হাতে ধরা পড়ে দু'মাস জেল খেটে এল। যখন ফিরে এসে বারবার আমার গতিরোধ করতে লাগল পিন্টো। তখন বরং আমিই চাইছিলাম যা হোক একটা হিল্লে হোক আমার। পিন্টোকে দেখলেই পালাতাম আমি। পীতাম্বর মিত্র রো আরও দমবন্ধ করা, আরও অসহ্য হয়ে উঠল আমার কাছে।

সতেরো বছর বাদে ফিরতে চাইলে কে জানে অন্ধকার ফুঁড়ে সামনে এসে দাঁড়াবে কি না পিন্টো, কে জানে আজও জ্বলন্ত কুপি হাতে চেঁচিয়ে উঠবে কি না মেজবউমা 'দাঁড়া' বলে। 'এক পা-ও এগোবি না, খবরদার, লজ্জা নেই যে আবার এই পাড়ায় ঢুকিস? কী দেখতে এসেছিস তুই, বাপ-দাদার পোড়া মুখ?' বলে অনর্গল উগরে দেবে কি না ঘৃণা!

আর যদি মৈনাক না আটকায় আমায়, যদি পিন্টো না আটকায় আমায়, না আটকায় যদি মেজবউমাও তা হলেই কি চুপচাপ পৌঁছে যাব আমি ওই মরচে পড়া ঠিকানায়? তপতীদির মা? তপতীদির মা ছেড়ে দেবে আমাকে? যেতে দেবে? তপতীদির মা-র আমার ওপর ভীষণ রাগ!

BanglaBook.org

কবে থেকেই সেই দৃশ্যে অভ্যস্ত আমরা। আমাদের ডান পাশের বাড়িটাই তপতীদিদের। লাল সিমেন্টের চওড়া উঠোন, দু'পাশে দুটো সিমেন্টের বেদি। বাঁ হাতের বেদিটা পার হয়ে ঢুকতে হয় আমাদের বাড়িতে। আর বাঁ হাতের বেদিটাতেই দিনরাত, সকাল-সন্ধে, অষ্টপ্রহর ভারী শরীরটা নিয়ে বসে থাকে তপতীদির মা। উদগ্রীব চোখে তাকিয়ে থাকে গলির মুখটার দিকে। মানুষটা অতিকায়, অথচ চলৎশক্তিহীন। সজলদা, তপতীদির ভাই, অনেক বছর আগে এক ঝড়বৃষ্টির রাতে বাড়িতে ঝগড়া করে চলে গেল, আর ফেরেনি। তপতীদির মা সজলদার ফিরে আসার অপেক্ষায় বছরের পর বছর এই বেদিতে বসেই প্রহর গুনে যাচ্ছে। হতে পারে সজলদার ফিরে আসার অপেক্ষা ফিকে হয়ে পরিণত হয়েছে একটা অভ্যেসে। তাকিয়ে থাকার অভ্যেসে।

বাড়িতে পক্ষাঘাতগ্রস্ত পিতা, অসুস্থ মা, নিরুদ্দেশ ভাই— শেষে সংসারের হাল ধরতে হয়েছিল তপতীদিকে। আর কানাঘুষো শুরু হয়েছিল তখন থেকেই তপতীদিকে নিয়ে। কেউ জানত না তপতীদি কী করে সংসার চালাচ্ছে। কেউ বলত একটা স্কুলে পড়ায়, কেউ বলত টিউশানি করে, কেউ বলত নার্স হয়ে গেছে তপতীদি। কেউ বলত আরে, না, না, আয়া! কে একজন খবরটা বয়ে দিয়ে গেছিল পাড়ায়—তপতীদিকে কোনও এক হোটেলে যাতায়াত করতে দেখা গেছে। ট্যাক্সিতে উঠছে, ট্যাক্সি থেকে নামছে। সঙ্গে পুরুষ! আঁতকে উঠেছিল খবর শুনে জমায়েতে জমায়েতে পাড়ার মানুষ, কানে হাত চাপা দিয়ে বাড়ি পালিয়েছিল যেন কারা, কেউ সর্বসমক্ষে ছ্যাঃ ছ্যাঃ করেছিল, কেউ আবার চোখ টিপে হেসে উঠেছিল রসের মহিমায়। আমিও কথাটা কয়েকজনকে বলেছিলাম, তারা যা বলেছিল আমি মন দিয়ে শুনেছিলাম, শুনে আরও ক'জনকে বলেছিলাম। আমার পিসিমা স্নেহলতা ছিল তাদেরই একজন।

বিধবা স্নেহলতা পিসিমা ছিল মারাত্মক চুকলিখোর, আয়েস করে বসে চা, পান খেয়ে সমস্ত মন্তব্য, টীকা, টিপ্পনি সহ চাউর হওয়া কাহিনি নামিয়ে দিয়েছিল তপতীদির মায়ের কানে। তারপর হাহাকার করতে থাকা মানুষটাকে ফেলে উঠে এসেছিল।

সেই হাহাকার সবাই শুনেছিলাম আমরা! তপতীদি চলে গেছিল পাড়া

BanglaBook.org

ছেড়ে। মাসে একবার-আধবার রাতের অন্ধকারে এসে দেখে যেত বাপ-মাকে। কষ্ট করে, দেওয়াল ধরে ধরে থপথপ করে চলাফেরা করত তপতীদির মা। ভাত ফুটোনো, সেমিজ, শাড়ি মেলে দেওয়া। তারপর লাল বেদিটায় গলির দিকে মুখ করে ঠায় বসে থাকা। তপতীদির মা'র তখন আমাকে দেখলেই জ্বলে উঠত চোখগুলো। ডাকত, 'অ্যাই মালবী, একবার ভেতরে আয়, তোর সঙ্গে আমার কথা আছে!' পুতুকে পেলে বলত, 'তোর দিদির দেখিস না কী হয়!' পুতু আর আমি তাকাতাম না, মাথা নিচু করে চলে যেতাম।

বাবা যেদিন বের করে দিল আমাকে বাড়ি থেকে, বলল, 'যদি আর কোনওদিন এই চৌকাঠ মাড়াস, আমার মরা মুখ দেখবি, বলে রাখলাম!'—সেদিন তপতীদির মা'র কী আস্ফালন! কী ফেটে পড়া আক্রোশ! আমি কাকুতি-মিনতি করেছিলাম, 'বাবা, বাবা। দরজা খোলো!' তপতীদির মা আমার হাত মুচড়ে ধরে বলেছিল, 'অত খায় না!' আমি কঁকিয়ে উঠেছিলাম, 'জেঠিমা হাত ছাড়ো।'

'কি, এখন স্নেহলতার টিকির দেখা নেই কেন? অপবাদ দিয়ে মেয়েটাকে আমার তোরাই তো তাড়িয়েছিলিস, তপতী নাকি নষ্ট? তুই! তুই-ই তো মূল হোতা, বাড়ি বাড়ি ঘুরে কুৎসা গেয়েছিলিস, মনে আছে?'

না, আমি রটাইনি তপতীদি নষ্ট, কিন্তু আমি কি সত্যিই রটাইনি? তপতীদির পাড়া ছাড়ায় আমার কোনও দায়িত্ব নেই, কিন্তু সত্যিই কি কোনও দায়িত্ব নেই? আমি ছোট ছিলাম, কিন্তু আমি কি কিছুই বুঝতাম না?

সতেরো বছরের ব্যবধানে তপতীদির মা'র এইসব প্রশ্নের তীব্রতা কিছুমাত্র কমেনি বলে ভয় হচ্ছে আমার। প্রশ্নগুলো আমার ভেতরে সক্রিয় আজও। পীতাম্বর মিত্র রো-এর লাল বেদিতে হাপিত্যেশ করে বসে থাকা মহিলাকে পাশ কাটানো আজও সহজ নয়, আমার পক্ষে! তপতীদির মা যেই বলবে, 'কে রে? কার বাড়ির মেয়ে রে? ওমা, কথা বলে না দ্যাখো?' আমি কী উত্তর দেব?

বলব পীতাম্বর মিত্র রো-এর পাঁজরের ভেতর আবার ফিরে এসেছি আমি? আমি মালবী, পীতাম্বর মিত্রের বাইরের জগৎ থেকে আর আমার পাওয়ার

BanglaBook.org

কিছু নেই, আমি এই অন্ধকার, বিষণ্ণ গলিটায় আবার সেঁদোতে চাই। শাঁখ বাজবে, শীত-শীত করবে, আমি বই বুকে চেপে ফিরব, পুতু কুলের টক দিয়ে পাউরুটি খাবে, আমি 'ছায়ালোক' শুনে শুনে গান তুলব। জ্বাল দিতে গিয়ে কেটে যাওয়া দুধ ফেলে দিতেও মায়া হবে, ভীষণ মায়া হবে যে-জীবনে সে-জীবনে আবার ফিরব আমি জেঠিমা। বলব এসব? আমি জানি আমি ফিরতে চাইব, কিন্তু ফেরা অসম্ভব, বাবা কিছুতেই দরজা খুলবে না।

বাবা দরজা খুলবে না কারণ পীতাম্বর মিত্র রো যে-জীবনে অভ্যস্ত তার থেকে সুদূর এক আলো-ঝলমলে জগতে হাঁটতে চেয়েছিলাম আমি।— আমি মাধুরী হতে চেয়েছিলাম। অথচ আলোর পেছনের অন্ধকার ভুলভুলাইয়াই গ্রাস করে নিয়েছিল আমাকে। কিছু বোঝার আগেই আমি ব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত হয়েছিলাম। ফিরে এসেছিলাম তিন রাত বাড়ির বাইরে কাটানো মালবী হয়ে। বাবা আমাকে মেরেছিল। পুতুর ভবিষ্যৎ, সমাজের ভয়..., বাবা তাড়িয়ে দিয়েছিল আমাকে। আমি জানি দরজা ধাক্কা দিয়ে দিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ব কিন্তু পুরনো জীবন থেকে কেউ আর 'আয়' বলবে না আমাকে!

আমি জানি, মাধুরী আবার নাচছে, আবার উড়ছে ঘাগরা, চূর্ণি ঘুরছে, মাধুরীর শরীর ভেঙে উঠে আসছে নতুন বিভঙ্গ, হয়তো নতুন কোনও পথ খুলে যাচ্ছে মাধুরীর। নাচতে পারার পথ, কিন্তু মাধুরীও জানে, আমিও জানি যে, আমরা দু'জনে কেউই আর কখনও পুরনো সময়ে ফিরে যেতে পারব না। কোনওদিন আর পীতাম্বর মিত্র রো ধরে ফেরা হবে না আমার, দু'দিকের দেওয়ালে লেগে থাকা পোস্টারগুলো থেকে আর কোনওদিন ঝরবে না মাধুরীর বুক, পেট, নাভি, ঠোঁটের তেজাব!

BanglaBook.org

দেশ ২ অক্টোবর ২০০৬